পুরুষ পরীক্ষা।

শ্রীলশ্রীযুক্ত শিবসিংহ নরপতির আজ্ঞানুসারে

শ্রীযুক্ত বিদ্যাপতি কবিবর কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইতে

বঙ্গ ভাষান্তরিত হইয়া সংশোধন পূর্ব্বক

পুনঃ মুদ্রিত হইল।

কলিকাতা

শ্রীরাধানাথ দে এণ্ড কোম্পানি

বৃটিস ইণ্ডিয়া লাইব্রেরি, ৮০ নং রাধাবাজার।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

মূল্য ১ এক তঙ্কা মাত্র।

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

পত্রাঙ্ক

নির্ঘণ্ট		পত্রাঙ্ক

পুরুষ পরীক্ষা।

অমর বৃন্দ কর্তৃক স্তুত ব্রহ্মা যাঁহাকে স্তব করেন এবং দেবতা দিগের পূজিতচন্দ্রশেখর যাঁহাকে পূজা করেন ও নারায়ণ দেব গণের ধ্যেয় হইয়াও যাঁহাকে ধ্যান করেন এতাদৃশী যে পরমদেবতা তাঁহার চরণেআমি কোটি কোটি প্রণাম করি। শূর সমূহের মান্য ও মেধাবিশ্রেষ্ঠ এবং পণ্ডিত সমুদায়ের মধ্যে প্রথম গণনীয় যে শ্রীদেব সিংহ রাজার পুত্র শ্রীশিব সিংহ রাজা তিনি জয় যুক্ত হউন॥

অভিনব প্রজ্ঞাবিশিষ্ট বালক দিগের নীতি শিক্ষার নিমিত্তে এবংকামকলা কৌতুকাবিষ্ট পুরস্ত্রীগণের হর্ষেরনিমিত্তেশ্রীশিব সিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন যেরস জ্ঞানদ্বারা নির্ম্মলবুদ্ধি যেপণ্ডিতসকল তাঁহারা নীতি বোধানুবোধক যে এই সকল বাক্যের গুণজ্ঞনিমিত্তে কি আমার রচিত এই গ্রন্থ শ্রবণ করিবেন না অর্থাৎ অবশ্য শ্রবণ করিবেন। যে গ্রন্থের লক্ষণোক্ত পরীক্ষার দ্বারা পুরুষ সকলের পরিচয় হয় এবং যে গ্রন্থের কথা সকল লোকের মনোরমা হয় সেই পুরুষ পরীক্ষা নামক পুস্তক রচনা করা যাইতেছে॥

হড়কোলা নামক পুরীতে সহস্র নরপতি দিগের শিরোমণি শোভাতে যাহার পাদপদ্ম শোভিত এবং ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যের সমুদ্র [illegible] ও সসাগর পৃথিবীর পতি হড়কোল নামক রাজা ছিলেন। এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ও সর্ব্ব সুলক্ষণ যুক্তা এক কন্যা ছিল। রাজা সেই কন্যার যৌবন সময়ারম্ভ দেখিয়া তত্তুল্য অথচ নিজ কুল যোগ্য বরের অনুসন্ধান করত চিন্তা যুক্ত হইলেন যে হেতুক কুকর্ম্মেতে পরাঙ্মুখ ও ন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন কারী এবং পথ্য ভোক্তা ও রোষাদি দোষদ্বেষ্টা এমত সুহৃৎ এতাদৃশ ব্যক্তির যদি কন্যা থাকে তবে সে যোগ্য অথবা অযোগ্য বরের অনুসন্ধান করত প্রার্থনা জন্য যে স্বকীয় অভ্যর্থনা ভঙ্গ ভয় সে তাহার হৃদয়ে চিন্তা বিস্তার করে। তদনন্তর রাজা কি কর্ত্তব্য ইহা চিন্তা করিয়া বসুরুমি নামক ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিতেরা সেই রূপ কহিয়াছেন যে মনুষ্য একাকী বাঞ্ছিত কার্য্যে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবেক না যে হেতুক পণ্ডিতের ও দ্বেষাদ্বেষ ভ্রমাদি দোষ জন্মে। অতএব রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে মুনি আমার পদ্মাবতী নামে এক কন্যা আছে কোন ব্যক্তিকে ইহার বর করিব তাহা কহ। মুনি উত্তর করিলেন মহারাজ এক পুরুষকে বর করহ। রাজা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনি আজ্ঞা করিলেন এক পুরুকে বর করহ ইহাতে এই অনুভব হয় যে পুরুষ ব্যতিরেকেও বর হইতে পারে। অতএব পুরুষ ব্যতিরেকে কি প্রকারে বরের সম্ভব হয় তাহা কহ। মুনি উত্তর করিলেন রাজন্ পৃথিবীতে পুরুষাকার মাত্র অনেক পুরুষ আছে সেই কেবল পুরুষাকার মনুষ্য সকলকে ত্যাগ করিয়া বাস্তব পুরুষকে বর কর আমি ইহা কহিতেছি। সেই পুরুষ যে প্রকার হয় তাহা কহা যাইতেছে কেবল পু-

রুষাকার অনেক লোক মিলিতে পারে কিন্তু বক্ষ্যমাণ লক্ষণেতে যুক্ত যে পুরুষ সে অতি দুর্লভ তাহাও কহিতেছি বীর এবং সুধী ও বিদ্বান্ আর পুরুষার্থযুক্ত এই চারি প্রকার পুরুষ ভিন্ন যে লোক সকল তাহারা পুরুষাকার পশু কেবল পুচ্ছ রহিত্য। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন সেই বীরাদি পুরুষ সকলকে কি রূপে জানিব। মুনি উত্তর করিলেন রাজন্ শৌর্য্য এবং বিবেক ও উৎসাহ এই সকল গুণেতে যুক্ত এবং মাতা পিতার কার্য্য করণ ক্ষম এমত যে তিনি বীর পুরুষ তিনি কোন বংশেতে জন্মেন। শৌর্য্যাদির লক্ষণ এই কার্পণ্য রাহিত্যের নাম শৌর্য্য এবং হিতাহিত বিবয়িকা যে বুদ্ধি তাহার নাম বিবেক ও ক্রিয়াতে যে প্রবৃত্তি সেই উৎসাহ এই সমুদায় গুণেতে যুক্ত যে পুরুষ তিনিই বীর রূপে খ্যাত হন। সেই বীর চারি প্রকার দানবীর এবং দয়াবীর ও যুদ্ধবীর আর সত্য বীর। তাহার উদাহরণ রাজা হরিশ্চন্দ্র দানবীর শিবি রাজা দয়াবীর অর্জ্জুন যুদ্ধবীর রাজা যুধিষ্ঠির সত্যবীর ছিলেন। রাজা কহিলেন হে মুনি তাঁহা দিগের গুণ শিক্ষা করণেও তত্তুল্য হইতে পারে না যে হেতুক কলিকালেতে তাদৃশ উপদেষ্টা নাই এবং সত্য যুগজাত পুরুষ সকলের ব্যাপারের দৃষ্টান্ত কলি সময় সম্ভূত পুরুষ দিগের ক্রিয়াতে সঙ্গত হয় না। তাহার কারণ এই কলি কাল জাত মনুষ্যদের তাদৃশ বুদ্ধি নাই এবং শরীরে তাদৃশ বল নাই ও সংপ্রতি তদ্রূপ সত্ত্ব গুণ নাই অতএব সময়কৃত বিশেষ কি হয় না অর্থাৎ সত্যাদি যুগেতে উৎপন্ন লোক হইতে কলিকাল জাত মনুষ্যদের অবশ্যই ন্যূনতা আছে তন্নিমিত্তে নিবেদন করি যে কলিকাল সম্ভূত পুরুষ দিগের কথার দ্বারা তুমি আমাকে বীরাদি পুরুষের পরিচয় দেও। ঋষি

কহিলেন প্রাচীন পণ্ডিতেরা সত্য এবং ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের রাজ বংশের বর্ণনা করিয়াছেন সম্প্রতি আমি কলিকাল জাত রাজ সন্তানদের বর্ণনা করিতেছি। প্রথমতো দান বীরের প্রসঙ্গ প্রস্তাব করি।

দানবীর কথা।

দানবীরের নাম স্মরণে এবং নামোচ্চারণেও যত্ন পূর্ব্বক নাম শ্রবণে সর্ব্বত্র মঙ্গল হয় তাহার উদাহরণ এই। উজ্জয়িনী নামে রাজধানী তাহাতে বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজা ছিলেন তিনি এক সময়ে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া কোন বৈতালিক কর্ত্তৃক পঠ্যমান এক শ্লোক শ্রবণ করিলেন তাহার অর্থ এই। সন্তুষ্ট চিত্ত ব্রাহ্মণ সমূহ এবং প্রফুল্ল চিত্ত বন্দিগণ আর অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত দাসবর্গ ও স্ববশীভূত চতুর্দ্দিগস্থ মহীপাল সকল এবং ধন প্রাপ্ত পণ্ডিতবর্গ আর উত্তম ভট্টগণ এই সকল মনুষ্য কর্ত্তৃক স্তূয়মান যে দানবীর রাজা বড়াহ তিনি জয়যুক্ত হউন। তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য শ্লোকোচ্চারণ কারি বৈতালিককে কহিলেন হে বৈতালিক তুমি কি অহঙ্কারেতে আমার সাক্ষাতে তোমার বড়াহ রাজার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছ। বৈতালিক কহিল রাজন্ আমি বৈতালিক আমার এই ধর্ম্ম যে বীরদিগের যশো বর্ণনা করি তাহা শ্রবণ করুণ বৈতালিক শূর সকলকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করায় ও প্রমত্ত ব্যক্তিদিগকে সদুপদেশ করে এবং কাপুরুষ সকলকে কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করে আর ভূপালদের সাক্ষাতে তদ্বিপক্ষের প্রশংসা করে ইহাতে যদি বৈতালিকের প্রাণ ত্যাগ হয় সেও উত্তম তথাপি বৈতালিক ক্ষুদ্রতা প্রাপ্ত হয় না অতএব বীর সকল আমাকে ধনদ্বারা সন্তুষ্ট করেন আমিও তাহা দিগের অঙ্কুরিত যশকে পল্লবযুক্ত

করি অর্থাৎ অল্প কীর্ত্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করি। মহারাজ যদি ইহা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হয়েন তবে তদধিক কিম্বা তত্তুল্য পুরুষার্থ প্রকাশ করুন নতুবা কোপযুক্ত হউন। রাজা বিক্রমাদিত্য কহিলেন রাজা বড়াহের কি পৌরুষ। বৈতালিক কহিতেছে মহারাজ রাজার দ্বারে প্রতি রাত্রিতে এক সুবর্ণ গৃহ নির্ম্মিত হয় রাজা প্রত্যহ সেই গৃহ ছেদন করিয়া ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতবর্গ ও দরিদ্র সকলকে বিতরণ করেন। সেই দানেতে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র রাজার কীর্ত্তি গান করেন। রাজা বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে বৈতালিক ইহা তথ্য বটে। বৈতালিক কহিল হে মহারাজ কে মিথ্যা কহে যদি তুমি প্রত্যয় না কর তবে আপন চর দ্বারা নিরূপণ কর। রাজা কহিলেন হে বৈতালিক যে পর্য্যন্ত আমি এই কথা নিরূপণ না করিব তাবৎ তুমি এই নগরে থাক যদি এই সংবাদ তথ্য হয় তবে আমি তোমাকে বহু রত্ন দিয়া সম্মানিত করিব। ইহা কহিয়া বৈতালিককে বাহিরে বিদায় করিয়া রাজা অন্তঃপুর মধ্যে গিয়া নির্জ্জনে চিন্তা করিলেন। অহো বড়াহ রাজার বড় আশ্চর্য্য অথবা বিধাতার ব্যাপারই অসম্ভব যে হউক সেখানে গিয়া কৌতুক দেখিব এই পরামর্শ করিয়া মন্ত্রিকে রাজ্য ভার সমর্পণ করিয়া অগ্নি এবং কোকিল নামে দুই বেতালকে ডাকিয়া তাহাদের স্কন্ধারোহণ করিয়া বড়াহ রাজার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন সেখানে গিয়া এবং উত্তম বীরবেশ ধারণ করিয়া ঐ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন করিলেন। রাজন্ রণে অনুপম সাহসযুক্ত যে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজা তাহার দ্বারী আমি তোমার কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া তোমাকে সেবা করিতে আসিয়াছি ইহা কহিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন। রাজা বড়াহ কহিলেন হে দ্বারী তুমি

প্রধান রাজার দ্বারপাল সম্প্রতি আমার দ্বারে অবস্থিতি কর। তদবধি বিক্রমাদিত্য সেই দ্বারে থাকিয়া উৎপন্ন সুবর্ণ মন্দির এবং স্বর্ণ দান রূপ মহাশ্চর্য্য দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন যে কি রূপে রাজার এই কনক মন্দির হয় আমার এতদ্রূপ হয় না সে যে হউক পুরুষসাধ্য ব্যাপারে মনুষ্য ঔদাস্য করিবে না অতএব ইহার কারণ নিরূপণ করা উপযুক্ত। তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য তাহার কারণ বোধের নিমিত্তে এক রাত্রিতে মহানিশা সময়ে সকল গৃহস্থ এবং রাজ পুরস্থ লোকেরা নিদ্রিত হইলে একাকী অট্টালিকা হইতে বহির্গামি বড়াহ রাজাকে দেখিয়া আপনি লুক্কায়িত হইয়া বড়াহ রাজার পশ্চাৎ গমন করিলেন। রাজা বড়াহ নদী তীরে নর্ত্তক বেতালের পাদাস্ফালন যুক্ত এবং ভয়ঙ্কর ডাকিনীর ডমরুধ্বনি সহিত ও সহস্র সহস্র শিবার ঘোর রাবসংযুক্ত এবং রাক্ষসীর ক্রীড়াসক্ত আর নর কপাল সহিত এবং কৃষ্ণ চিতাঙ্গার করণক বিচিত্রিত মহা ভয়ানক শ্মশান স্থান প্রাপ্ত হইলেন। সেই স্থলে নদীতে স্নান করিয়া ভৈরব কর্ত্তৃক মনুষ্য চর্ম্ম নির্ম্মিত রজ্জু করণক বদ্ধ হইয়া জ্বলদগ্নিতে সন্তপ্ত তৈল পূরিত কটাহে নিঃক্ষিপ্ত হইলেন। অনন্তর প্রচুর দুঃখানুভব করিয়া অতিশয় ক্লেশেতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন॥

ভগবতী চামুণ্ডা দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া মৃতশরীরের মাংস ভোজন করিলেন মাংস ভোজনে সন্তুষ্টা হইয়া দেবী রাজার অস্থি সকল অমৃতাভিষিক্ত করিয়া রাজাকে পুনর্জীবিত করিলেন রাজা গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক এই বর প্রার্থনা করিলেন যে হে দেবি দান করিবার নিমিত্তে সৃষ্ট করিয়াছ যে পুরুষকে তাহার যাচক ব্যক্তির মনস্কামনা সম্পূর্ণ করিতে যে অক্ষ

মতা সে মরণ হইতেও অতিরিক্ত দুঃখ। তন্নিমিত্তে আপনার মরণ স্বীকার করিয়া অর্থিরদিগের বাঞ্ছা পূরণে ইচ্ছা করিয়া নিজ মাংসেতে তোমাকে অর্চ্চনা করিলাম হে দেবি আমার মনোরথ সিদ্ধ করহ। দেবী আজ্ঞা করিলেন হে বড়াহ প্রভাত সময়ে তোমার দ্বারে স্বর্ণাগার হইবে। বড়াহ রাজা দেবীর বর প্রাপ্ত হইলে চরিতার্থ হইয়া নিজালয়ে আগমন করিলেন। বিক্রমাদিত্য রাজা এই সকল ব্যাপার দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে বৈতালিক যাহা কহিয়াছে সে সত্য বটে বড়াহ রাজাই দানবীর আপনার প্রাণের পরিবর্ত্তে ধনোপার্জ্জন করিয়া বিতরণ করেন। কিন্তু দেবী স্বভাবতো দয়াশীলা তবে কেন একবার প্রাণ ত্যাগ জন্য সাহসে রাজাকে চরিতার্থ না করেন। সে যাহা হউক আগামি রজনীতে যাহা উপযুক্ত হয় তাহাই করিব। ইহা নিশ্চয় করিয়া রাজদ্বারেগিয়া স্বাধিকার ব্যাপার করিতে লাগিলেন। পর নিশাতে মন্ত্রি সামন্ত ভৃত্য পরিবৃত বড়াহ রাজা যখন নির্জ্জন অপেক্ষা করিতেছেন তখন নগরস্থ লোক ও সুপ্ত হইল। বিক্রমাদিত্য একাকী সেই শ্মশানে গিয়া ঐ নদীতে স্নান করিয়া তৈলপূর্ণ কটাহে ঝম্প দিলেন পরে আর্দ্র মাংস সংযোগে তপ্ত তৈলের কটকটা শব্দে চামুণ্ডা দেবী সেই স্থানে আগমন করিয়া তাহার মাংস ভোজন করিয়া ঐ অস্থি অমৃতাভিষিক্ত করিয়া বিক্রমাদিত্যকে সজীব করিলেন। এবং বড়াহ রাজজ্ঞানে যখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক বরদানেচ্ছা করিলেন তখন বিক্রমাদিত্য রাজা পুনর্ব্বার ঐ কটাহে ঝম্প দিলেন দেবীও পুনশ্চ তাঁহার মাংস ভক্ষণ করিয়া পুনর্জীবিত করিলেন। রাজা পুনঃ২ তৈল কটাহে ঝম্প দেন দেবীও বারম্বার তদামিষ ভোজন করিয়া ও জীবন দান করিয়া এই ব্যক্তি

সাত্ত্বিক স্বভাব রাজা বিক্রমাদিত্য ইহা জানিলেন। পরে দেবী আজ্ঞা করিলেন হে বিক্রমাদিত্য আমি তোমার প্রতি অনুকূলা হইলাম তোমার অষ্টসিদ্ধি আছে তবে কি নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত সাহস করিতেছ আমি তোমার কিম্বা বড়াহ রাজার মাংস ভোজনেতে তুষ্টা হই এমতনহে। কিন্তু পুরুষের সাহস পরীক্ষার্থে কৃত্রিম ক্ষুধার পুষ্টি দর্শন করাই। সম্প্রতি তোমার সাহসে সন্তুষ্টা হইলাম তুমি বর প্রার্থনা কর। তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য দেবীকে প্রণাম করিয়া বর প্রার্থনা বাসনাতে এই নিবেদন করিলেন যে হে ভগবতি তুমি ভক্তবৎসলা এবং বড়াহের প্রতি অনুকূলা এবং আমি ও তোমার যৎকিঞ্চিৎ আরাধনা করিলাম। ইহাতে আমি বর প্রার্থনা করি যে মরণ সাহস ব্যতিরেকে বড়াহ রাজার দ্বারে প্রত্যহ কনক মন্দির উৎপন্ন করুন। দেবী ইহা শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন যে তাহাই হউক। রাজা বিক্রমাদিত্য দেবী প্রসাদ বর প্রাপ্ত হইয়া তৈল কটাহ দূরে ফেলিয়া নিজ নগরে প্রস্থান করিলেন এবং সত্যবাদী বৈতালিককে আহ্বান করিয়া নানা রত্ন ও অশ্ব এবং বসন আর হস্তী এই সকল সামগ্রী দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। সেখানে বড়াহ রাজা নগরস্থ লোক সুপ্ত হইলে শ্মশান স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই স্থানে কিছুই দেখিতে পাইলেন না এবং সেই সময় এই দৈববাণী শ্রবণ করিলেন যে হে বড়াহ রাজা বিক্রমাদিত্য তোমার দুঃখ দূর করিয়াছে। বড়াহ রাজা এই অমোঘ বাক্য শুনিয়া চিন্তিত হইলেন যে প্রভাতে যাচক দিগকে কি দান করিব এতদ্রূপ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া নিজালয়ে পুনরাগমন করিয়া উত্তম খট্টাতে শয়ন করিয়াও নিদ্রিত হইতে পারিলেন না। তন্দ্রাবৃত হইয়া রাত্রিযাপন করিয়া দ্বারী কর্ত্তৃক প্রবো

খিত হইয়া বহির্দ্বারে পূর্ব্বমত হেমমন্দির দেখিয়া এই অনুভব করিলেন যে রাজা বিক্রমাদিত্যের অনুগ্রহে আমার মরণ যন্ত্রণা ব্যতিরেক কার্য্য সিদ্ধি হইল। পরে সেই বৈতালিক বড়াহ রাজার সভায় কহিল যে সিংহের ন্যায় পরাক্রম বিশিষ্ট রাজা বিক্রমাদিত্য ইনি কল্প বৃক্ষের ন্যায় দানবীর। ইতি দানবীর কথা সমাপ্তা।

অথ দয়াবীর কথা ॥

দয়ালু যে পুরুষ তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সকল জীবের উপকারক তাহারনাম কীর্ত্তনকরিলে সর্ব্বত্র মঙ্গল হয়। তাহারবিবরণ এই কালিন্দী নদী তীরে যোগিনী পুর নামে এক নগর তাহাতে অলাবুদ্দীন নামে এক যবন রাজ ছিল সে এক সময় কোন কারণে মহিমাসাহ নামে আপন সেনাপতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইল। মহিমাসাহ কুপিত প্রভুকে প্রাণ গ্রাহক জানিয়া এই চিন্তা করিল যে সক্রোধ নরপতিতে বিশ্বাস কর্ত্তব্য নহে। ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন রাজা এবং সূচক ও সর্প ইহারা কখন বিশ্বাস যোগ্য হয় না যে হেতুক সম্মুখ দর্শন করাইয়া নষ্ট করে তাহা পূর্ব্বে অনুভব করা যায় না অতএব যাবৎ আমি বদ্ধ না হই তাহার মধ্যেই কোনো স্থানে গিয়া আত্ম প্রাণ রক্ষা করি এই বিবেচনা করিয়া নিজ পরিবারের সহিত পলায়ন করিল এবং পলায়ন করত এই বিবেচনা করিল যে আমার পরিজনের দূরগমন সাধ্য হইবে না এবং পরিজনত্যাগ করিয়া পলায়ন করা অকর্ত্তব্য। তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে লোক নিজ কুল ত্যাগ করিয়া আত্ম প্রাণ রক্ষার্থে অতি দূরে পলায়ন করে সে স্বজনত্যাগী পরলোক গত প্রায় হয় তাহার জীবনেই বা কি প্রয়োজন। অতএব এই স্থানে হম্বীরদেব নামক রাজা

দয়াবীর আছেন তাহার আশ্রয়ে থাকি এই পরামর্শ করিয়া যবন সেনাপতি রাজা হম্বীরদেবের নিকটে গিয়া নিবেদন করিল হে মহারাজ বিনাপরাধে আমাকে নষ্ট করিতে উদ্যত যে প্রভু তাহার ত্রাসেতে আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম যদি আমাকে রক্ষা করিতে পার তবে আশ্বাস দান কর নতুবা এখান হইতে অন্যত্র গমন করি। রাজা হম্বীরদেব ইহা শুনিয়া কহিলেন রে যবন তুমি আমার শরণাগত আমি জীবদ্দশায় থাকিতে তোমাকে যমও পরাভব করিতে পারিবেন না যবন রাজ কোন তুচ্ছ হইবে অতএব নির্ভয়ে অবস্থিতি কর। মহিমাসাহ রাজার অভয় বাক্যেতে রণস্তম্ভ নামক দুর্গেতে নিঃশঙ্ক হইয়া বাস করিতে লাগিল। তদনন্তর যবন রাজ মহিমাসাহ ঐ দুর্গেতে আছে ইহা জানিয়া ঐ হম্বীরদেব রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তী ও অশ্ব এবং পদাতিকদিগের পদাঘাতে পৃথিবীকে কম্পায়মানা করত এবং বাহন সমূহের কোলাহলেতে দিকস্থ লোক সকলকে বধির করত এক দিবসে তাবন্মার্গোল্লংঘন করিয়া হম্বীরদেব রাজার দুর্গদ্বারে আসিয়া প্রলয়কালের মেঘের বৃষ্টিরন্যায় বাণ বর্ষণ করিলেন। হম্বীরদেব রাজা গম্ভীর পরিখাযুক্ত চতুর্দ্দিক এবং নাগদন্ত সহিত প্রাচীর যুক্ত ও পতাকাতে শোভিত দ্বার সকল এই মত দুর্গ প্রস্তুত করিয়া শ্রবণা সহ্য এমত ধনুর্গুণের শব্দ পূর্ব্বক বাণ নিঃক্ষেপ দ্বারা গগণ মণ্ডল পর্য্যন্ত অন্ধকার করিলেন। প্রথম যুদ্ধের পর যবনরাজ রাজা হম্বীরদেবের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত হম্বীরদেবের নিকটে গিয়া কহিল রাজন্ শ্রীযুক্ত যবনেশ্বর তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছেন যে আমার অপ্রিয় কার্য্য কারক মহিমাসাহকে ছাড়িয়া দেও যদি না দেও তবে আগামি প্রভাতে তোমার দুর্গ চূর্ণ করিয়া মহিমাসাহের সহিত তোমাকে যমালয়ে প্রস্থান করাইব। রাজা হম্বীর

দেব ইহা শুনিয়া কহিলেন রে দূত আমি এ কথার উত্তর তোরে কি দিব তোর প্রভুকে খড়্গধারা দ্বারা ইহার উত্তর দিব কেবল বাক্যেতে উত্তর করিব না শুন আমার শরণাগত লোককে যমও শত্রুভাবে দর্শন করিতেপারেন না যবনরাজ কি করিতে পারিবে। অনন্তর তিরস্কৃত দূত নিকটাগত হইলে যবনাধিপতি উগ্র্যান্বিত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ করিল। পরে উভয় সৈন্যের সংগ্রামে কোন২ বীর সম্মুখ যুদ্ধ করিতেছে কেহ২ কেহ২ পলায়নকরিতেছে কেহ২ কেহ২বা নষ্ট হইতেছে কোন কোন যোদ্ধারা বৈরিসংহার করিতেছে এতদ্রূপে তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি দিন সংগ্রাম হইল। যবনরাজ অর্দ্ধাবশিষ্ট সৈন্য হইয়া এবং দুর্গ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া নিজ নগরে গমনোদ্যোগী হইলেন। সেই সময়ে রায়মল্ল এবংরায়পাল নামে হম্বীরদেব রাজার দুই দুষ্ট মন্ত্রী যবনেশ্বরের নিকটে গিয়া এক বাক্যে কহিল হে যবনাধীশ আপনি কোন স্থানে যাইবেন না আমাদের দুর্গে দুর্ভিক্ষোপস্থিতি হইয়াছে আমরা দুই জন দুর্গের তথ্য সংবাদ জানি কল্য কিম্বা পরশ্ব তোমার দুর্গ গ্রহণ যাহাতে হয় তাহা করিব। যবনরাজ ইহা শুনিয়া ঐ দুই মন্ত্রীকে পুরস্কার দিয়া দুর্গ দ্বার রোধ করিল। রাজা হম্বীরদেব অত্যন্ত বিপদ্ দেখিয়া আপনার সৈন্যগণকে কহিলেন অরে যাজদেশ সম্ভূত যোদ্ধা সকল আমি পরিমিত সৈন্য করণক প্রচুর সেনাযুক্ত যবনেশ্বরের সহিত কি রূপে যুদ্ধ করিব এবং যুদ্ধনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরও ইহা সম্মত নহে অতএব তোমরা দুর্গ হইতে দূরে যাও। যোদ্ধারা নিবেদন করিল হে মহারাজ তুমি করুণা প্রযুক্ত যবনানুরোধে যুদ্ধে আপনার মরণ স্বীকার করিতেছ আমরা তোমার জীবনানুগত সম্প্রতি এতাদৃশ উত্তম স্বামী যে তুমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া কোন কাপুরুষের পথে গমন করিব এঅকর্ত্তব্য যবনরাজ অতি

ক্ষুদ্র ইহাকে স্থানান্তরে পাঠাইব তাহাতেই আশ্রিতদিগের রক্ষা হইবে অতএব এই আরম্ভই রক্ষণীয়লোকের রক্ষার নিমিত্তে হউক পশ্চাৎ যবন সেনাপতি কহিল হে মহারাজ আমি বিদেশীয় এক সামান্য লোক আমার রক্ষার নিমিত্তে কেন স্ত্রী এবং পুত্র ও রাজ্য আর আত্ম প্রাণ নষ্ট করিবা আমাকে ত্যাগ কর। হম্বীরদেব রাজা কহিলেন হে মহিমাসাহ তুমি আমাকে এ কথা কহিও না নশ্বর যে ভৌতিক শরীর তাহাতে যদি চিরস্থায়ী যশঃ লভ্য হয় তবে কোন জন তাহা ত্যাগ করিতে বাসনা করে যদি তুমি আমার কথা মান্য কর তবে তোমাকে নির্ভয় স্থানে পাঠাইতে পারি। যবন সেনাপতি উত্তর করিল যে আপনি আমাকে এপ্রকার আজ্ঞা করিবেন না আমি সর্ব্বাগ্রে বিপক্ষের মস্তকে খড়্গ প্রহার করিব কিন্তু স্ত্রী লোকদিগকে দুর্গের বাহির করুন। স্ত্রী সকল প্রত্যুত্তর করিলেন আমাদের স্বামী শরণাগত লোকের রক্ষার নিমিত্তে স্বর্গ যাত্রা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন আমরা তাঁহা ব্যতিরেকে কি প্রকারে পৃথিবীতে থাকিব যেমন লতা সকল বৃক্ষ ব্যতিরেকে অবস্থিতি করেনা সেই রূপ স্ত্রী লোক পতি ব্যতিরেকে জীবদ্দশায় থাকিবে না সংসারের মধ্যে সাধ্বী স্ত্রী দিগের প্রাণ স্বামীর জীবনানুগত হয় তন্নিমিত্তে আমরা বীর পত্নীর উপযুক্ত কার্য্য যে অগ্নি প্রবেশ তাহাই করিব যে হেতুক হম্বীরদেব রাজার পরার্থে প্রাণ ত্যাগ স্বীকৃত হইয়াছে এবং বীরগণের সংগ্রাম অঙ্গীকৃত হইয়াছে তদ্রূপ যোষিদ্বর্গেরও অগ্নি প্রবেশ অভিমত হইয়াছে। অনন্তর প্রভাতে উপস্থিত যুদ্ধে রাজা হম্বীরদেব সন্নাহ যুক্ত হইয়া হস্তীতে আরোহণ করিয়া উত্তম যোদ্ধাগণের সহিত মিলিত হইয়া পরাক্রম করত দুর্গ হইতে বহির্গমন করিলেন। পরে খড়্গ প্রহারে বিপক্ষের সৈন্য এবং হস্তী ও অশ্ব সমূহকে নিপাত করিয়া এবং

পদাতিকদিগকে সংহার করিয়া সেনাগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কবন্ধ বর্গকে নৃত্য করাইলেন এবং রুধিরধারা প্রবাহে পৃথিবী ভূষিতা করিয়া এবং বাণেতে বিক্ষত শরীর হইয়া সম্মুখ যুদ্ধে হস্তী পৃষ্ঠ হইতে ভূমিতে পড়িলেন এবং শরীর ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ সূর্য্য মণ্ডলে লীন হইলেন। সেই কালে পণ্ডিতেরা কহিলেন যে উত্তম প্রসাদ ও অনুপম গুণ বশীভূত যুবতী স্ত্রী আর বহু সম্পত্তি সহিত রাজ্য ইহার এক বস্তুও কেহ ত্যাগ করিতে পারে না রাজা হম্বীরদেব এই সকল সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া শরণাগত লোকের রক্ষার নিমিত্তে রণে পতিত হইলেন। ইতি দয়াবীর কথা সমাপ্ত।

যুদ্ধবীর কথা ॥

যুদ্ধবীরের কথা শ্রবণ করিলে কাতর লোক বীরত্ব পায় এবং অলস যুক্ত লোক ক্রিয়াবান্ হয় ও সকল লোক জয়যুক্ত হয়। তাহার ইতিহাস ॥

মিথিলা নগরীতে কর্ণাট কুলোদ্ভব নান্যদেব নামক রাজার পুত্র মল্লদেব তিনি স্বভাবতঃ সিংহের ন্যায় পরাক্রম বিশিষ্ট ছিলেন কোন সময়ে এই বিবেচনা করিলেন যে আমি পিতৃশাসিত রাজ্যে তে ইন্দ্রের ন্যায় সুখ ভোগ করিতেছি ইহাতে আমার পৌরুষ নাই যে সকল লোক নিজোপার্জ্জন জীবী হন তাহারাই বীর। যে হেতুক বালক এবং স্ত্রী ও অযোগ্য লোক ইহারা পরভাগ্যোপ জীবী সিংহ এবং সৎপুরুষ ইহারা নিজোপার্জ্জন জীবী হন স্বকীয় বাহুবলেতে উপার্জ্জিত যে ধন তাহা ব্যতিরেকে পিতৃভক্তি প্রকাশ হয় না। প্রাচীনেরা সেইরূপ কহিয়াছেন অনেক পুত্রের যে জনক তিনি যে পুত্রের উপার্জ্জিত ধন ভোগকরেন এবং যশঃশ্রবণ করেন সেই পুত্রেতেই পিতা পুত্রবান্ হন। তন্নিমিত্তে আমি কোন স্থানে গিয়া নিজ ভুজসামর্থ্যে ধনোপার্জ্জন করি। রাজ পুত্র এই

পরামর্শ করিয়া কান্যকুব্জ নগরে গেলেন এবং উৎকৃষ্ট বীরবেশ ধারণ করিয়া রাজা জয়চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ইনি কাশী নগরীর রাজা ছিলেন তন্নিমিত্তে রাজার আর এক নাম কাশীশ্বর রাজা জয়চন্দ্র মল্লদেবকে সমাদর পূর্ব্বক আপনার সহচর করিলেন। মল্লদেব রাজার সেবা করত ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন। পরে এক সময়ে নিজ সম্মানের ন্যূনতা বুঝিয়া এই চিন্তা করিলেন যে ঈষদ্গুণ যুক্ত বস্তুতে যে ভূপালদের অনুগ্রহ হওয়া সে অত্যন্ত কঠিন এবং সম্যক্ গুণশালী বস্তু ও যদি অনায়াস লব্ধ হয় তবে তাহাতেও রাজার অনাদর হয় অন্য প্রকার আশাযুক্ত লোকের ধনই প্রাণ কামুক ব্যক্তির স্ত্রীই প্রাণ মানী ব্যক্তির মানই প্রাণ ইহা বিবেচনা করিয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন হে রাজন্ তোমার প্রভু ধর্ম্ম শুনিয়া এখানে আসিয়াছিলাম এখন অন্যত্র গমনেচ্ছা করি। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে কুমার তোমার কি চিন্তা এবং কি নিমিত্তেই বা তুমি অন্য স্থানে যাইতে চাহ সেই কারণ কহ। মল্লদেব কহিলেন মহারাজ আপনকার নিকটে আমার মর্য্যাদা ক্রমে ক্রমে শিথিল হইতেছে এই শঙ্কা প্রযুক্ত আমি অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করি। ভূপতি কহিলেন কি প্রকারে ইহা জানিলা। মল্লদেব নিবেদন করিলেন আমরা শূরত্ব প্রকাশ করিতে পারিলেই আমাদিগের প্রতি মহারাজের অনুগ্রহ হইতে পারে অতএব আমাদের প্রতি যে ভূপতির অনুগ্রহ হওয়া সে শৌর্য্য মূলক কেবল বাগ্যুদ্ধেতে শৌর্য্য প্রকাশ হইতে পারে না এবং আপনকার অধিকারে অস্ত্রযুদ্ধ ও দেখি না। নরপতি কহিতেছেন আমি সকল স্থানের করগ্রাহী রাজা এই কারণ কোন রাজা আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারে না এবং যুদ্ধে শত্রু হইতে ইচ্ছা করে না অতএব কাহার সহিত যুদ্ধ হইবে। মল্লদেব

কহিলেন ভূস্বামীর বিজয় জন্য যে সুখ সেই সুখই রাজ্য করণের ফল। যুদ্ধ ব্যতিরেকে কি প্রকারে জয় হইতে পারে। এবং জয় ব্যতিরেকেই বা কি প্রকারে তজ্জন্য সুখ লাভ হইতে পারে হে স্বামিন যদি আপনি আজ্ঞা দেন তবে আমি এখান হইতে অন্যত্র গমন করি আমি যে রাজার নিকটে যাইব তিনি আপনার প্রতিযোদ্ধা হইবেন। নরপতি কুপিত হইয়া কহিলেন হে কুমার মল্লদেব তুমি কি অহঙ্কারে এই প্রকার কহিতেছ তোমার যেখানে ইচ্ছা সেই খানে যাও আমিও সেই খানে যাইব। পরে মল্লদেব কহিল আমি এই গমন করিতেছি ইহা কহিয়া চিক্কোর রাজার অধিকারে উপস্থিত হইয়া রাজ সন্নিধানে নিযুক্ত হইলেন। রাজা কাশীশ্বর মল্লদেব এখান হইতে গিয়া চিক্কোর রাজার নিকটে আছে ইহা শুনিয়া সকল সৈন্যের সহিত চিক্কোর রাজার নগরীতে আগমন করিলেন। সেই সময়ে চিক্কোর রাজাকাশীশ্বরকে নিকটোপস্থিত জানিয়া অমাত্যবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিলেন যে রাজা কাশীশ্বর আমার প্রতিক্রুদ্ধ হইয়া এখানে আসিতেছেন সম্প্রতি কি কর্ত্তব্য হয়। মন্ত্রিরা কহিলেন যে সেনাসমূহেতে বেষ্টিত হইয়া রাজা কাশীশ্বর যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন। তুমি অল্প সৈন্যকরণক কি প্রকারে তাহার সহিত যুদ্ধ করিবা অতএব সংগ্রাম অকর্ত্তব্য এবং তিনি অতিশয় ধনবান্ তাহার সহিত যুদ্ধ করণের উপযুক্ত সম্পত্তিও তোমার নাই। অতএব এখন দুর্গাশ্রয়ে থাকা অকর্ত্তব্য পশ্চাৎ মল্লদেব চিক্কোর রাজাকে পলায়নোদ্যত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভূপাল তুমি কি পলায়ন করিবা কাশীশ্বর নরপতি তোমার নিমিত্তে আগমন করেন নাই এবং কখন আগমন করিবেন ও না আপনি যদি বিশ্বাস করেন তবে আমি তাহার আগমনের কারণ কহিতে পারি আপনি কিছু ভয় করিবেন না। চিক্কোর

রাজা কহিলেন কি কারণ তাহা কহ। মল্লদেব কহিতেছেন রাজা জয়চন্দ্র কেবল আমার উদ্দেশে আসিয়াছেন। অতএব আপনি পলায়ন করিবেন না। আমার সহিত তাহার যোদ্ধাগণের যেপ্রকার যুদ্ধ হইবে তাহাই দেখিবেন। রাজা চিক্কোর উত্তর করিলেন হে মল্লদেব সেই অপরিমিত সেনাযুক্ত রাজা কাশীশ্বরের সহিতএকাকী তোমার যে যুদ্ধএ নীতি বিরুদ্ধ কর্ম্ম। মল্লদেব কহিলেন রাজন্ শূর দিগের যে কর্ম্ম সে পরামর্শ অপেক্ষা করে না। রাজা চিক্কোর উত্তর করিলেন যে কার্য্য কখন দৃষ্টি গোচর হয় না এমত অসম্ভব কার্য্যকারক লোকের যে আরম্ভ সে অবশ্য বিপদ্‌গর্ভ হয়। মল্লদেব কহিলেন এই প্রকার বিষাদে কিছু ফল নাহি আমি যে কর্ম্ম করিব তাহার ফলআমি স্বয়ং ভোগ করিব। স্বীয়াপরাধে বিপদগ্রস্ত লোকের আপদ্বিষয়ে অন্য লোকের শোক করিতে হইবেক না। রাজা পুনশ্চ কহিলেন সংগ্রাম মাত্রে জয়ের সংশয় আছে তথাপি তুল্য বলেতেই সংগ্রাম উপযুক্ত হয়। প্রবলের সহিত যুদ্ধ করণ আর অগ্নিতে পতঙ্গের পতন এই দুই তুল্য জানিবা রাজ কুমার উত্তর করিলেন যে লোক যশঃ সঞ্চয়েচ্ছাতে যুদ্ধেতে আপনার মরণ স্বীকার করে তাহার আর কি অধিক ভয়স্থান আছে এবং প্রবল শত্রুতেই বা কি ভয় আছে। অন্য প্রকার যে পুরুষ কীর্ত্তি লাভে চ্ছাতে রণে মৃত্যু স্বীকার করে তাহার শত্রু প্রবল হইলেও তাহার স্বর্গদ্বার রোধ করিতে পারেনা এবং যে পুরুষেরা আপন প্রাণ বিয়োগ ভয়েতে সংগ্রাম হইতে পলায়ন করে তাহা দিগের মরণই উপযুক্ত নতুবা অতি ক্ষুদ্রতা প্রকাশ হয়। রাজা কহিলেন হে কুমার মল্লদেব তুমি একাকী অত্যন্ত সাহসী রাজা কাশীশ্বর অসংখ্য সেনা সহিত এবং মহাবীর তোমাদিগের দুই জনের যে যুদ্ধ কৌতুক আমরা তাহা শ্রবণেও সমর্থ হই না দর্শন কি অর্থাৎ

কোন প্রকারেই দর্শন করিতে পারি না। পরে মল্লদেব নিবেদন করিলেন যদি সমর দর্শন করা তোমার অনভিমত হইল তবে তুমি অন্য কোনস্থানে যাত্রা কর এবং শত্রুর অদৃশ্য স্থানে থাকিয়া সুখেতে বাস কর আমাকে এক হস্তী দিয়া শীঘ্র প্রস্থান কর আমি একাকী বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিব এবং তোমার নগর রক্ষা করিব। চিক্কোর রাজা মল্লদেবের বাক্যানুসারে কার্য্য করিয়া পলায়ন করিল। অনন্তর আগামি প্রভাতে রাজা কাশীশ্বর ভেরী নির্ঘোষদ্বারা নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া এবং ভগ্ন কূর্ম্মপৃষ্ঠাস্থি সম অশ্বখুর কোটির আঘাতে পৃথিবী কুট্টনা করিয়া সেই নগরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। মল্লদেব কাশীশ্বর রাজাকে নিকটোপস্থিত জানিয়া আপনি বর্ম্ম পরিধান করিয়া এবং গৃহীতাস্ত্র ও গজারূঢ় হইয়া রাজার সম্মুখে গিয়া তাহাকে দর্শন করিলেন। রাজা কাশীশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন হে গজারূঢ় তুমি কি অনুসন্ধানার্থী চিক্কোর রাজার দূত অথবা যুদ্ধার্থী মল্লদেব। মল্লদেব উত্তর করিলেন আমি অনুসন্ধানার্থী দূত নহি কিন্তু আমি তোমার প্রতিযোদ্ধা মল্লদেব। কাশীশ্বর রাজা উপহাস করিয়া কহিলেন ভাল তুমি আমার তুল্য যোদ্ধাই বট কিন্তু সম্প্রতি আমার নিকটে আইস। মল্লদেব কহিলেন রাজন্ তুমি কেন আমার নিকটে না আইস তুমি হয়ারূঢ় আমি গজারূঢ় তুমি অস্ত্র ধারণ কর আমিও অস্ত্রধারণ করি সম্প্রতি সম্যক্ প্রকারে প্রহার হউক বাক্য প্রয়োগে কি ফল। রাজা জয়চন্দ্র এইকথা শুনিয়া বিস্মিতহইয়া নিজ সেনা সকলকেকহিলেন হে বীর সকল তোমারা কেবল জীবনবিশিষ্ট মল্লদেবকে আনিয়া দেও। সেই সময় মল্লদেব কহিলেন হে দিক্‌পাল সকল

ও মুনিগণ এবং সিদ্ধগণ আর অমরবৃন্দ এবং খেচর সকল তোমারা সকলে সাক্ষী হইয়া কৌতুক দেখ হে রাক্ষস সকল তোমারা মনুষ্যমাংস ভোজন করিয়া তৃপ্ত হও আর শূরদিগের অনুরাগেতে উৎসুক যে অপ্সর সকল তাহারা শীঘ্র এখানে আসিয়া আমোদ করুন মল্লদেব রণস্থলে একাকী বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। ইহা কহিয়া সেই মল্লদেব আপনার চতুর্দ্দিক্ব্যাপক বিপক্ষবর্গকে নারাচাস্ত্রদ্বারা সংহার করিলেন। তখন রাজা কাশীশ্বর ভূমিতে পতিত নিজ সেনাগণকে দেখিয়া অবশিষ্ট সেনাগণকে কহিলেন যদি তোমরা আমার সেনা বিনাশকারী মল্লদেবকে নিবারণ করিতে না পার তবে শরবর্ষণদ্বারা তাহাকে ভূমিতে শয়ন করাও। তদনন্তর বীর সকল রাজাজ্ঞা পাইয়া ধনুর্গুণের ভীষণ শব্দ পূর্ব্বক এক কালে বাণবর্ষণেতে মল্লদেবকে অভিষেক করিলে মল্লদেব শরাহত হইয়া কুঞ্জর পৃষ্ঠ হইতে ভূমিতে পড়িলেন যে অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত তদ্দেশবাসী চিক্কোর রাজা পলায়ন করিলেন ষোড়শ বর্ষীয় কর্ণাট কুলোদ্ভব মল্লদেব সম্মুখ যুদ্ধে পতিত হইলেন পশ্চাৎ রাজা কাশীশ্বর নারাচাস্ত্র প্রহারে ছিন্ন ভিন্ন কলেবর মল্লদেবকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে কর্ণাট কুলের প্রতিষ্ঠার রাজাঙ্কুর স্বরূপ তুমি কি বাঁচিবা। মল্লদেব উত্তর করিলেন হে ভূপাল সে যে হউক আমাদিগের দুই জনের মধ্যে কে যুদ্ধজয় করিলেন। কাশীশ্বর নরপতি কহিলেক হে কুমার তুমি জয়ী হইলা। মল্লদেব নিবেদন করিলেন কি প্রকারে ইহা অবধারিত হইল। রাজা উত্তর করিলেন তুমি একাকী আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক যোদ্ধাকে নষ্ট করিয়াছ অতএব তুমিই বিজয়ী হইলা। মল্লদেব রাজার প্রশংসা বাক্যেতে হৃষ্টান্তঃকরণ

হইয়া পূর্ব্বকথার উত্তরকরিলেন মহারাজআমি বাচিব। পশ্চাৎ রাজা কাশীশ্বর মল্লদেবের শৌর্য্যেতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার শরীর হইতে বাণোদ্ধার করিয়া আপন গৃহে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাকে পুত্রবাৎসল্যেতে আশ্বাস করিয়া ও বাণ ক্ষত হইতে সুস্থ করিয়া আপনার প্রতিনিধি করিলেন। সেই সময় পণ্ডিতেরা কহিলেন মল্লদেবের বীরত্ব এবং রাজা জয়চন্দ্রের বিবেচনা এ প্রকার অতীত কালে হয় নাই এবং ভবিষ্যৎ কালে হইবে ও না॥ ইতি যুদ্ধবীর কথা সমাপ্তা॥

অথ সত্যবীর কথা।

কলিকালে লোক সকল কামাদিতে মগ্ন হইয়া মিথ্যাবাদী হই বেক কিন্তু সত্যবীরের কথা শ্রবণ করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবেক॥

পূর্ব্বকালে হস্তিনা নগরে মহামল্ল নামে এক যবন রাজ ছিলেন তিনি সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূমণ্ডল শাসন করিয়া রাজ্য করেন। মহা মল্লের ঐশ্বর্য্যাসহন শীল কাফর রাজ সৈন্য সমূহেতে বেষ্টিত হইয়া মহামল্লের সহিত যুদ্ধ করিতে তাহার নিকটে গেলেন। যবনেশ্বর কাফররাজকে নিকটোপস্থিত জানিয়া বাহ্লীক দেশজ এবং অন্যদেশীয় লক্ষ লক্ষ অশ্বোত্তমেতে পরিবৃত হই য়া নগরোপান্তে গিয়া সমর স্বীকার করিলেন। তদনন্তর উভয় পক্ষের যুদ্ধে যবনরাজের যোদ্ধা সকল কাফররাজের বলবান বীরগণ কর্ত্তৃক তাড্যমান হইয়া রণভূমি হইতে পলায়ন করি ল। পশ্চাৎ যেমন সিংহ ভয়েতে হস্তী যূথ পলায়ন করে সেই প্রকার মরণ ভয়ে পলায়মান নিজ যোদ্ধাগণকে দেখিয়া যবনে শ্বর কহিতেছেন হে আমার যোদ্ধা সকল তোমাদেরমধ্যে রাজা কিম্বা রাজ পুত্র এমত কেহ নাই যে সম্প্রতি অরিভয়েতে ভগ্ন

আমার সেনাগণকে নিজবাহুবলে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে স্থির করিতে পারে। যবনস্বামীর এই বাক্য শুনিয়া কর্ণাটজাতি নরসিংহদেব নামা রাজ কুমার এবং চৌহানজাতি চাচিকদেব নামে এক রাজপুত্র এই দুই জন রাজাকে নিবেদন করিলেন হে স্বামিন্ নীচগামী সলিল প্রায় এবং শত্রুভয়ে পলায়মান যে তোমার সেনাগণ তাহা দিগকে সম্প্রতি কে নিবারণ করিতে পারে যদি আপনি একক্ষণ ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া এখানে পুনশ্চ আসিয়া দেখেন তবে আমরা তোমার শত্রুকে খড়্গ ধারের পরিচিত কিম্বা চিতাশায়ী করি। যবনাধিপতি কহিলেন তোমরাই সাধু তোমাদের দুই জন ব্যতিরেকে অন্য কোন্ পুরুষ এমত সাহস করিতে পারে। তাহার পর নরসিংহদেব সাহস স্ফুরিতবাহু হইয়া বজ্রপাতের ন্যায় কশাঘাতে অশ্বকে শীঘ্রগামী করিয়া এবং বিপক্ষবর্গের অলক্ষিত হইয়া কাফর রাজের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে নর সিংহদেব অতিশয় উদ্দীপ্ত শ্বেতচ্ছত্রের তলস্থিত কাফররাজের হৃদয়ে শস্ত্রাস্ত্রে প্রহার করিলেন। কাফররাজ সেই অস্ত্র প্রহারে প্রাণ ত্যাগ করিয়া ভূমিতে পড়িলেন। সেই কালে চাচিকদেব ভূতলে পতিত এবং ত্যক্ত জীবন সেই কাফররাজের মস্তক ছেদন করিয়া যবনেশ্বরের নিকটে আনিয়া দিলেন। যবনরাজ ছিন্ন মস্তক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ মস্তক কাহার। চাচিকদেব উত্তর করিলেন এ মস্তক কাফররাজের। যবনরাজ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন কোন বীর কাফররাজকে নষ্ট করিয়াছেন। চাচিকদেব উত্তর করিলেন হে রাজাধিরাজ অনুপম পরাক্রম এবং নরশ্রেষ্ঠ শ্রীনরসিংহদেব কাফররাজকে নষ্ট করিয়াছেন আমি তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিয়া কাফররাজের শিরশ্ছেদন

করিলাম। যবনস্বামী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন নরসিংহদে
ব কোথায় আছেন। চাচিকদেব কহিলেন হে ভূপাল কাফররা
জের সন্নিধিবর্ত্তী এবং স্বামী সংহার জন্য কোপে কম্পিত ক
লেবর এমত বীরগণ কর্ত্তৃক হন্যমান প্রায় নরসিংহদেবকে দে
খিয়াছি সম্প্রতি তিনি কোথায় গিয়াছেন এবং কোথায় আ
ছেন তাহা আমি জানি না। সেইক্ষণে যবনেশ্বর হত নায়ক
এবং পলায়মান শত্রু সেনা সকলকে দেখিয়া পরমাহ্লাদিত
হইলেন এবং পলায়িত বিপক্ষ সৈন্যের পশ্চাদ্গামী নিজ সেনা
গণকে কহিলেন হে আমার যোদ্ধাগণ তোমরা কেন শত্রু সেনা
গণকে নষ্ট করিতেছ সম্প্রতি আমার রাজ্য রক্ষাকর্ত্তা এবং
কাফররাজান্তক যে নরশ্রেষ্ঠ শ্রীনরসিংহদেব তাহাকে আনিয়া
দেও। পরে যবনরাজ অনুসন্ধান করিয়া অনেক নারাচাস্ত্র
প্রহারেতে ছিন্ন ভিন্ন শরীর এবং গলিত রুধিরের সহস্র সহস্র
ধারাতে স্ফুটিত কিংশুক পুষ্পের ন্যায় ও অতিশয় বেদনাতে
মূর্চ্ছিত নরসিংহদেবকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ঘোটকহইতে
নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে নরসিংহদেব তুমি বাচিবা।
নরসিংহদেব উত্তর করিলেন হে রাজাধিরাজ আমি যাহা করি
য়াছি আপনি তাহা অবগত হইয়াছেন। নরপতি প্রত্যুত্তর
করিলেন যে চাচিকদেব কহিলেন যে তুমি আমার যে শত্রু বি
নাশ করিয়াছ তাহাতেই আমি তোমার সমস্ত কার্য্য জানিয়া
ছি। নরসিংহদেব কহিলেন আমি যাহার হিতেচ্ছাতে অতি
শয় দুঃসাধ্য কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলাম যদি তিনি সে সকল
জ্ঞাত হইয়াছেন তাহাতেই আমার শ্রমরূপ বৃক্ষ ফলবান হইল
অতএব আমি দীর্ঘজীবী হইব। তদনন্তর যবনরাজ নরসিংহদে
বের শরীরে অতিশয় মগ্ন বাণ সকল উদ্ধার করিয়া এবং নানা

প্রকার ঔষধ সেবন ও পথ্য প্রয়োগেতে অল্প দিনের মধ্যে নর সিংহদেবকে অক্ষত শরীর করিলেন। পরে যবনরাজ সহস্র২ উত্তমাশ্ব ও লক্ষ২ স্বর্ণ আর ছত্র এবং চামর আর অনেক অর্থ দিয়া নরসিংহদেবের পুরস্কার করিলেন। প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া নরসিংহদেব যবন রাজকে নিবেদন করিলেন হে রাজাধিরাজ যুদ্ধ করা রাজ পুত্রদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম আমি কি অদ্ভুত কর্ম্ম করিলাম যে আমার এতাদৃশ সম্মান করিলেন সে যাহা হউক যদি আমার পুরস্কার বিহিত হইল তবে চাচিকদেবের সম্মান করুন তিনি সত্য প্রতিপালনের নিমিত্তে মহারাজের নিকটে শত্রুর মস্তক আনয়ন করিয়া ও আমার যশঃপ্রশংসা করিয়াছেন স্বকীয় পুরুষার্থ প্রকাশ করেন নাই ইনি মারণ চিহ্ন যে শত্রু মস্তক তাহা আনিয়া ও আমি বৈরি বিনাশ করিয়াছি ইহা কহেন নাই তন্নিমিত্তে প্রথমত চাচিকদেবের পুরস্কার কর্ত্তব্য। পরে চাচিকদেব কহিলেন হে রাজকুমার আমার নিমিত্তে এ প্রকার কর্ত্তব্য নহে আমি কেন তোমার শৌর্য্যের ফললইয়া পরের উচ্ছিষ্টভোগী হইব। তাহা শুনিয়া নরসিংহদেব কহিলেন হে সত্যবীর চাচিকদেব তুমি সাধু তোমার এই সত্যতা হেতুক বুঝিলাম যে তুমি পণ্ডিত এবং সতীপুত্র ও অতি প্রশংসনীয় মহাশয়। তদনন্তর যবনেশ্বর ঐ দুই রাজপুত্রের পরস্পরালাপে হৃষ্টচিত্ত হইয়া দুই রাজকুমারের তুল্য পুরস্কার করিলেন॥ ইতি সত্যবীর কথা সমাপ্তা।

অথ প্রত্যুদাহরণ কথা।

মূল বিষয়ের যে প্রয়োগ তাহার নাম উদাহরণ সেই মূলের বিপরীত বিষয়ে যে উদাহরণ তাহার নাম প্রত্যুদাহরণ।

এ স্থলে প্রত্যুদাহরণের অর্থ এই শৌর্য্য এবং বিবেক ও উৎসাহ এই গুণত্রয়যুক্ত বীরপুরুষদিগের লক্ষণের উদাহরণের পর ঐ শৌর্য্যাদি গুণত্রয়ের একৈক গুণ হীন চৌরাদি পুরুষের লক্ষণের উদাহরণ এই প্রত্যুদাহরণ।

ইহার বিশেষ কহা যাইতেছে। মনুষ্য বিবেকহীন হইলেই চোর হয় এবং শৌর্য্যহীন মনুষ্য কাতর হয় ও উৎসাহরহিত যে পুরুষ সে অবশ্য অলস হয়। ইহ দিগের মধ্যে প্রথমত চৌর কথা প্রসঙ্গ হইতেছে।

অথ চৌর কথা।

বিবেক সম্ভূত যে দয়া দানাদি তাহাতে রহিত যে পুরুষ তাহার যদি শৌর্য্য থাকে তবে সেই শৌর্য্য ঐ মনুষ্যের কুবৃত্তির কারণ হয়। তাহার দৃষ্টান্ত এই বিবেক রহিত যে বীর্য্যবান লোক সে অবশ্য পাপ কর্ম্ম করে যেমত সরীসৃপ নামে এক ব্যক্তি পুণ্য কর্ম্ম করণে সমর্থ হইয়াও চোর হইয়াছিল তাহার উদাহরণ। উজ্জয়নী নামক পুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজা ছিলেন তিনি এক দিন চৌর ব্যাপার দর্শনার্থে দরিদ্রের বেশ ধারণ করিয়া নিজ নগরের এক দেব মন্দির সান্নিধানে বসিয়া থাকিলেন পরে অন্ধকার যুক্ত মহানিশা সময়ে চারি জন চোর সেই স্থানে আসিয়া এই পরামর্শ করিল যে গৃহ হইতে আনীত অন্ন ভোজন করিয়া সবল হইয়া কোন ধনবানের গৃহ প্রবেশ করিব। সেই সময় রাজা বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে মহাশয়েরা কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্টান্ন আমারে দিবা। চোরেরা সতর্ক হইয়া বলিতেছে তুই কে। রাজা কহিলেন আমি দরিদ্র ক্ষুধা ব্যাকুল হইয়া গমনাসামর্থ্য প্রযুক্ত পড়িয়া রহিয়াছি। পরে ঐ তস্করেরা এক মন্ত্র পাঠ করিল তাহার অর্থ এই নগর ও পথ

মনুষ্য আর দ্রব্য দিবসে যে প্রকার দৃষ্ট হইয়াছে রাত্রিতেও সেই সকল বস্তু এবং মনুষ্য তদ্রূপ দৃশ্য হউক পশ্চাৎ কহিল ওরে দীন তুই কি কারণ এখানে রহিয়াছিস্। রাজা উত্তর করিলেন হে মহাশয়েরা দেব সন্দর্শনার্থ অভ্যাগত লোকের উদ্দেশে ভিক্ষার নিমিত্তে আমি এখানে আসিয়াছিলাম ভিক্ষা না পাইয়া বড় ক্ষুধিত আছি এখন কোথায় যাইব। চোরেরা কহিল যদি তোরে উচ্ছিষ্টান্ন দিই তবে তুই আমাদিগের কি কার্য্য করিবি। রাজা কহিলেন বড় বড় ধনীদিগের গৃহদর্শন করাইব আর তোমরা যে দ্রব্য চুরি করিবা তাহার ভার বহন করিব। তস্করেরা কহিল তবে থাক্ এবং ভোজনাবশিষ্ট অন্ন গ্রহণ কর ইহা কহিয়া দরিদ্র বেশ ধারী রাজাকে কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্টান্ন দিল। তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য চৌর কর্ত্তৃক দীয়মান অন্ন বস্ত্র খণ্ডে রাখিয়া বেতাল দ্বারা অপহরণ করাইয়া কহিলেন আমি আজি তোমাদিগের অনুগ্রহেতে চরিতার্থ হইলাম। অনন্তর ঐ চোরগণের মধ্যে সরীসৃপ নামে এক চোর কহিতেছে হে সখা আমি সকল শাকুনিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি তাহাতে শৃগালেরা যাহা কহে তাহা বুঝিতে পারি। অন্য তস্করেরা জিজ্ঞাসা করিল তুমি বুঝিতে পার। সেই সময় এক শৃগালের শব্দ শুনিয়া সরীসৃপ উত্তর করিল হে মিত্র সকল শুন ঐ জম্বুক কহিতেছে যে তোমাদিগের মধ্যে চারি চোর এক রাজা আছেন। অপর চোরেরা কহিল আমরা চারি জন চির কালের পরিচিত পঞ্চম লোক এই দুঃখী ইহাকে দিবসে দেখিয়াছি এবং এই লোক সম্প্রতি আমাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিল তাহাও দেখিলাম অতএব কি প্রকারে এই ব্যক্তিকে রাজা শঙ্কা হইতে পারে সরীসৃপ পুনশ্চ কহিতেছে শৃগালের ভাষা মিথ্যা হয় না। পশ্চাৎ

সহচর তস্করেরা কহিল যে ভয় জনক বাক্যের বাধা প্রত্যক্ষ হইল তাহাতে কি শঙ্কা তাহার পর সকলে উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়া ঐ পাঁচ জন পুরপতি নামক এক ধনবানের গৃহে সিন্দ দিয়া প্রবেশ করিল এবং অনুসন্ধান করিয়া অনেক ধন চুরি করিয়া নগর বহির্দ্দেশে আসিয়া গর্ত্তে পুতিয়া রাখিল। পরে ঐ চারি তস্কর এক পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া কোন মদিরা শালায় প্রবেশ করিল। রাজা তাহা দেখিয়া নিজালয়ে আগমন করিলেন পরে সভা মধ্যে আসিয়া সভাগত লোক সকলকে বিদায় করিয়া এবং সিংহাসনে বসিয়া কোটালকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন ওরে পরের ভদ্রাভদ্র দর্শক তুই নগর রক্ষক হইয়া রাত্রি ব্যাপার কিছু জানিতে পারিস্ না এক্ষণে যাইয়া পিণ্ডিল নামক শুড়ির ঘরে মদ্যপান করিতেছে যে চোর সকল তাহাদিগকে শিকলেতে বন্ধ করিয়া আন কোটাল রাজাকে প্রণাম পূর্ব্বক সেখানে গিয়া চোরদিগকে শিকলে বাধিয়া রাজার নিকটে আনিল। নরপতি চোরগণকে দেখিয়া কহিলেন হে আমার সখে তস্করগণ তোমরা আমাকে চিনিতেপার। সরীসৃপ কহিল মহারাজ আমি সেই কালে তোমাকে চিনিয়াছিলাম কিন্তু এই সকল মিত্রেরা অতিদুষ্ট ইহারা শৃগালের ভাষা অতথ্য রূপে নিশ্চয় করিল আমি কি করিব মিত্র বাক্যে নির্ব্বোধ হইলাম। পণ্ডিতেরা সেই প্রকার কহিয়াছেন যে নীতিজ্ঞ লোক একাকী অভিলষিত কার্য্য করিয়া সুখী হয় কিন্তু অনেকের পরামর্শ অপেক্ষা করিলে তাহার বুদ্ধি স্বস্থানচ্যুত হয় আর যথার্থবেত্তা অথচ শূর এমত লোক কার্য্যোদ্যত হইয়া যদি অনেক লোকের বাক্য শুনে হে মহারাজ তবে সেই অনেক লোকের

বুদ্ধি রূপ কর্দ্দমে সে পতিত হইয়া নষ্ট হয়। পরে রাজা কহিতেছেন হে চোর সকল পরোপদেশ জনিত জ্ঞান রূপ যে স্বকীয় প্রমাদ তাহাই গণনা করিতেছে তোমাদের যে অজ্ঞান দোষজ ভ্রম ইহা বিবেচনা কর না। চোরেরা কহিতেছে মহারাজ আমারদের বুদ্ধি ভ্রম কি। নৃপতি কহিতেছেন তোমাদিগের বুদ্ধি ভ্রমই নিশ্চয় যে হেতুক তোমরা বীর বৃত্তিতে সমর্থ হইয়া চৌর্য্যব্যবসায় আশ্রয় করিয়াছ অন্যলোক সকল যে শৌর্য্য হেতুক পৃথিবী মণ্ডলেতে প্রধান হইতেছেন এবং ধনোপার্জ্জন করিয়া আনন্দ করিতেছেন ও পণ্ডিত সমূহেতে বেষ্টিত হইয়া পুণ্য ক্রিয়া এবং পবিত্র যশো লাভ করিতেছেন সেই যে সুখ্যাতি সম্পাদক মহত্তর শৌর্য্য তাহাতে তোমরা চৌর পথাবলম্বন করিয়াছ হা তোমাদের এই দুর্ম্মতি ত্যাগ হওয়া অতি কঠিন তখন চোর সকল কহিতেছে যে রাজাধিরাজ দুর্ম্মতিই চৌর্য্যের কারণ হইয়াছে। তাহা শুনিয়া ভূপতি কহিলেন যদি তোমরা দুর্ম্মতি স্বীকার করিতেছ তবে কেন ত্যাগ না করি। পরে চোর গণ কহিল হে নরপতি আমাদিগের দারিদ্র্য চৌর্য্য পরিত্যাগের প্রতিবন্ধক হইয়াছে যে হেতুক দরিদ্রতা লোককে পাপ কর্ম্মে নিযুক্ত করে এবং নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করায় ও চৌর্য্যাভ্যাস করায় আর শঠতা শিক্ষা করায় এবং নীচ লোকের উপাসনা করায় ও কৃপণ লোকের নিকটে যাচ্ঞা করায় দেখুন যে দারিদ্র্যদশা কোন কোন অবস্থা না করে। তাহা শুনিয়া রাজা কহিলেন হে তস্কর সকল যে কালে আমার সহিত তোমাদের সখ্য হইয়াছে সেই সময় তোমাদিগের দরিদ্রতাও গিয়াছে যে হেতুক তুল্যাবস্থাতে তুল্য ব্যক্তিতেই সখিভাব সম্ভব হয় দেখ আমি একক্ষণ তোমাদিগের সখ্যাশ্রয় করিয়া চুরি

করিয়াছি তোমরা আমার সহিত মিত্রতা করিয়া কি রাজ্য প্রাপ্ত হইবা না অর্থাৎ অবশ্য রাজ্য পাইবা তন্নিমিত্তে আমার সাক্ষাৎকারে দুষ্ট ক্রিয়া পরিত্যাগ স্বীকার কর। তখন চোর সকল কহিল কেন ত্যাগ না করিব। তাহা শুনিয়া ভূপতি বলিলেন সম্প্রতি তোমরা শিকলে বদ্ধ আছ অতএব আমার কথা স্বীকার করিবা কোন্ দুষ্ট লোক পরায়ত্ত হইয়া জিহ্বাগ্রে সস্তুত বাক্যেতে দুর্ম্মতি ত্যাগ এবং গুণগ্রহণ স্বীকার না করে ভাল যদি পুনর্ব্বার কুকর্ম্ম করহ তবে এই দশা প্রাপ্ত হইবা ইহা কহিয়া পুরপতির ধন পুরপতিকে দিয়া চোর সকলকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। এবং তাহাদের মধ্যে সরীসৃপ নামক চোরকে শাল্মলী পুরের রাজা করিয়া ইতর চোরদিগকে স্বর্ণ দানেতে অদরিদ্র করিয়া তাহাদের আপন আপন স্থানে পাঠাইলেন। তাহার কিঞ্চিৎ কালের পর রাজা বিক্রমাদিত্য এই চিন্তা করিলেন যে সরীসৃপ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ইদানীং কি ব্যবহার করিতেছে তাহা নিরূপণ করা উপযুক্ত যে হেতুক দুর্ব্বল লোকের গুরু ভার বহন ও মন্দাগ্নি পুরুষের গুরু দ্রব্য ভোজন এবং দুর্ব্বুদ্ধি লোকের রাজ্যলাভ ও গৌরব প্রাপ্তি এই সকল পরিণামে কোথায় সুখ জনক হয় অর্থাৎ শেষে সুখাবহ হয় না। অনন্তর নরপতি সুচেতন চারকে চোরের ব্যবহার নিরূপণ করিতে পাঠাইলেন। চার সেখানে গিয়া চোরের সকল বৃত্তান্ত জানিয়া রাজ সন্নিধানে পুনরাগমন করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে সুচেতন সংবাদ কহ। সুচেতন চার উত্তর করিল হে রাজাধিরাজ আমি আপনকার প্রিয় অথবা অপ্রিয় হই ইহা বিবেচনা করিব না কিন্তু তথ্য সংবাদ কহিব চোরের বিষয়ে মিথ্যা কথন অত্যনুচিত সে যে প্রকার তাহা কহিতেছি যেমত মনুষ্য কাণ চক্ষুতে

কোন দ্রব্য দেখিতে পায় না সেই প্রকার নরপতি অসত্যবক্তা চার দ্বারা কোন সমাচার জানিতে পারেন না সেই কারণ আমি যে প্রকার দেখিয়াছি সেইরূপ কহিব মহারাজ শ্রবণ করুন আপনি পরদ্রোহে নিপুণ এমত দুরাত্মাকে রাজ্যদান করিয়া অনেক লোকের বিপদ্ ঘটাইয়াছেন সেই চোর পূর্ব্বে দুর্ব্বৃত্ত ছিল সম্প্রতি মহারাজ তাহাকে সমর্থ করিয়াছেন অতএব দুর্ব্বৃত্ত লোক সমর্থ হইলে কি না করে অর্থাৎ সকল কুকর্ম্মই করে হে ভূপাল আপনি করুণার্দ্র চিত্ত এবং মহাশয় এই কারণ তাহার দুরবস্থাই খণ্ডন করিয়াছেন কিন্তু তাহার প্রকৃতি খণ্ডন করিতে পারেন নাই। রাজ্য রূপ বৃক্ষের যশ এবং পুণ্য ও সুখ এই তিন প্রকার ফল যে রাজা প্রাপ্ত না হইল তাহার রাজ্যেতে কি প্রয়োজন। সেই দুরাত্মা চোর সাধু লোকের দ্রব্য হরণ করিতেছে এবং মানী ব্যক্তির মান হানি করিতেছে ও আপন সুখেচ্ছার নিমিত্তে তাহার অকর্ত্তব্য কিছু নাহি সে পরস্ত্রী গমন করিতেছে এবং আপন পরমায়ু চিরস্থায়ী করিয়া জানিতেছে আর কালদূতই দর্শন করিতেছে কিন্তু যমের অস্ত্র দর্শন করিতেছে না এবং সে পাপ কর্ম্মে অবসন্ন নহে ও কুকর্ম্মেতে লজ্জিত নহে আর পরদ্রব্য হরণ করিয়াও তৃপ্ত হয় না যে হেতুক পাপাত্মার ঘৃণা নাই অর্থাৎ কুক্রিয়াতে কখন নিবৃত্তি নাই আর সেই চোর এই প্রকার কহিতেছে যে আমি চৌর্য্যের প্রসাদে রাজ্য প্রাপ্ত হইলাম অতএব সেই যে আত্মহিতকারিণী চৌর্য্যবৃত্তি তাহাকে আমি কি অপরাধে ত্যাগ করিব অতএব মহারাজ দুর্ব্বৃত্ত লোক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেও কুবৃত্তি ত্যাগ করে না তাহার দৃষ্টান্ত সেই চোর। বন্ধুযূথ সহিত ও শত২ রমণী সহিত দুরাত্মার যে রাজ্য সে তাহার ভদ্রাভদ্র বিবেচনা শূন্য হওয়াতে কেবল শাপজনক

হইয়াছে আর চোর ভমি শাসনকর্ত্তা হইলে শিবস্বপর্য্যন্ত গ্রহণ করে এবং বিপ্রবর্গকে অপূজ্যকরে এবং মুনি সকলকে অমান্য এবং স্বয়ংকৃত যে কর্ম্ম তাহা লোপ করে দুশ্চরিত্র লোকের অঙ্গীকারে স্থৈর্য্য কোথায় অর্থাৎ কোন কার্য্যে কখন অঙ্গীকারের স্থিরতা থাকে না। রাজা চার প্রমুখাৎ এই সকল সংবাদ শুনিয়া কহিলেন হে সুচেতন তোমার বাক্যেতে সেই দুরাত্মার সকল ব্যাপার অবগত হইয়া সন্দেহ রহিত হইলাম এবং আপনার অকীর্ত্তিই মান্য করিলাম। চার পুনশ্চ নিবেদন করিল হে নরেন্দ্র সকল লোক কেবল তোমার অযশ পাঠ করিতেছে কিন্তু সেই অযশ মহারাজের লজ্জারূপ পরন্তু চোর রাজের যশ স্বরূপ। যে হেতুক তাহার সহিত মহারাজের মিত্রতা প্রকাশ হইয়াছিল তন্নিমিত্তে এই অযশ প্রকাশ হইল। নীচ লোকের সম্বন্ধ না করিতে বাসনা করিলে প্রধান লোক ও নীচ প্রায় হন, যেমন চন্দ্র মৃগকে ক্রোড়ে করিয়া কলঙ্কী হইয়াছেন। রাজা উত্তর করিলেন হে সুচেতন তবে সম্প্রতি কি কর্ত্তব্য। চার পুনশ্চ নিবেদন করিল হে ভূপাল প্রধান লোকদিগের অযশ নিবারণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য অতএব যাহাতে অযশ নিবারণ হইতে পারে তাহাই শীঘ্র করুন তবে সেই অকীর্ত্তি লোকমুখে অবস্থিতি করিতে না পারিয়া স্বয়ং নিবৃত্তা হইবে তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য অন্যবেশ ধারণ করিয়া চোরের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া এবং চার কথিত বাক্য প্রত্যক্ষ করিয়া সেই চোরকে পদচ্যুত করণের পর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত করিয়া নস্ট করিলেন। সেই সময় কোন পণ্ডিত এক শ্লোক পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই অসাধুদ্বেষি ভূপাল কর্তৃক সাধুদ্বেষি চোর নষ্ট হইল এখন পুরী স্বচ্ছন্দ হউক এবং পণ্ডিতবর্গ গৌরব প্রাপ্ত হউন

ও বণিকেরা নিরুপদ্রব পথেতে স্বচ্ছন্দে গমন করুন এবং গৃহে গৃহে লোক সকল নির্ভয়েতে নিদ্রিত হউন আর ধর্ম্মোৎসুক পুরুষেরা জাগরণ করুন। ইতি চৌর কথা সমাপ্তা ॥

অথ ভীরুকথা ॥

শৌর্য্যহীন পুরুষকে কাতর কহা যায় সে যদি আত্ম প্রাণ বিষয়ে কাতর হয় তবে তাহাকে ভীরু বলা যায় আর ধন ব্যয়েতে কাতর যে পুরুষ সে কৃপণ রূপে খ্যাত হয় এই দুই কথার মধ্যে প্রথমে ভীরু কথা কহা যাইতেছে। ভীরু ব্যক্তির বিপদ্ না হওনের স্থানে আপদাশঙ্কা এবং স্বকীয় বলে অল্পজ্ঞান আর যে ভয়ঙ্কর নহে তাহাতে ভয়ঙ্কর বুদ্ধি সর্ব্বদা হয়। তাহার উদাহরণ এই ॥

গঙ্গার দক্ষিণ কূলে পারিভদ্র নামে এক রাজা ছিলেন তিনি পিতার উপার্জ্জিত রাজ্যে মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত প্রভু হইয়া রাজ্য করেন পশ্চাৎ নিকটবর্ত্তী রাজা সকল রাজা পারিভদ্রের ভীরুতা জানিয়া তাহার অধিকারের সীমাস্থান আক্রমণ করিলে অনন্তর যে যে স্থান বিপক্ষাক্রান্ত হইল রাজা পারিভদ্র সেই সকল স্থান ত্যাগ করিলেন। প্রবীণেরা কহিয়াছেন যে রাজা শান্ত প্রকৃতি হন এবং শৌর্য্য প্রকাশ করিতে অক্ষম হন ও বিনা যুদ্ধেতে সন্ধি করেন তিনি শত্রু কর্ত্তৃক পরাভূত হন। যে হেতুক রিপু ও খল ও ব্যাধি ইহারা স্বভাবত অপকারী কিন্তু ইহাদের প্রতিকার না করিলে সর্ব্বথা প্রবল হয়। মন্ত্রি সকল রাজার ভীরুতা ও শত্রুর পরাক্রম দেখিয়া রাজাকে কহিলেন হে রাজন্ তোমার সহিষ্ণুতাতে তোমার রাজ্য শত্রুরা অধিকার করিল অবশিষ্ট রাজ্য রক্ষার্থে শক্তি প্রকাশ কর। রাজা জিজ্ঞা

সা করিলেন কি শক্তি প্রকাশ কর্ত্তব্য। মন্ত্রিরা উত্তর করিলেন যুদ্ধেতে প্রভুশক্তি প্রকাশ কর্ত্তব্য। রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন সন্ধিই কর্ত্তব্য যদি সন্ধি না হয় পশ্চাদ্ যুদ্ধ কর্ত্তব্য। সচিবেরা কহিলেন যদি যুদ্ধ পশ্চাৎ কর্ত্তব্য হয় তবে সম্প্রতি কেন না করেন অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে কাল যাপন করা নিরর্থক। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন যুদ্ধ করিলে করী ও তুরগ এবং পদাতিক সকল নষ্ট হইবে। অমাত্যেরা কহিলেন যদি যুদ্ধ না করিবেন তবে সেনাতেই কি প্রয়োজন যুদ্ধ প্রয়োজক সৈন্য দিগের পতন যুদ্ধেতেই হয়। ভূপতি কহিলেন সংগ্রামে কেবল সৈন্যের বিনাশ হয় এমত নহে স্ববিনাশ শঙ্কাও হয় উভয় পক্ষের সৈন্য যুদ্ধারম্ভ করিলে যদি প্রথম বাণ আসিয়া আমার হৃদয়ে লাগে তবে তোমাদিগের স্বামিবাৎসল্যেতে আমার কি হইবে। নীতি শাস্ত্রে সেই প্রকার কথিত আছে যে বুদ্ধিমান লোক সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও সময় লঙ্ঘন করিবেন যিনি সময় লঙ্ঘন করিলেন তিনি কোন বিপদ লঙ্ঘন না করিলেন। মন্ত্রি সকল কহিলেন অপ্রতিকার্য্য যে বিপদ তাহাতে কালযাপন করা উপযুক্ত বটে যে কার্য্য সাধ্য হয় তাহা করিতে নীতিজ্ঞ লোক এক ক্ষণও বিলম্ব করেন না মহারাজ সম্প্রতি তুমি সমর্থ বট ইহাতে যদি বৈরিবর্গকে পরাভব না করিবা তবে রিপুগণ প্রশ্রয় পাইয়া তোমাকে পরাজয় করিবে। রাজা কহিলেন তবে কোন সমরপ্রিয় পুরুষকে যুদ্ধেতে আমার প্রতিনিধি কর। সচিবেরা কহিলেন অল্প বল যে শত্রু তাহাকে নষ্ট করিতে প্রতিনিধি কর্ত্তব্য তুল্য বল যে এই শত্রু ইহার যুদ্ধেতে স্বয়ং প্রবৃত্ত হও আরও কহি প্রধান লোকেরা পর সৌন্দর্য্য দ্বারা আত্মোৎকর্ষ ইচ্ছা করেন না এবং পর শক্তিকরণক রাজ্য করিতে বাসনা

করেন না ও পর বুদ্ধিতে শাস্ত্র জানিতে ইচ্ছা করেন না। রাজা কহিলেন হে মন্ত্রিগণ তোমরা কি কহিতেছ যুদ্ধেতে আমার মন উৎসাহযুক্ত হয় না তবে যদি তোমরা আমাকে নিতান্ত নষ্ট করিতে বাঞ্ছা কর তবে আমাকে সংগ্রামে পাঠাও। সচিবেরা রাজার এই সকল দুর্ব্বাক্য শুনিয়া সেখানে হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন যে পিতা বর্ত্তমান থাকিতে এই বালককে বিচক্ষণ এবং ক্ষমতাপন্ন ইহা দেখিয়াছি পিতৃবিয়োগে এখন ইহাকে অত্যন্ত ভীত দেখিতেছি অতএব কি প্রকারে ইহার রাজ্য থাকিবে যে হেতুক এই কুমার যাবৎ পরায়ত্ত ছিলেন তাবৎ ইহাকে উত্তম যোদ্ধার ন্যায় দেখা গিয়াছে কিন্তু প্রায় মনুষ্য সকল কর্তৃত্ব পাইয়া স্বভাব প্রকাশ করে এই বালক যখন পিতার নিকটে ছিলেন তখন কার্য্যে কুশল ছিলেন তখন মস্তকে ভার পড়িয়া ইহার ভীরুতাই স্পষ্ট হইতেছে পুরুষের ভীরুতা অত্যন্ত দোষ যে হেতুক ভীত পুরুষ যদি গিরিগহ্বরে লুক্কায়িত হয় এবং যদি সপ্তসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া কোটি২ সেনাতে বেষ্টিত হইয়া থাকে তথাপি তাহার ভয় দূর হয় না এই রাজার ভীরুতাতে ক্রমেং রাজ্য নষ্ট হইবে অতএব আমারদিগের কি কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা কর। উপযুক্ত এই অযোগ্য রাজা স্বীয় দোষেতে কেবল আপনি নষ্ট হইবে এমত নহে কিন্তু রাজার দোষেতে সকল প্রজা নষ্ট হইবে আমরা নিজ পরিবার ও ধনের সহিত এখানে আছি সম্প্রতি যদি নরপতিকে ত্যাগকরিয়া অন্যস্থানে যাই তবে আমাদিগের পাপ ও লজ্জা হইবে যদি ত্যাগ না করি তবে সকল নষ্ট হইবে অতএব অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হইল এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য।

সেই সময় কোন মন্ত্রি কহিলেন আমাদের সন্দেহ নির্ণয়যোগ্য জ্ঞান আছে এবং রাজা কি করেন তাহাও দেখা যাইবে বুঝি রাজা সন্ধিই করিবেন সম্প্রতি কিঞ্চিৎ কাল যাউক পশ্চাৎ বিবেচনা কর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা সেই প্রকার কহিয়াছেন যে আপদের মধ্যে এক ক্ষণ কিম্বা এক প্রহর ব্যবধান থাকে অর্থাৎ এক ক্ষণ কিম্বা এক প্রহরের পর হইবে যে আপদ তাহাকে কেহ ভয় করিবেন না কেননা ঈশ্বর এক ক্ষণের পর কি বিধান করিবেন তাহা কেহ পূর্ব্বে জানিতে পারেন না। অমাত্যগণ এই রূপ পরামর্শ করিয়া সকলে আপনং স্থানে গেলেন। অনন্তর শত্রুরা সেই পারিভদ্র রাজাকে জয় করিয়া ঐ নগরের মধ্যে রাখিল। রাজা পারিভদ্র শত্রু সৈন্যের ভেরীর শব্দ শুনিয়া মন্ত্রিদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে আমি বৈদ্যক শাস্ত্রের মত শুনিয়াছি যে ভেরীর শব্দ বড় অমঙ্গলজনক হয় ইহা তথ্য বটে। মন্ত্রিরা কহিলেন হে রাজন ভেরীর শব্দ কখনও অমঙ্গলজনক নহে কিন্তু তোমার অন্তঃকরণস্থ ভয় সকল অমঙ্গলজনক হইয়াছে। পশ্চাৎ ঐ রাজা শত্রুপক্ষের ভেরীর শব্দ শুনিবা মাত্র দূরে পলায়ন করেন ইহাতে সেই ভীত পারিভদ্র রাজার মহত্ত্ব লুক্কায়িত হইল এবং পৌরুষ দূরে গেল আর অবশিষ্ট পিতৃসঞ্চিত যে রাজ্য তাহাও শত্রু গ্রস্ত হইল। নীতিজ্ঞ লোকেরা কহিয়াছেন কোন লোক ভীরু পুরুষকে আশ্রয় করিবেনা এবং ভীরু পুরুষের লক্ষ্মীবর্দ্ধমানা হন না ও খল লোক ভীরু ব্যক্তিকে পরাজয় করে এবং রমণীগণ ভীরু পুরুষকে উপহাস করে অতএব বিধাতা সর্ব্বত্র শতং সন্দেহে ব্যাকুল ও সর্ব্বদা

শঙ্কাসমুদ্রে মগ্ন এমত ভীরু ব্যক্তির পুরুষত্ব দূর করিয়া কেন স্ত্রীত্ব বিধান করেন নাহি। ইতি ভীরু কথা সমাপ্তা।

অথ কৃপণ কথা।

কৃপণ লোক ধন দান করিতে পারে না এবং ভোগ করিতে পারে না এই কারণ সকল লোকের অস্মরণীয় হইয়া কোন লোকের প্রিয় হয় না অর্থাৎ সকলেরি যে অপ্রিয় হয় সেই কৃপণের বিবরণ কহা যাইতেছে ॥

মথুরা নগরীতে গূঢ়ধন নামা এক বণিক্ অত্যন্ত কৃপণ ছিল সে পিপ্পলীর বাণিজ্য করিয়া অতিশয় ধনবান হইল। এক সময় আসন্ন দুর্ভিক্ষ দেখিয়া এই চিন্তা করিল যদি এই দুর্ভিক্ষেতে স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারগণ আমার সকল অর্থ ভোজন করে তবে সেই ধনশোকেতে আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে সে অতিমন্দ যে হেতুক ধনবান পুরুষ যদি একাকী থাকে তবে সেই সম্পত্তিই তাহার পরম মিত্র হয় তদ্ভিন্ন যে সকল তাহারা অনাত্মীয় হন যে হেতুক সংসারের মধ্যে যত কুটুম্ব আছে সকলি ধনলুব্ধক অতএব নির্ধন হওয়া অনুচিত সম্প্রতি অন্যের অদৃশ্য স্থানে সকল ধন রাখি পশ্চাৎ অপ্রাপ্ত ধনের প্রাপ্তি চেষ্টা করিব এইবিবেচনা করিয়া তাহা করিল। পণ্ডিতেরা সেই মত কহিয়াছেন যে কৃপণ লোক ক্লেশ ও পাপাচরণ পূর্ব্বক ধন উপার্জ্জন করিয়া এবং অপত্যাদি স্নেহ অপমান করিয়া তদর্থে ধন ব্যয় করে না এবং আপনিও কিছু ভোগ করিতে পারে না। অনন্তর এক সময় দুর্ভিক্ষ আগত হইলে সেই কৃপণ পরিবারদিগকে অন্নাভাবে ম্রিয়মাণ দেখিয়া কাহাকেও কিছু দিল না। তাহার পরিজনেরা কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়া

কিছু ধন যাচ্ঞা করিলে সেই কৃপণ এক কবিতা পাঠ করিল তাহার অর্থ এই হে পরিবার সকল শুন কৃপণ লোকের ধনই প্রাণ যদি তোমরা সেই ধন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ তবে অপ্রাপ্ত ধনশোক যে আমার প্রাণ তাহা কেন গ্রহণ না কর অর্থাৎ আমার ধনগ্রহণ করাইতেই প্রাণ গ্রহণ সিদ্ধ হইবে কিন্তু কেবল প্রাণগ্রহণ করিলে সে প্রাণ ধনশোক পাইবে না অতএব ধন গ্রহণ হইতে আমার প্রাণগ্রহণ করা ভাল এই রূপে কেবল বাক্য ব্যয়েতে তাহার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি সকলে পঞ্চত্ব পাইল । আপনিও অনশনেতে প্রাণ সন্নাশে নিষ্ঠ হইয়া বিবেচনা করিল যে আমি যদি পুত্র কলত্রাদিকে স্বোপার্জ্জিত ধন দিলাম না তবে নিজ জীবন রক্ষার্থে কেন ধন ভোজন করিব এবং স্বজন হীন হইয়া জীবনে বা কি প্রয়োজন এই বিবেচনাতে আত্ম প্রাণ রক্ষার্থেও ধন ব্যয় করিল না কেবল উপবাসেতে দিন যাপন করিয়া অতি দুর্ব্বল হইল । সেই সময় ওনগরবাসি দয়ালু পুরুষেরা ঐ বণিক্‌কে অতি ক্ষীণ দেখিয়া কহিলেন যে ধনসত্ত্বে তোমার প্রাণ বিয়োগ হইবে এমত অনুভব হইতেছে তথাপি সে অর্থ ব্যয় করিতে পার না এমত ধনদ্বারা তুমি কি কার্য্য করিবা অতএব তোমার মরণই উচিত যে হেতুক কৃপণ লোক ধন উপার্জ্জন করিতে দুঃখ পায় এবং ধনক্ষতি হইলে শোক পায় এবং সেই অর্থের বিতরণ জন্য ও ভোগ জন্য যে সুখ তাহা প্রাপ্ত হয় না আর ব্যক্তি যে ধন উৎসাহ পূর্ব্বক দান করিতে পারে না এবং ইচ্ছাক্রমে ভোগ করিতে পারে না সে সঞ্চয় কর্ত্তার সেই ধন নষ্ট হইলে দুঃখের নিমিত্তে অথবা খেদের নিমিত্তে হয় । ইহা শুনিয়া সেই গূঢ়ধন কহিল হে নগর বাসি পুরুষেরা আমাকে কি কহিতেছ আমি অসুব্যয়েতেও বস

ব্যয় স্বীকার করি না অর্থাৎ প্রাণব্যয় করিতে পারি কিন্তু ধন ব্যয় করিতে পারি না। অনন্তর প্রাতিবাসি পুরুষেরা কহিলেন তবে তুমি পঞ্চত্ব পাইলে রাজা কিম্বা চোর তোমার ধনগ্রহণ করিবেন। বণিক্ কহিল অন্য২ বুদ্ধিহীন জনের ধন অন্য লোক গ্রহণ করিতে পারে আমি আপন ধন গলায় বাঁধিয়া মরিব ইহা কহিয়া ধনের পুঁটলী লইয়া মরণার্থে গঙ্গাতীরে গেল। সেখানে এক নাবিককে সম্বোধন করিয়া কহিল ও ভাই কৈবর্ত্ত আমি আপনার কঠিন প্রাণ ত্যাগের বাসনা করিয়াও ত্যাগ করিতে পারি না সম্প্রতি পরিজনের শোকেতে বড় ব্যাকুল হইয়াছি আমাকে জলে মগ্ন করিয়া নষ্ট কর আমি তোমাকে এক স্বুবর্ণ মুদ্রা দিব। ধীবর কহিল তোমার কথায় বিশ্বাস হয় না স্বর্ণ মুদ্রা আমাকে দেখাও। তদনন্তর বণিক কৈবর্ত্তকে স্বর্ণমুদ্রা দেখাইয়া এবং স্বয়ং পুনঃ২ দেখিয়া কহিল হে ভাই নাবিক আমি এই সকল স্বর্ণমুদ্রা বারম্বার অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অতি শুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি ইহা অন্য কাহাকেও দেওয়া যায় না তুমি পুণ্যার্থে আমাকে নষ্ট কর। নাবিক সেই সকল সুবর্ণ মুদ্রা দেখিয়া বলিল ভাল পুণ্যার্থেই তোমাকে নষ্ট করিব। ইহা কহিয়া ঐ গূঢ়ধন বণিককে জলে অত্যন্ত মগ্ন করিয়া মারিল এবং সেই সকল স্বর্ণমুদ্রা লইয়া চরিতার্থ হইল। পণ্ডিতেরা কহেন সকলের উপকার বহির্ম্মুখ এবং সকল ভোগেতে রহিত এমত যে কৃপণ হস্তগত ধন এবং সেই বিষয়ে যে অবিবেচনা সে কেবল ধন স্বামির হৃদয়ে খেদ জন্মায় এবং অমঙ্গল দায়ক হয় ও সকল যশ নষ্ট করে আর মানি জন্মায় ॥

ইতি কৃপণ কথা সমাপ্তা।

অথ অলস কথা ॥

সকল কার্য্যের উদ্বোগের যে হেতু সেই উৎসাহ তাহাকে জীবের ধর্ম্ম বিশেষ কহা যায় সেই উৎসাহহীন যে মনুষ্য সে অলস হয়। তাহার উদাহরণ এই ॥

মিথিলা নগরীতে বীরেশ্বর নামে এক রাজ মন্ত্রি থাকেন তিনি দানশীল এবং অত্যন্ত দয়ালু, সকল দুর্গত এবং অনাথ লোক দিগকে প্রতি দিন তাহাদের ইচ্ছানুরূপ আহার দান করেন কিন্তু ঐ সকলের মধ্যে অলস লোকদিগেরে অন্ন এবং বস্ত্র দান করেন। যে হেতুক অলস লোক জঠরাগ্নিতে ব্যাকুল হইয়াও আলস্য প্রযুক্ত কোন কর্ম্ম করিতে পারে না অতএব অলস লোক সকল দুর্গতের মধ্যে প্রধান রূপে গণিত হইয়াছে অথবা আলস্য পরম সুখ স্থান তদাশ্রিত রূপে খ্যাত যে হেতুক আলস্য নামাবলম্বি পুরুষের অক্ষমনন কোন বিষয়াকাঙ্ক্ষা করে না এবং সে স্বয়ং কোন অভিলষিত কার্য্যে শ্রমযুক্ত হয় না কেবল জঠরাগ্নি তাহার নিদ্রাজন্য সুখ নষ্ট করে আমি এই বিবেচনা করি পরে অনেক লোভী লোক অলসদের অভীষ্ট লাভ শুনিয়া সেখানে গিয়া অলসদিগের সহিত থাকিল যে হেতুক স্বজাতীয়ের সহবাস সকলের সুখকর হয় এবং স্বজাতীয়ের সুখ দেখিয়া কোন জীব সেখানে না যায়। পরে ধূর্ত্তেরা অলসদের সুখ দেখিয়া কৃত্রিম আলস্য প্রকাশকরিয়া সেখানে ভোজন দ্রব্য গ্রহণ করিতে লাগিল। পশ্চাৎ নিয়োগি পুরুষেরা অলসশালাতে অনেক দ্রব্য ব্যয় জানিয়া এই পরামর্শ করিল যে স্বামী অলসদিগকে অক্ষম জানিয়া খাদ্য দ্রব্য দেন কিন্তু অলস ভিন্ন অন্য অন্য লোকও কপট করিয়া দ্রব্য গ্রহণ করিতেছে সে আমাদের বুদ্ধিভ্রম প্রযুক্ত হয় অতএব কেবল

আমাদিগের দোষেতেই প্রভুর ধন নষ্ট হইতেছে ইহাতে আমারা প্রত্যবায়ী হইব। অতএব সকল অলসদের পরীক্ষা করি এই পরামর্শ করিয়া অলসেরা যে গৃহে শয়ন করিয়াছিল সেই গৃহে অগ্নি দিয়া নিকটে থাকিল তখন ঐ গৃহে শয়িত ধূর্ত্ত সকল গৃহেতে অতিশয় প্রজ্বলিতাগ্নি দেখিয়া ভয়েতে দূরে পলায়ন করিল। অল্পালস পুরুষেরাও পলায়ন করিল। প্রকৃত অলস চারি জন সেখানে শয়ন করিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল এবং তাহাদের মধ্যে এক জন বস্ত্রেতে আপনার মুখ ঢাকিয়া বলিতেছে ওহে ভাই কি নিমিত্তে এই কোলাহল হইতেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল আমি এই অনুভব করি যে এই গৃহে অগ্নি লাগিয়া থাকিবে। তখন তৃতীয় অলস কহিতেছে এখানে এমত ধার্ম্মিক লোক কেহ নাই যে আর্দ্র বস্ত্র কিম্বা আর্দ্র শয্যা করণক আমাদের শরীর আবৃত করে চতুর্থ অলস ইহা শুনিয়া কহিল ও বাচাল সকল তোমরা কত কথা কহিতে পার কি মৌনী হইয়া থাকিতেই পার না। পশ্চাৎ নিয়োগি পুরুষেরা সেই চারি অলস লোকের পরস্পরালাপ শুনিয়া এবং তাহাদিগের উপরে অগ্নিপতনের ভয়েতে সেই চারি অলস লোকদের কেশাকর্ষণ করিয়া শীঘ্র গৃহের বাহিরে আনিলেন। অনন্তর নিয়োগি পুরুষেরা এক শ্লোক পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই যেমন স্ত্রীলোকের স্বামী গতি এবং বালকদিগের জননী গতি সেই রূপ অলস লোকদিগের দয়ালু পুরুষই গতি তদ্ব্যতিরেকে অন্য গতি নাই। পরে সেই নিয়োগি পুরুষেরা অলসদিগকে পূর্ব্ব হইতে অধিক সামগ্রী দান করিতে লাগিলেন ॥

ইতি অলসকথা সমাপ্তা।

চোর প্রভৃতি অলস পর্য্যন্ত পুরুষদের কথা রূপ প্রত্যুদাহরণ কথা সমাপ্তা ॥

যে কারণের সত্তাতে যে কার্য্যের সত্ত্ব হয় অর্থাৎ যে কারণ থাকিলে যে কার্য্য সম্ভব হয় তাহার নাম অন্বয় । এই স্থলে শৌর্য্য এবং বিবেক ও উৎসাহ এই গুণত্রয় রূপ কারণ থাকলে মনুষ্যের বীরত্ব হয় অতএব অন্বয়েতে বীরদিগের উদাহরণ কহিয়াছি। এবং যে কারণের অভাবে যে কার্য্যাভব হয় তাহার নাম ব্যতিরেক। এক স্থলে ঐ শৌর্য্যাদি গুণত্রয়ের একৈক গুণ না থাকিলে মনষ্য বীর না হইয়া চৌরাদি হয় অতএব ব্যতিরেকে চৌরাদি পুরুষেরও প্রত্যুদাহরণ কহিলাম। সমুদায়েতে কথার অন্বয় ব্যতিরেক রূপ যে দুই দ্বার তদ্দ্বারা উদাহরণ ও প্রত্যুদাহরণ সকল কহিলাম। সকল প্রকরণেতে বিরাজমান এবং নারায়ণ সদৃশ শিব ভক্তিপারায়ণ শ্রীশিবসিংহ মহারাজের আজ্ঞাক্রমে শ্রীবিদ্যাপতিকবি কর্তৃক বিরচিত পুরুষ পরীক্ষা গ্রন্থে বীর পরিচায়ক প্রথম পরিচ্ছেদ।

তদনন্তর হড়কোল রাজা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনিবর বীরদিগের কথা শ্রবণ করিলাম সম্প্রতি সুবুদ্ধি লোকদের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। মুনি বলিলেন মহারাজ শুন হ যিনি অজ্ঞাত পরামর্শ জানিতে পারেন এবং অদৃষ্ট পথ দর্শন করিতে পারেন তিনি সুবুদ্ধি পুরুষ তাঁহার কথা শুনিলে মূর্খ লোক পণ্ডিত হয় বিশেষে যাহার বুদ্ধিঅতিসূক্ষ্মা ও যাঁহার মেধা প্রতিভার সহিত বর্ত্তমানা হয় আর যিনি দুর্বুদ্ধি ও অবুদ্ধি হইতে ভিন্ন তাহাকেই সুবুদ্ধি কহা যায় তিনি নানা প্রকারহন। তাহারদের মধ্যে প্রথম সপ্রতিভ কথা কহা যাইতেছে।

অথ সপ্রতিভ কথা।

উপস্থিত ব্যাপারে যাঁহার বুদ্ধি বিতর্ক সংযুক্তা হইয়া স্ফূর্ত্তিমতী হয় তাহাকে সপ্রতিভ কহা যায়। অথবা বুদ্ধির নূতন২ যে উন্মেষ তাহার নাম প্রতিভা সেই প্রতিভাযুক্ত যে পুরুষ তাহার নাম সপ্রতিভ তাহার ইতিহাস ॥

পূর্ব্বকালে পৃথু নামে এক রাজা ছিলেন তিনি এক সময়ে সুলোচনা নামে নিজ প্রেয়সীর সহিত মৃগয়ার কৌতুক দেখিতে রথারোহণ করিয়া ও চতুরঙ্গিণী সেনাতে বেষ্টিত হইয়া নগরের বাহিরে গেলেন পশ্চাৎ এক বনমধ্যে উপস্থিত হইলে সৈন্যেরা মৃগের অনুসন্ধান করিতে নানা দিকে গেল। রাজা রাণীর সহিত এক রথে অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করত সদ্যোজাত এবং বস্ত্র খণ্ডোপরি শায়িত এক সুন্দর শিশুকে দেখিয়া রাণীকে কহিলেন প্রিয়ে আশ্চর্য্য দেখ সিংহ ও ব্যাঘ্রেতে ব্যাপ্ত এই বন ইহার মধ্যে কি প্রকারে মনুষ্য শিশুর সঞ্চার হইল। রাজপত্নী কহিলেন এই বালক পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্টিপ্রিয় ইহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় করুণার্দ্র হইতেছে হে নাথ যদি তোমার আজ্ঞা হয় তবে এই বালকে লইয়া গৃহে গিয়া পুত্রস্নেহেতে প্রতিপালন করি। রাজা তাহা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন আঃপাপিয়সী তুমি ঘৃণারহিতা এবং অতি সাহসিকা কি নিমিত্তে অজ্ঞাত জননী জনক এবং চণ্ডাল শঙ্কাস্পদ এই যে বালক ইহাকে তুমি অকারণ কোলে করিবা। রাজ মহিষী কহিলেন হে রাজন পুরুষ কখন ও নিন্দনীয় হয় না দশা নিন্দনীয়া হয়। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে পুরুষ কখন ও নিন্দনীয় হন না দুর্দ্দশা নিন্দনীয়া হয় বরং পুত্রের গুণেতে জননী রত্নগর্ব্বা নামে খ্যাতা হন এবং কাহার ললাটে বিধাতার কি প্রকা

র লিখন আছে তাহাও জানিতে পারা যায় না আর প্রশংসিত কুলব্যতিরেকে সামান্য বংশজাত বালকের এ প্রকার সৌন্দর্য্য হয় না অতএব করুণাপ্রযুক্ত ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। অনন্তর রাজা মহিষীকে পুনঃ২ বারণ করিলেন তথাপি রাণী বালক গ্রহণোদ্যতা হইয়া ভূপাল কর্তৃক তিরস্কৃতা হইলেন ভূপালেরা স্বভাবত আজ্ঞাভঙ্গাসহিষ্ণু হন এবং রাজপত্নীরাও সৌভাগ্যমদ গর্ব্বিতা হন এই প্রযুক্ত পরস্পর কলহ করিয়া রাজা রাণীরপ্রতি অত্যন্ত ক্রোধ করিলেন এবং রাণীকে রথ হইতে অবরোহণ করাইয়া দিলেন। পরে রাজা সৈন্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে কেহ এই যে নীচানুরাগিনী দুর্ভগা স্ত্রী ইহার সহিত গমন করিবে আমি শত্রুর ন্যায় তাহার মস্তক ছেদন করিব। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন জ্ঞান নাশক যে কোপ সে পুরুষের কোন দুরবস্থা না করে অন্নব্যাঘাত এবং গৃহত্যাগ ও বলহানি আর সুহৃদ্ভেদ এই সকল অমঙ্গল করে। পশ্চাৎ রাজা সকল সেনার সহিত নিজ নগরে গেলেন। রাজপত্নী সেই নির্জ্জন বনমধ্যে অতিশয় ভীতাহইয়া এই চিন্তাকরিলেনযে নিষ্ঠুর পুরুষের পত্নীর পরিণামে এই রূপ দশাই হয় অথবা এ চিন্তা বৃথা আমি যে কর্ম্ম করিয়াছি সম্প্রতি তদনুসারে কার্য্য করি এই বিবেচনা করিয়া শয়নীয় বস্ত্রের সহিত বালককে ক্রোড়ে লইয়া এবং দগ্ধারণ্যের ভস্মেতে আপনার বস্ত্র মলিন করিয়া ও শরীর হইতে সমুদায় ভূষণ খুলিয়া লইয়া এক দিকে গমন করিলেন কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া হঠাৎ ব্রহ্মপুর নামে এক গ্রাম পাইলেন সেখানে দয়াবতী এক ব্রাহ্মণপত্নীকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন হে ভাগ্যবতি আমি দরিদ্রের স্ত্রী সপ

ত্রীর নিমিত্তে দুঃখিতা হইয়া তোমাকে আশ্রয় করিয়া জীবন
রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। ব্রাহ্মণী কহিলেন তুমি দরিদ্রের বধূ
নহ কোন রাজপত্নী বট যে হেতুক তোমার কর্ণদ্বয় কুণ্ডল
ত্যাগ করিয়াছে এবং বাহুদ্বয় রত্নাভরণ পরিত্যাগ করিয়াছে
ও হার ত্যাগের চিহ্নযুক্ত স্তনদ্বয় আর পাদযুগল নূপুরহীন
সম্প্রতি ভূষণ ত্যাগ করিয়াছে যে তোমার সর্ব্বাঙ্গ সে সৌন্দ
র্য্য দ্বারা এই নিবেদন করিতেছে যে তুমি অবশ্য কোন রাজ
পত্নী বট কিন্তু এখন আমার নিকটে তোমার অবস্থিতি করণে
কোন বাধা নাই। পরে ঐ স্ত্রী ব্রাহ্মণীর আশ্রয়ে থাকিয়া বাল
কের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং বিধান পূর্ব্বক ঐ
বালকের বিশাখ এই নাম রাখিলেন। বিশাখ রাজ্ঞীকর্ত্তৃক পা
লিত হইয়া কৌমার দশাপ্রাপ্ত হইলেন। পরে এক দিন রাণী
কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমার পিতার নাম কি। রাণী
উত্তর করিলেন আমি তাহা জানি না। বিশাখ শুনিয়া কহিলেন
তুমি আমার জননী যদি আপনি আমার পিতার নাম না জান
তবে আমি অমনক বিশাখ আর আমি অজ্ঞাতপিতৃক তবে
কি নিমিত্তে প্রাণ ধারণ যে হেতু পুত্র জন্মিলে পিতা আহ্লা
দিত হন আমি জন্মিয়াছি ইহাতে কে আহ্লাদিত হইতেছেন
এবং জীবিত পুত্র পিতার তর্পণ করে আমি জীবদ্দশায় থাকিয়া
কাহার তর্পণ করিব অতএব আমার জীবন অসার্থক এই রূপ
বিলাপ করত অতি কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে
লাগিলেন। রাজমহিষী সেই মনস্বি বালককে মরণোদ্যত দে
খিয়া পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল কহিলেন যে হে পুত্র এই সমুদায় বৃত্তা
ন্ত শুন এবং তোমার প্রতি স্নেহ করা এই যে অপরাধ তাহাতে
আমার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। বিশাখ সকল সংবাদ শুনিয়া

কহিল আপনি এই প্রকার দুর্দ্দশা স্বীকার করিয়াছেন তথাপি আমাকে ত্যাগ করেন নাই ইহাতে বুঝি যে আমিই তোমার দুর্দ্দশার কারণ এবং আমার প্রতি তোমার মহতী প্রত্যাশা আছে তন্নিমিত্তে পরিত্যাগ যোগ্য যে প্রাণ তাহা ত্যাগ করিব না কেবল তোমার আশা পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্তেই বাঁচন কহ তুমি কোথায় আমাকে পাইয়াছ যে হেতুক দেশ এবং কালের অনুসারে ও পূর্ব্বাপর জ্ঞানেতে জ্ঞাতব্য কার্য্য বিষয়ে পুরুষের বিবেচনা হইতে পারে তাহাতে কোন পুরুষ হইতে আমার জন্ম তাহা সেখানে গিয়া নিরূপণ করিব। পশ্চাৎ ঐ কুমার রাণীর সহিত গিয়া সকলারণ্য ভ্রমণ করিয়া এক সরোবর তীরস্থ সুখাসীন তপঃশীল নামা ঋষিকে দেখিয়া প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন হে মহাশয় আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন কে তুমি কি হেতু আসিয়াছ। পরে বিশাখ মুনিকে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া ঋষি কহিলেন যদি তোমার সেই সময়ে শয়নীয় বস্ত্র পাওয়া যায় তবে তোমার পিতাকে ও মাতাকে জানিতে পারি। পরে কুমার রাণীর নিকট হইতে সেই বস্ত্র খণ্ড আনিয়া মুনিকে দেখাইলেন। মুনিও নিজ গৃহ হইতে সেই বস্ত্রের দ্বিতীয় খণ্ড আনিয়া দেখাইলেন এবং উভয় খণ্ড নিরূপণ করিয়া এক বস্ত্রের দুই খণ্ড ইহা নিশ্চয় করিয়া মুনি কিছু লজ্জিত হইয়া কহিলেন হে কুমার বৃত্তান্ত শুন আমি তপস্যারম্ভ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হইয়া মনে করিলেন যে বুঝি মুনি আমার ইন্দ্রত্ব লইবেন ইহা ভাবিয়া তপোভঙ্গের নিমিত্তে তিলোত্তমা বিদ্যাধরীকে আমার নিকটে পাঠাইলেন। তিলোত্তমার শৃঙ্গার চেষ্টাতে গর্ব্বিত কন্দর্প আমার মন স্ববশ করিল। পণ্ডিতেরা তাহা ক

য়াছেন কমলের ন্যায় চক্ষু এমত রমণীর কজ্জল মলিন কটাক্ষে
তে কবলিত চিত্ত যে লোক সে সদুপদেশ গ্রহণ করে না ও
ভয় গণনা করে না ও প্রতিষ্ঠাভিলাষী হয় না। অতএব সেই
স্ত্রীতে আমার ঔরসে তুমি জন্মিলা তিলোত্তমা আমার তপস্যা
ভঙ্গেতে কৃতার্থা হইয়া নিজ পরিধান বস্ত্র দুই ভাগ করিয়া স্মর
পার্শ্বে আমাকে অর্দ্ধ বস্ত্র দিয়া দ্বিতীয়ার্দ্ধে শয্যা করিয়া তো
মাকে শয়ন করাইয়া আপনি বস্ত্রান্তর পরিধান করিয়া স্বর্গে
গেল। তখন বিশাখ জানিলেন যে দেব কন্যার গর্ভে এবং
মুনির ঔরসে আমি জন্মিয়াছি ইহাতে পরম হৃষ্ট হইয়া মুনির
বরপ্রাপ্ত হইয়া সুলোচনার সহিত পৃথু রাজের নগরে উপস্থিত
হইলেন সেখানে কোন লোকের গৃহে সুলোচনাকে গোপনে
রাখিয়া আপনি সেবক রূপে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন
এবং পৃথুরাজের সেবায় নিযুক্ত হইয়া সপ্রতিভ ও সর্ব্বধারাতে
চতুর সেই কুমার ক্রমেতে রাজার দ্বারপাল হইলেন। পরে
দ্বারির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার প্রতাপে ও উপকার দ্বারা
এবং দানেতে অধিকারস্থ সকল লোককে এবং যোদ্ধাগণকে
আপন বশীভূত করিয়া সুলোচনাকে কহিলেন হে জননি তো
মার কি ইচ্ছা তাহা কহিলে সেই রূপ করি। সুলোচনা দেবী
কহিলেন হে পুত্র যদি পার তবে পৃথু রাজকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করি
য়া আমার নিকটে আনিয়া দেও। বিশাখ কহিলেন এ
কর্ম্ম আমার অনায়াস সাধ্য পরে বিশেষ নিজানুরক্ত শৃঙ্খল
হস্ত তিন চারি জনকে সঙ্গে লইয়া আপনি খড়্গ হস্ত হইয়া
রাজার সকল কর্ম্মাবসর দেখিয়া সভাসদ কএক পুরুষকে বলি
লেন হে সভাসদেরা আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি যে তো
মরা আমার সহিত এক কার্য্যোদ্যোগী হও কিন্তু তোমাদে

মধ্যে এক পুরুষ আমার অনাত্মীয় আছে সে যদি হস্ত পাদাদি চালন করে তবে এই খড়্গেতে তাহাকে শীঘ্র নষ্ট করিব সম্প্রতি আমি রাজাকে বাধিতেছি ইহা কহিয়া শৃঙ্খলহস্তপুরুষ দ্বারা রাজাকে বাধিয়া সিংহাসন হইতে নামাইলেন। অনেক সভাসদ দেখিলেন যে অন্য অন্য লোক এই কার্য্যে এক পরামর্শ হইয়া কৃত সন্ধান হইয়াছে ইহাতেই তাহারা রাজার রক্ষার্থেকেহঅস্ত্রধারণকরিলেননাপরেবিশাখসহচরপুরুষেরেরআরো জনেতে রাজা হইয়া কিঞ্চিৎপরে বদ্ধ পৃথুরাজকে সুলোচনার নিকটে লইয়া গেলেন। সুলোচনা রাজাকে দেখিয়া পরম হৃষ্টা হইয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ আমাকে চিনিতে পার। পরে নৃপতি কহিলেন হে মহিষি আমি তোমাকে জানিলাম তুমি আমার পত্নী। সুলোচনা পুনর্ব্বার কহিলেন এই বিশাখকে চিন। রাজা কহিলেন আমি ইহাকে জানি না। রাজ্ঞী কহিলেন যাহাকে দেখিয়া আমি কহিয়াছিলাম যে দশা নিন্দনীয়া হয় পুরুষ কখন নিন্দনীয় হয় না সেই শিশু এমত ক্ষমতাপন্ন হইয়াছে যে তৎকর্তৃক তুমি বদ্ধ হইয়াছ। এই কথাতে রাজা লজ্জিত হইয়া রাণীকে অনেক স্তব করিলেন এবং রাণীর অনুগ্রহেতে পুনর্ব্বার সেই রাজ্যের রাজা হইলেন। অনন্তর বিশাখ ও রাণী রাজার অন্তঃপুরে গেলেন। বিশাখ রাজাতে পিতৃভক্তি প্রকাশকরিয়া যুবরাজ হইলেন। পণ্ডিতেরা কহিতেছেন যে বিশাখ সৈন্য ব্যতিরেকে এবং ধন ব্যতিরেকে ও স্নেহকারক বান্ধবেতে কেবল বুদ্ধিদ্বারা পৃথুরাজকে জয় করিয়া রাজত্ব গ্রহণ করিলেন। এবং রাজ মহিষীর অভিলাষ পূর্ণ করিয়া রাজা ও রাণীর পূর্ব্ব বাক্য স্মরণ করাইলেন। অনন্তর সেই বিশাখ পৃথিবী মধ্যে অতি খ্যাত্যাপন্ন হইয়া আত্ম

প্রতিভা হেতুক রাজমান্ত্র হইলেন সেই বিশাখের পুরুষকারের বিবরণ নীতিসর্ব্বস্ব পুস্তকে এবং মুদ্রারাক্ষস গ্রন্থে লিখিত আছে সেই সকল গ্রন্থ অদ্যাপি চলিতেছে এবং তাহার ইতিহাস অদ্যাপি প্রকাশ পাইতেছে ॥

ইতি সপ্রতিভ কথা সমাপ্তা ॥

মেধাবী কথা ॥

যিনি একবার উক্ত যে বিষয় তাহা গ্রহণ করিতে পারেন এবং শ্রুত ও গৃহীত কখন বিস্মৃত হন না তাহার বুদ্ধি যদি এই প্রকার ধারণাবতী হয় তবে সেই পুরুষকে মেধাবী কহা যায় । তাহার উদাহরণ এই ॥

গৌড় দেশে শ্রীহর্ষনামা এক পণ্ডিত তিনি অতিশয় কবি ছিলেন এক সময় নলচরিত্র নামে এক কাব্য রচনা করিয়া বিবেচনা করিলেন যে রসযুক্ত ও মনোরম এবং গুণালঙ্কারযুক্ত এই প্রকার যে কাব্য সে কবিদিগের যশের নিমিত্ত হয় তদ্ভিন্ন যে কাব্য সে উপহাসের নিমিত্ত হয় অপর অগ্নিতে স্বর্ণের পরীক্ষা করিবেক এবং সভার মধ্যে কবিতা বেত্তাদিগের নিকটে কাব্যের পরীক্ষা করিবে যে কাব্য পণ্ডিতেরা গ্রহণ না করেন সে কাব্যেতে কবির কি ফল । পশ্চাৎ শ্রীহর্ষ সেই কাব্য লইয়া পণ্ডিত সমাজের উদ্দেশে বারানসী গেলেন সেখানে গিয়া কক্কোক নামা পণ্ডিতকে স্বাভিপ্রায় নিবেদন করিলেন । কক্কোক পণ্ডিত সংসার হইতে বিরক্ত সর্ব্বদা তপস্যাতে থাকেন মধ্যাহ্নকালে স্নানার্থ মণিকর্ণিকাতে গমনকরেন সেইসময়পথিমধ্যে গমনকরত ঐ কাব্য শ্রবণ করেন । শ্রীহর্ষ প্রতিদিন সেই পণ্ডিতের সহিত যাইয়া স্বকৃত কাব্য শ্রবণ করান কিন্তু কোন উত্তর পান না এই নিমিত্ত এক দিন পণ্ডিতকে কহিলেন হে পুরুষশ্রেষ্ঠ আমি এই

কাব্যেতে অনেক পরিশ্রম করিয়াছি তাহার পরীক্ষার নিমিত্তে পণ্ডিতজ্ঞানে তোমার উদ্দেশে এবং স্বদেশীয় বাৎসল্যেতে অনেক দূর হইতে তোমার নিকটে আসিয়াছি এবং কাব্যের সদ সদ্বিবেচনা হওনের প্রত্যাশাতে পথে যাতায়াত করিয়া তোমাকে শুনাইতেছি আপনি কাব্য শুনিয়া কিছু নিন্দা করেন না প্রশংসাও করেন না ইহাতে এই অনুভব করি যে আপনি কাব্যের মধ্যে কর্ণার্পণ করেন না। কঙ্কোক পণ্ডিত উত্তর করিলেন আমি কি প্রকারে কর্ণার্পণ করিলাম না সম্পূর্ণ কাব্য শ্রবণ করিয়া শব্দের এবং অর্থের সদসদ্বিবেচনা করিয়া ও সন্দর্ভ শুদ্ধি জানিয়া বিশেষ কহিব এই ইচ্ছাতে কিছু কহি নাই এই কাব্য আমি শুনিয়াছি এবং মনেতে ধারণ করিয়াছি যদি তুমি প্রত্যয় না কর তবে শ্রবণ কর ইহা কহিয়া কাব্যের শ্রুত যে শ্লোক সকল সেই সমুদায় পাঠ করিলেন। শ্রীহর্ষ তাহা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং আনন্দিত হইয়া কঙ্কোক পণ্ডিতের পাদদ্বয়ে প্রণাম করিয়া কহিলেন হে কঙ্কোক মহাশয় আমি তোমার মেধারমহত্ত্বে অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম। কঙ্কোক পণ্ডিত সেই কাব্যের গুণের প্রশংসা করিয়া এবং দোষের সমাধান করিয়া এবং বিশেষ বিশেষ অর্থ কহিয়া শ্রীহর্ষকে গৃহে পাঠাইলেন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে গুণজ্ঞলোকেরা দ্রব্যের দোষ গ্রহণ না করিয়া যে যেগুণ তাহাই গ্রহণকরেন যেমতভ্রমর কণ্টকযুক্ত বৃক্ষের পুষ্পেতে মধুপান করিতে না পারিয়াও গন্ধ গ্রহণ করে।

ইতি মেধাবিকথা সমাপ্তা ॥

অথ সুবুদ্ধিকথা ॥

যে পুরুষের মেধা এবং প্রতিভা ও বুদ্ধি এই সকল গুরুতরা

হয় এবং যিনি সন্দেহ ভঞ্জন ক্ষম হন তিনিই সুবুদ্ধি রূপে খ্যাত হন। তাহার উদাহরণ ॥

মিথিলা নগরীতে কর্ণাট কুলসম্ভব হরসিংহ নামে এক রাজা ছিলেন তাঁহার সভাতে সাঙ্খ্য শাস্ত্রবেত্তা এবং দণ্ড নীতি শাস্ত্রে কুশল এক মন্ত্রী ছিলেন। দেবগিরির রাজা রামদেব ঐ মন্ত্রির নানা প্রকার সুবুদ্ধিতা শুনিয়া অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া চিন্তা করিলেন যে কি হেতু ভূমিনবাসী গণেশ্বরের বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধি শুনিতে পাই ভাল সকল নিরূপণ করিতেছি ইহা ভাবিয়া রামদেব নরপতি হরসিংহ রাজার সহিত মিত্রতা করিলেন যে হেতুক যাহাদের ক্রিয়ার স্থিরতা থাকে এবং যাঁহারা শূর ও মহাত্মা হন তাহাদিগের যে পরস্পর প্রীতি সে কল্পলতার ন্যায় আচরণ করে। অপর কোষ এবং সৈন্য নষ্ট হইলে আর ভৃত্য বিকার প্রাপ্ত হইলে ও যদি সদ্বংশজাত লোকের সহিত মিত্রতা থাকে তবে সেই মিত্রতা কল্প বৃক্ষের মত ব্যবহার করে অর্থাৎ মিত্রের অভিলষিত ফলপ্রদ হয়। অনন্তর উভয় পক্ষের উপঢৌকন দ্বারা সৌহৃদ্য হইলে রাজা রামদেব হরসিংহ রাজার নিকটে লিখনদ্বারা এই প্রার্থনা করিলেন যেসন্দেহনিরাশার্থ এক বুদ্ধিমান এবং এক মূর্খ এই দুই লোককে আমার নিকটে পাঠাবেন। হরসিংহ রাজা সেই লিখন দেখিয়া পাঠ করিয়া চিন্তাযুক্ত হইলেন যে হেতুক মিত্রের বাক্য অলংঘ্য সম্প্রতি কোন্ বুদ্ধিমানকে এবং কোন্ মূর্খকে পাঠাইব। এতদ্রূপ চিন্তাব্যাকুল রাজাকে দেখিয়া গণেশ্বর মন্ত্রি জিজ্ঞাসা করিলেন হে রাজন তোমার কি চিন্তা। রাজা উত্তর করিলেন মিত্রের আজ্ঞা নির্ব্বাহ করণের অসঙ্গতি দেখিয়া লজ্জা হইতেছে কোন্ বুদ্ধিমান পুরুষকে কোন্ মূর্খকেই বা পাঠান যাইবেক ইহা চিন্তা

করিতেছি। মন্ত্রী কহিলেন হে মহারাজ কোন পুরুষকে পাঠাই
তে হইবে না। রাজা কহিলেন আঃ মিত্রের প্রার্থনা কি ভঙ্গ হই
বেক। মন্ত্রি রাজ কহিলেন হে ভূপাল তোমার মিত্রের প্রার্থনা
সিদ্ধি হইবে যে হেতুক রামদেব রাজার দেবগিরি রাজ্যেতে
কি দুর্ল্লভ সামগ্রী আছে অনেক পণ্ডিত আছেন অনেক মূর্খও
আছে সেই হেতুক এখান হইতে পণ্ডিত কিম্বা মূর্খ লোককে
পাঠাইলে তাহার কি প্রয়োজন সিদ্ধি হইবে আমি এই বিতর্ক
করি যে রামদেব রাজা পণ্ডিত এবং অতিশয় কৌতুকী ঐ প্রকা
র দুই পুরুষ যাচ্ঞাচ্ছলে তোমার মন্ত্রি যে আমি আমার
এই পরীক্ষা করিলেন যে আমি পণ্ডিতকে আর মূর্খকে জানি
তে পারি কি না অতএব হে নরেন্দ্র আপনি এই উত্তর লিখি
বেন যে বুদ্ধিমান লোক এ রাজ্যে নাই এবং তোমার অধিকারে
র মধ্যেও দেখি না বারানসীতে এবং অন্য অন্য পুণ্যতীর্থে
বুদ্ধি মানের অনুসন্ধান করিবেন উত্তম বুদ্ধির ফল এই যে
তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান হয় অতএব ইন্দ্র জাল সদৃশ যে সাংসারিক
ব্যাপার তাহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোক কি নিমিত্তে অবস্থিতি
করিবেন তিনি কোন নির্জ্জনস্থানে আর গিরিগহ্বরে যোগাবল
ম্বন করিয়া থাকিবেন তদ্ভিন্ন যে মূর্খ লোক সে সর্ব্বত্র সুলভ
সেই অবস্তুর প্রেরণে কি ফল অতএব তাহার পরিচায়ক চিহ্ন
লিখিতেছি ঈশ্বরেচ্ছা প্রযুক্ত সকল মনুষ্যের হস্তপাদাদি সমান
হয় ইহাতে যে ব্যক্তি সকল লোক কর্ত্তৃক নিন্দিত হয় সেই মূর্খ
অপর মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া যে লোক পুণ্যসঞ্চয় না করে এবং
যশ উপার্জ্জন না করে তাহাকেই মূর্খ কহা যায়। রাজা হর
সিংহ এই কথা শুনিয়া কহিলেন তাহাই কর। গণেশ্বর মন্ত্রী ঐ

পরামর্শ পূর্ব্বক রামদেব রাজাকে সেই রূপ উত্তর লিখিলেন রাজা রামদেব সেই পত্র পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং সভাসদ সমাজের মধ্যে হরসিংহ রাজাকে এবং গণেশ্বর মন্ত্রিকে এই রূপ অনেক প্রশংসা করিলেন সাধু রাজা সাধু যে রাজার রাজনীতি রূপা যে নদী তাহার কর্ণধারস্বরূপ এবং ধর্ম্মজ্ঞ এই গণেশ্বর মন্ত্রি আছেন। সেই কালে রাজা রামদেব এক শ্লোক পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই। যেমত পণ্ডিতেরা গণেশ্বর গুণ সমূহ গণনা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং লোকেরা সমুদ্রের সমুদায় জল কলসদ্বারা উঠাইতে প্রবৃত্ত হন অর্থাৎ শেষ করিতে পারেন না সেই মত কোন ব্যক্তি ঐ গণেশ্বর মন্ত্রির গুণগ্রামের সংখ্যা কথনে বর্ত্তমান হইয়া সকল কহিতে পারেন না এবং যাহার যাবল্লৌকিক কর্ম্মেও বৈদিক কর্ম্মে অতিশয় নিপুণতা আছে এবং চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল যশ এবম্ভূত যে সেই গণেশ্বর মন্ত্রি তিনি জয়যুক্ত হউন।

ইতি সুবুদ্ধিকথা সমাপ্তা ॥

অথ অভ্যুদাহরণ কথা ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যুদাহরণের ন্যায় অভ্যুদাহরণের অর্থ। সুবুদ্ধি ব্যতিরিক্ত যে কুবুদ্ধি তাহাদিগের কথা আমি সংক্ষেপে প্রস্তাব করিব সেই দুই পুরুষের মধ্যে প্রথমে কুবুদ্ধির কথা বিবরণ করিতেছি। যে লোকের বুদ্ধি তীক্ষ্ণা হইয়া ও কুপথ গামিনী হয় সেই কুবুদ্ধি রূপে খ্যাত হয়। এবং সে পাপ ও অযশের স্থান হয় তাহার সংসর্গ ত্যাগই তাহার পরিচয়ের ফল সেই কুবুদ্ধি দুই প্রকার বঞ্চক আর পিশুন এই দুই পাপিলোক প্রায় নীচ কুলে জন্মে ॥

অথ বঞ্চক কথা ॥

সেই বঞ্চক যে প্রকার হয় তাহা কহা যাইতেছে। যে লোক কুক্রিয়াতে নিপুণ এবং যাহার বাক্য অতি মৃদু আর কার্য্য অতি কুৎসিত সেই পর চিত্তাপহারক লোক বঞ্চক রূপে খ্যাত হয় তাহার উদাহরণ এই ॥

গোদাবরী নদীতীরে বিশালা নামে এক নগরী তাহাতে সমুদ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার পুত্র চন্দ্রসেন নামা তিনি অত্যন্ত সরল হৃদয় তাহাকে দেখিয়া সেই নগরবাসী কোন বঞ্চক বণিক রাজ পুত্রের ধনাপহরণে চিন্তা করিল। তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যেমত মৃগ সকল ব্যাঘ্রের ভক্ষণীয় হয় এবং সর্পেরা গরুড়ের ভক্ষ্য হয় এবং অন্য পক্ষিগণ সাচান পক্ষির ভক্ষ্য হয় সেই প্রকার সাধুলোক কুলোকের ভক্ষণীয় হন অতএব বঞ্চক বণিক বিবেচনা করিল যে এই রাজ কুমার অতি সুপ্রকৃতি ইহার ধন আমার সুখগ্রাহ্য হইবে সেই কারণ ইহার উপাসনা করি। বণিক সেই রাজপুত্রের সেবা করিতে লাগিল তিন্তিড়ী ফলের ন্যায় দুর্জ্জনের প্রকৃতি প্রথম সুরসা পরিণামে বিরসা হয়। বণিক সেই প্রকৃতিদ্বারা সেবা করত নাং উপাসনাতে রাজকুমারকে বশীভূত করিল। অনন্তর সেই বঞ্চক চিন্তা করিল যদি কোন উপায়েতে এই রাজকুমারকে দেশান্তরে লইয়া যাইতে পারি তবে ইহার ভাণ্ডারের যেং উৎকৃষ্ট রত্ন তাহা গ্রহণ করিতে পারিব পশ্চাৎ বঞ্চক নানা বিশ্বস্ত বাক্য করণক কৌতুক প্রস্তাবে অন্য দেশের নানা মনোহর কথা কহিতে লাগিল এবং সেই কথা শ্রবণেতে সন্তুষ্ট রাজকুমারকে কহিল যে হে কুমার তুমি যৌবনরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছকিন্তু নিত্যসুলভা অথচ উপভুক্তা যে স্ত্রী তাহাতে এবং অন্যং যে

ভোগ্য বস্তু তদ্দারা তোমার কি সুখ হইতে পারে দেশান্তরেই সুখানুভব হইতে পারে যেখানে প্রতিদিন অদৃষ্ট বস্তুর দর্শন হয় এবং অভুক্ত দ্রব্যের ভোগ ভোজন ও অননুভূত বস্তুর অনুভব হয় সেই স্থানের বৃত্তান্ত সকল কহিতেছি তুমি শুন। প্রফুল্ল সরসীরুহ সংযুক্ত সরোবর সকল ও ষটপদ সাহিত যে কুসুম তাহাতে শোভিত লতা সকল ও তদ্দ্বারা ব্যাপ্ত বন এবং সুবর্ণ ও রত্নেতে বিচিত্রিত নিতম্ব দেশ এমত পর্ব্বত সমূহ আর অত্যুচ্চ অট্টালিকাদি সহিত নগর এবং নানা প্রকার কেলি কুশলা রমণী আর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি এমত যোদ্ধাগণ এই সমুদায় দ্রব্য কোন্ বুদ্ধিমান লোক নানা দেশ ভ্রমণ না করিয়া দেখিতেপান চন্দ্রসেন ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন হে সখে কি রূপে দেশান্তর দর্শন করিব তন্নিমিত্তে আমার মহোদ্বেগ হইতেছে। বণিক কহিল ভারতে অল্প এবং বহু মূল্য এমত ধনেতে বিদেশ দর্শন হইতে পারে যদি তোমার মনঃ স্থির হয় তবে তুমি রাজপুত্র বট এবং তোমার অনেক ধন আছে অন্তঃকরণ নিতান্ত স্থির কর তবে অবশ্য সিদ্ধ হইবে। রাজপুত্র কহিলেন হে মিত্র আমি মনঃ স্থির করিয়াছি। সেই সময় বঞ্চক বণিক বলিতেছে যদি এই পরামর্শ অন্য লোকের কর্ণ পথগামী না হয় এবং কেহ বিতর্ক করিতে না পারে তবে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। যুবরাজ কহিলেন কেহ বিতর্ক করিতে পারে না। তদনন্তর ঐ বঞ্চক দেশান্তর দর্শনোৎসুক এবং নানা প্রকার অর্থ সহিত রাজকুমারকে লইয়া ছলেতে অন্য দেশে চলিল তাহার সমভিব্যাহারী সেনাগণ কিঞ্চিদ্দূরে গিয়া ফিরিয়া আইল। পরে রাজকুমার আর বঞ্চক এই দুই জন উত্তম অশ্বারোহণ করিয়া কোন দিগে গেলেন। পশ্চাৎ রাজকুমার দূর গমন পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধা ও

পিপাসাতে ব্যাকুল হইয়া কোন বন মধ্যে জল সমীপস্থ এক বৃহদ্বৃক্ষ দেখিয়া অশ্ব হইতে নামিয়া সেই বৃক্ষের ছায়ার মধ্যে বসিলেন। রাজকুমার স্বভাবতঃ সুখাভিলাষী অতএব জলপান করিয়া ছায়ার মধ্যে তৃণশয্যাতে নিদ্রা গেলেন। বঞ্চক যুবরাজকে নিদ্রিত দেখিয়া মনে করিল যে আমার কার্য্য সাধনের সময় এই। পরে ঐ দুরাত্মা বণিক রাজপুত্রের পাদ সেবা করত তাহাকে অতিশয় নিদ্রিত বুঝিয়া লতাতে বন্ধন করিল পশ্চাৎ লতাবদ্ধ সেই রাজকুমারের হৃদয়ারোহণ করিয়া শস্ত্রেতে দুই চক্ষু বিদ্ধ করিল যখন রাজকুমার হে মিত্র আমাকে রক্ষা কর এই বাক্য কহিতে লাগিলেন বঞ্চক সেই সময় সকল ধন এবং তুরগদ্বয় লইয়া কৃতকার্য্য হইয়া পলায়ন করিল। রাজকুমার সেই অরণ্য মধ্যে আর্ত্তনাদ করত রোদন করিতে লাগিলেন এবং নেত্র বেদনাতে কাতর হইয়া হস্ত পাদাদি নিক্ষেপ করণেতে বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। অনন্তর ক্লেশ কাতর যুবরাজ বলহীন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পুনর্ব্বার ভূমিতে পড়িলেন। সেই বৃক্ষোপরি এক বৃদ্ধ শুক বসতি করে তাহার দুই পুত্র মহাশুক তাহারা সঞ্চরণাসমর্থক বৃদ্ধ পিতাকে প্রতিদিন আহার আনিয়া দেয়। এক সময় ঐ দুই শুক বৃদ্ধ তাতকে কহিল হে পিত আজি আমরা নর্ম্মদা নদীতীরে এক অদ্ভুত কষ্টস্থান দেখিয়াছি। বৃদ্ধ শুক জিজ্ঞাসা করিল সেই অদ্ভুত কি প্রকার দেখিয়াছ তাহা কহ। পরে মহাশুকদ্বয় কহিতে লাগিল নর্ম্মদা নদীতীরে যূথিকাপুর নামে এক নগর তাহাতে নীলরথ নামে এক ভূপতি তাহার পুত্র চিত্ররথ নামা তিনি অন্ধ। বৈদ্যেরা তাহার চিকিৎসা করিতেছে তথাপি তাহার অন্ধতা দূর হইল না তন্নিমিত্তে তাহার রাজ্য রাত্রি কালে দীপ রহিত গৃহের ন্যায় হইয়াছে সেই

অতিশয় কষ্ট স্থান অদ্য দেখিয়াছি। বৃদ্ধ শুক কহিল হে পুত্রদ্বয় নষ্ট চক্ষু প্রতিকারের নিমিত্তে এক ঔষধ আছে কিন্তু তাহা বৈদ্যেরা জানেন না। দুই শুক জিজ্ঞাসা করিল সে ভৈষজ্য কি রূপ। বৃদ্ধ উত্তর করিতেছে এই বৃক্ষের শুষ্ক অথবা আর্দ্র পুষ্পেতে অঞ্জন করিয়া যদি নেত্রেতে দেয় তবে নষ্ট নেত্র যে লোক সে সুলোচন হয়। তখন বৃক্ষ তলস্থ রাজপুত্র চিন্তা করিলেন অহো বিধাতা অনুকূল হইলেন বিহঙ্গের কথা প্রসঙ্গে পর চক্ষুর ঔষধের প্রস্তাব ক্রমে ঐ ঔষধোপদেশ হইল সে ঔষধও-সম্প্রতি সুলভ বটে ইহা ভাবিয়া তখন যুবরাজ সেই বৃক্ষের পুষ্পেতে অঞ্জন করিলে প্রথমাঞ্জনেতে নেত্রের বেদনা দূর হইল দ্বিতীয়াঞ্জনেতে তারা হইল তৃতীয়াঞ্জনেতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টি হইল তদনন্তর কুমার হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিবেচনা করিলেন যদি এইস্থলেই দুষ্ট মিত্রকৃত বিপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইলাম তবে সম্প্রতি কি কর্তব্য এই দুরবস্থাতে যদি পুনর্ব্বার গৃহে যাই তবে অন্য লোকের উপহাস স্থান হইব এবং আপনার অযোগ্যতা প্রকাশ হইবে সে মরণহইতেও পত্যন্ত মন্দ সেই হেতুক এখানহইতে নিজালয়ে গমন করিব না অনুভূত এই ঔষধ লইয়া যূথিকাপুরে যাই এবং সেই চিত্ররথ নামা রাজপুত্রের নেত্ররোগের উপশম করি তাহা হইলে রাজা নীলরথ আমার বাঞ্ছাসিদ্ধি করিবেন। যুবরাজ এই পরামর্শ করিয়া পথান্বেষণ করিয়া কিছু কালেতে যূথিকাপুরে গেলেন। অনন্তর নীলরথ নরপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চিত্ররথ নামে রাজ কুমারের নেত্ররোগ শান্তি করিলেন। রাজা নীলরথ পরমহৃষ্ট হইয়া ঐ যুবরাজকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমাগত রাজপুত্রের কথা ও গুণেতে ও শীলদ্বারা আর কুল জানিয়া চিত্ররথের কণিষ্ঠা ভগি

নী চিত্রসেনাকে সেই রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দিলেন এবং তাহারে চতুর্ভাগৈক রাজ্য দিলেন তদবধি চন্দ্রসেন চন্দ্রবদনা চিত্রসেনা যে নিজ পত্নী তাহার সহিত রাজ্য সুখানুভব করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে চন্দ্রসেন শ্বশুর মন্দিরে গমন করিতেছেন এই সময় পথিমধ্যে আগমন করিতেছে যে সেই বঞ্চক বণিক তাহাকে হঠাৎ দেখিলেন এবং দর্শনক্ষণেই ঘোটকহইতে অবরোহণ করিবা মাত্র ঐ বঞ্চক দেখিল যে সেই রাজপুত্র এখানে আছেন ইহাতে ভীত হইয়া পলায়ন করিল। চন্দ্রসেন পদাতিদ্বারা বঞ্চককে আনাইয়া আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে মিত্র তোমার মঙ্গল। তাহা শুনিয়া বণিক কিছু উত্তর করিল না। রাজপুত্র মিত্রলাভেতে হৃষ্টচিত্ত হইয়া রাজমন্দিরে গিয়া নির্জ্জন স্থানে বসিলেন। পরে রাজকুমার পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন হে সখে তুমি এত ধন লাভ করিয়া কেন এমত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছ। বঞ্চক কহিতেছে ভো রাজকুমার আমি স্বাভাবিক লুব্ধ বণিক তোমার ধন লইয়া বাণিজ্যার্থে বৃহন্নৌকারোহণ করিয়া সাগর পারে গিয়াছিলাম সেখানে ক্রীত বস্তু বিক্রয় করিয়া মূল ধন হইতে এক শত গুণ লাভ পাইয়া তথা হইতে আসিতে সমুদ্রের তটের নিকটে আমার বৃহত্তরণী মগ্না হইল তাহাতেই আমার সকল ধন নষ্ট হইল এখন প্রাণমাত্রাবশিষ্ট হইয়া আসিয়াছি সে যে হউক আমি পূর্ব্বে তোমার নিকটে অনেক অপরাধ করিয়াছি তন্নিমিত্তে তুমি আমার প্রাণ দণ্ড কর। রাজপুত্র এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে মিত্র কিছু ভয় করিবা না তুমি আমার বন্ধু অতএব যাবজ্জীবন প্রতিপাল্য হইবা এবং আমি সম্প্রতি তোমারে অনেক ধন দিব তাহাতেই তুমি স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারিবা। অনন্তর

বণিক অতিশয় ভীত হইয়া উত্তর করিল হে রাজনন্দন আমার মন স্বীয়াপরাধে নিতান্ত দুষ্ট হইয়াছে এই কারণ তোমার কথা প্রত্যয় করে না আর তোমাতে আমার কিছু মিত্রানুরক্তি ছিল না অতএব তুমি কি কারণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইবা। চন্দ্রসেন বঞ্চকের কথা শুনিয়া কহিলেন যে আমার কার্য্য আমার বশীভূত বটে কিন্তু আমি তোমার কার্য্যের প্রভূ হইতে পারিনা তাহা বিস্তারিত কহিতেছি তুমি তোমার কার্য্যের কর্ত্তা এবং তোমার পথও অনুগত আছে যেমত স্বেচ্ছা তাহাই করিবা কিন্তু আমি তোমার প্রতি বিশ্বাস করিয়া কোন২ কার্য্য না করিয়াছি দেখ স্বজনসহিত রাজ্য এবং বিপুলৈশ্বর্য্য এই সমুদায় ত্যাগ করিয়াছি অতএব আত্মকার্য্যে আমার অধিকার আছে কিন্তু পর ব্যাপারে কিছু প্রভুত্ব নাই। বঞ্চক এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইল এবং সেই লজ্জাতে বণিকের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া বঞ্চক পঞ্চত্ব পাইল। রাজপুত্র বণিকের মরণ জন্য দুঃখেতে কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। চিত্রসেনা স্বামিকে দেখিয়া নিবেদন করিলেন যে হে নাথ এই ব্যক্তি কে এবং কোথাহইতে আনিয়াছিল আর কি প্রকারে মরিল এবং আপনিই বা কি নিমিত্তে করুণাপরাধি হইয়া রোদন করিতেছেন। পশ্চাৎ চন্দ্রসেন উত্তর করিলেন যে এই লোক পূর্ব্বে আমার সহিত অতি বৈশিষ্ট্যাচরণ করিয়াছেন যেহেতুক আমার সর্ব্বস্বাপহারক যে এই লোক আমি ইহার আয়ত্ত ছিলাম তথাপি আমাকে প্রাণের সহিত নষ্ট করেন নাই। চিত্রসেনা বৃত্তান্ত শুনিয়া নিবেদন করিলেন যে হে স্বামিন্ এই মনুষ্য যে তোমাকে নষ্ট করে নাই সে ইহার ভ্রান্তি ক্রমে হইয়াছে কিন্তু জ্ঞান পূর্ব্বক হয় নাই। পরে চন্দ্রসেন কহিলেন হে

প্রিয়ে এই লোক কুকর্ম্মাচারী বটে তথাপি আমি ইহাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি যে হেতুক পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া লজ্জাতে সম্প্রতি মোহিত হইল। নীতিবেত্তারা এই রূপ কহিয়াছেন যে লোক কুপথগামী হইয়াও কদাচিৎ লজ্জিত হয় সে লোকও শ্রেষ্ঠ কিন্তু অনভিজাত লোকের মনেতে কখনও লজ্জা হয় না। এই রূপ কথোপকথনের পর রাজকুমার বণিকের স্বজাতীয় লোক দ্বারা দাহ ও শ্রাদ্ধ করাইলেন তথাপি বণিক স্বকর্ম্মের ফল যে লৌকিক অকীর্ত্তি লাভ এবং মরণোত্তর নরক ভোগ তাহা করিলেক ॥

ইতি বঞ্চক কথা সমাপ্তা ॥

অথ পিশুন কথা।

যে লোক আত্মোপকারকের দ্বেষ করে এবং নিরপরাধ ব্যক্তিকে সাপরাধ জ্ঞান করে ও আপনি সাপরাধ হইয়াও লজ্জিত হয় না সেই পুরুষ পিশুনরূপে খ্যাত এবং সে জগতের অপ্রিয় হয়। তাহার উদাহরণ ॥

কুসুমপুর নামে এক নগর তাহাতে প্রধান মন্ত্রিকর্তৃক অভিষিক্ত চন্দ্রগুপ্ত নামা এক রাজা ছিলেন। সেই রাজার শাসিত রাজ্যেতে কোন ব্রাহ্মণ দম্পতী বাস করেন কিছু দিনে ব্রাহ্মণীর এক পুত্র জন্মিল। পরে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইল ব্রাহ্মণী শিশু পোষণাসামার্থ্য প্রযুক্ত সেই পুত্রকে ত্যাগ করিল তাহাতেই শিশু অনাথ হইল। সেই সময় ব্রাহ্মণের প্রতিবাসি সোমদত্ত নামে এক বণিক ঐ শিশুকে দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া এবং সেই স্থান হইতে বালককে আনিয়া নিজধন ব্যয়েতে প্রতিপালন করিল এবং ব্রাহ্মণদ্বারা সংস্কার করাইয়া কায়স্থদ্বারা

বিদ্যাভ্যাস করাইল। এক সময়ে কোন দৈবজ্ঞ কায়স্থ গৃহে সেই বালককে দেখিয়া এক শ্লোক পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে জাত এবং বণিকের অন্নেতে বর্দ্ধিত আর কায়স্থ হইতে লব্ধবিদ্য যে এই বালক এ অবশ্য ক্ষুদ্রবুদ্ধি হইবে। তদ্দিনাবধি সকল লোক ঐ বালককে ক্ষুদ্রবুদ্ধি বলিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর বণিক্ সেই দ্বিজবালক হইতে প্রত্যুপকার বাসনা করিয়া তাহাকে রাজ সন্নিধানে রাখিল এবং যে পর্য্যন্ত রাজা সেই ব্রাহ্মণ পুত্রের আরাধ্য হইয়া প্রসন্ন না হইলেন তাবৎ বণিক্ নিজ ধনেতে ঐ বিপ্রসন্তানকে প্রতিপালন করিল। পরে রাজা ব্রাহ্মণের প্রতি অনুকূল হইলে ব্রাহ্মণ ও ধন প্রাপ্ত হইল। তাহা দেখিয়া বণিক্ তৎপ্রতিপালনে উদাসীন হইল। ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্রাহ্মণবণিক্‌কে উদাসীন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে হে তাত তুমি এ পর্য্যন্ত আমার প্রতিপালন করি[illegible] এখন কেন না কর। বণিক্ উত্তর করিল ভাল তুমি সম্প্রতি রাজার গৃহেতে অনেক ধন লাভ করিতেছ এবং অনেকের প্রতিপালন করিতে পার আমি বণিক জাতি কেন আমাহইতে এখন আত্ম প্রতিপালন ইচ্ছাকর বরং তুমি আমাকে প্রতিপালন করিতে পার। সেই দুই জনের পরস্পর এতদ্রূপ কথোপকথন হইল কিন্তু বণিক্ বিপ্র হইতে উপকারাকাঙ্ক্ষী এবং বিপ্র বণিক হইতে ধন গ্রহণাভিলাষী এই রূপেতে পরস্পর দুই জনের বৈরোৎপত্তি হইল। পরে ক্ষুদ্রবুদ্ধি কুপিত হইয়া কহিল রে বণিকাধম তুমি কি বিবেচনা করিয়াছ এ পর্য্যন্ত আমার ভরণ পোষণ করিয়া ইহার পর কিছুই করিবা না আর তোমার যত ধন আছে তাহা কি আমি জানি না এবং তোমার ধনের সম্বাদ কি রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না ভাল যদি আমাকে

কিছু না দেও তবে ভূপালকে অবশ্য দিবা। এই রূপ বিরোধো ক্তিতে এবং ক্ষুদ্রবুদ্ধির নানা কুচেষ্টাতে বণিকঅতিভীত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎ ধনদিতে লাগিল তাহাতেই বণিক ক্রমে ক্রমে ক্ষীণধন হইল। বণিকপত্নী ভর্ত্তাকে নির্ধন এবং চিন্তাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে স্বামিন্ এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্রা হ্মণ তোমার প্রতি পালিত এবং সম্প্রতি অনেক ধনোপার্জ্জন করিতেছে তথাপি তোমাকে কিছু দেয় না বরং তোমার স্থানে কিছু কিছু লইতেছে তুমি কি হেতু তাহাকে ধন দেও। বণিক্ ভার্য্যার কথা শুনিয়া উত্তরকরিল যে এই দ্বিজ দুর্জ্জন যদি ইহা কে কিছু না দি তবে এই খল রাজসমীপে খলতা করিয়া আমার মন্দ করিবেক সেই ভয়েতে কিছু কিছু দিতেছি। পণ্ডিতেরা সেই প্রকার কহিয়াছেন যে পিশাচ এবং পিশুন ও কুকুর এই তিন স্বাভাবিক লোভী অতএব মনুষ্য কালযাপন কামনাতে কিছু কিছু দিয়া ইহারদিগকে নিবারণ করিবেক। বণিগ্বধূ এই কথা শুনিয়া কহিল হে নাথ এই ব্রাহ্মণ যদি পিশুন তবে কেন ইহাকে প্রতিপালন করিলা। বণিক উত্তর করিলেন প্রথমে পিশুনত্বরূপে ইহাকে জানিতে পারি নাই যেমত কফাদি ধাতু সকল শরীরে নিত্য অবস্থিতি করে তেমন দুর্জ্জনের শরীরেতে সর্ব্বদাই দোষ থাকে কিন্তু বিধাতা দুর্জ্জনের শীল পরিচায়ক কোন লক্ষণ নির্ম্মাণ করেন নাই যে তদ্দ্বারা দুর্জ্জনকে চিনিতে পারা যায় দুর্জ্জন পরকৃত উপকার অমান্য করে তাহাতেই দুর্জ্জনকে চিনিতে পারা যায়। কিন্তু সে পরকৃত উপকার গ্রহণ করিয়া কৃতকার্য্য হইলে তখন তাহার পরিচয়েতে কি ফল হইতে পারে। বণিকপত্নী তাহা শুনিয়া কহিল হে নাথ পরি চয়ের এই ফল যে সম্প্রতি তাহাকে ত্যাগ কর। বণিক্

তাহার উত্তর করিল যেমত প্রবল ব্যাধি অতিশয় অনিষ্টকা
রী এই কারণ লোকের অবশ্য পরিত্যজ্য কিন্তু তাহা কেহ এক
কালে ত্যাগ করিতে পারে না নান চেষ্টায় ক্রমেতে পরিত্যাগ
করে সেই প্রকার ইহাকে হঠাৎ ত্যাগ করিতে না পারিয়া কি-
ঞ্চিৎ২ দিয়া কালযাপন করিতেছি পশ্চাৎ অবশ্য পরিহার্য্য
হইবে। পশ্চাৎ বণিগ্বধূ কহিল দানেতে ও সম্মানেতে কিম্বা
প্রীতিতে খল লোক প্রসন্ন হয় না কেবল প্রত্যুপকারেতে খল
পরাভূত হইয়া প্রসন্ন হয় অপর যে লোক খলের সহিত প্রীতি
করে খল তাহাকে অসমর্থ জ্ঞান করে যে লোক খলকে কিছু
দেয় খল সেই দান কর্ত্তার নিকটে পৌনঃপুন্যে যাচঞা করে
কিন্তু যে লোক খলের প্রত্যুপকার করে খল সেই অপকর্ত্তার
বশীভূত হইয়া মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করে। বণিক্ হিতভাষিণী
যে স্ত্রী তাহার বাক্য শুনিয়া কহিল হে প্রিয়ে আমি উৎকৃষ্ট
কুটুম্বপরি বৃত এবং লজ্জাবাধিত সেই খল লজ্জা ভয় বিবর্জ্জি
ত অতএব আমার শক্তিতে সে কি প্রকারে পরাভূত হইবে সে
আমাদিগকে যে পরাভব না করে সেই তাহার পরাভব। পরে
বণিকপত্নী কহিল ভাল দান দ্বারা তাহাকে কত কাল প্রতিপা
লন করিতে পারিবা তন্নিমিত্তে আমি এই পরামর্শ কহিতেছি
যে আপনি রাজার নিকটে এই সকল কথা নিবেদন কর। যেম
ত ভূপতি দিগের সেনাই বল এবং কুবুদ্ধি লোকের কুক্রিয়াক্ষ
প বল ও দরিদ্র লোকের সাধু লোকই বল সেই প্রকার সল্লোক
দিগের যাথার্থ্যই বল অতএব যথার্থ নিবেদন করিলে রাজা
অবশ্য ইহার বিচার করিবেন। বণিক্ উত্তর করিল একর্ম্ম কে
বল সুখ কর্ত্তন অতএব অকর্ত্তব্য যেমত পরের ঐশ্বর্য্য দেখি
য়া খলের মস্তকে বেদনা হয় ও সেই দুশ্চরিত্রতাতে খল লোক

জগতের অপ্রিয় হয় তেমন মনুষ্য কোন প্রকারে পরের অনি ষ্ট চেষ্টাকরিলেই সে সকলের অপ্রিয় হয় অতএব তাহার মন্দ করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। বণিগ্বধূ জিজ্ঞাসা করিল সে ব্রা- হ্মণের খলতা কি প্রকার। বণিক্ বলিল হে প্রিয়ে শুন সেই ব্রা- হ্মণ সম্প্রতি রাজার নিকটে প্রধান মন্ত্রির এই প্রকার অপ্রশং সা করিতেছে যে হে মহারাজ প্রধান মন্ত্রী কোন প্রকারে তোমার কিছু হিতেচ্ছা করেন না। বণিকপত্নী পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল যে রাজা ইহা শুনিয়া কি কহিলেন। বণিক্ উত্তর করি ল রাজা ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে এই কহিলেন যে চাণক্য নামে ব্রাহ্মণ প্রধান মন্ত্রী ইনি আমার গুরু এবং অতি শ্রেষ্ঠ আমার যে এই রাজ্য দেখিতেছ ইহা তিনি আমাকে দিয়াছেনএবং যখনআমা র মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়াছেন তখনি আমার শত্রুবধে খড্গ ধারণ করিয়াছেন তাহাতে তিনি আমার প্রতি নিশ্চিন্ত আছেন অতএব কোন বিষয়ে চাণক্য মন্ত্রির বুদ্ধির ব্যতিচার নাই আর তিনি আমার যে যে আপদ্ নিবারণ করিয়াছেন তাহা শুন তিনি আমার হিত নিমিত্তে পর্ব্বতকেশ্বর রাজাকে এখানে আনিয়া নষ্ট করিয়াছেন এবং নন্দরাজাকে সবংশে নষ্ট করিয়াছেন আর বিষকন্যা প্রভৃতি আমার যে যে আপদ্ সে সমস্ত নিবারণ করিয়াছেন এবং আমাকে নিশ্চলা রাজলক্ষ্মী দান করিয়াছেন আমার সেই সদ্গুরু যে চাণক্য কি নিমিত্তে তাহার বুদ্ধি ভ্রম হইবে। বণিকের স্ত্রী এই সকল কথা শুনিয়া কহিল সাধু রাজা চন্দ্রগুপ্ত সাধু পুরুষের গুণ আভিজাত্যকে অতিক্রমণ করে অর্থাৎ পুরুষ উত্তম গুণেতেস্বজাতীয় শ্রেষ্ঠ হয় এবং রাজা সৎপ্রভূ হইলে তাহার কর্ণ পথগামী খলবাক্য কি করিতে পারে হে নাথ তাহার পর ক্ষুদ্রবুদ্ধি কি করিল। বণিক

কহিতেছে সেই নির্লজ্জ ব্রাহ্মণ তথাপি রাজা এবং মন্ত্রী এই দুই জনের অভেদ্য সম্প্রীতির ভেদের নিমিত্তে তিন শ্লোক পাঠ করিল তাহার অর্থ এই। যেমত নিদ্রিত লোকের ধন চোরেরা অপহরণ করে সেই প্রকার যে রাজা নিজকার্য্য স্বয়ং নিরীক্ষণ না করেন তাঁহার সম্পত্তি অন্য লোকেরা ভোগ করে অপার সহস্র সহস্র অমাত্যেতে এবং কোটি কোটি সৈন্যেতে পরিবৃত হইলেও রাজা স্বয়ং আপনার হিত চেষ্টা করিবেন আর ও কহিতেছে রাজা সকলের বিনয়কারী হইলে সেই সকল লোক কুপথগামী হয় আর সেই দুঃশীল মনুষ্যেরা কোন কারণেতে রাজার প্রিয় হয় কিন্তু শেষে অমঙ্গল করে এই প্রকার সূচক বাক্য কহিল অর্থাৎ ঠেকামি করিল। তাহাতে রাজা তাহাকে অত ক্ষুদ্রজ্ঞান করিলেন এবং এই সকল কথা শুনাইলেন যে মন্ত্রী সকল কার্য্যের ভার বহন করেন রাজা রাজ্যের সুখ ভোগ করেন রাজা কার্য্যের ভার বহন করিলে মন্ত্রীই সুখভাগী হন। রাজার এই সকল বাক্যেতে সেই নির্লজ্জ ব্রাহ্মণ ভগ্নোদ্যম হইয়া প্রধান মন্ত্রির নিকটে গিয়া কহিল হে মন্ত্রিরাজ রাজা চন্দ্রগুপ্ত তোমার অহিতকারী ইহা তুমি জান। বণিকের স্ত্রী স্বামীকে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল যে ইহা শুনিয়া প্রধান মন্ত্রী কি কহিলেন। বণিক উত্তর করিল যে মন্ত্রী সেই দুর্জ্জনের কথা শুনিয়া ধর্ম্মশীল রাজার প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন। বণিগ্বধূ ইহা শুনিয়া কহিল যে মন্ত্রিরা কিছু কুটিলাশয় হন যে হেতুক খলের বাক্যে প্রত্যয় করিয়া সাধুলোকের প্রতি সন্দেহ করেন সে যে হউক হে মহাশয় এই বৃত্তান্ত গোপনীয় থাকবে না এবং তুমি যে প্রকারে ক্ষুদ্রবুদ্ধির প্রতিপালন করিয়াছ এই সমুদায় বৃত্তান্ত প্রধান মন্ত্রী যে প্রকারে জানিতে পারেন তুমি সেই

প্রকার চেষ্টা কর এবং উপস্থিত কার্য্যের অনাদর করিও না শীঘ্র মন্ত্রির নিকটে যাও আমি এই অনুভব করিতেছি যে ক্ষুদ্র বুদ্ধি তোমার যে প্রকার অপকারী তাহা মন্ত্রিরাজকে নিবেদন করিলে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া অবশ্য ইহার বিহিত চেষ্টা করিবেন তাহাতেই সেই ক্ষুদ্রবুদ্ধি অবশ্য পরাভব পাইবে ।

বণিক্ স্ত্রীর পরামর্শে সম্মত হইয়া কিঞ্চিৎ উপঢৌকন দ্রব্য লইয়া মন্ত্রির নিকটে গিয়া আপন দুর্দ্দশার কথা নিবেদন করিল । মন্ত্রী পূর্ব্বে ক্ষুদ্রবুদ্ধির প্রতি সন্দিগ্ধ ছিলেন পরে বণিকের বাক্য শুনিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে দুর্জ্জন জানিয়া তাহার প্রতিকারের উপায় বিবেচনা করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং বণিককে কহিলেন যে হে সোমদত্ত তুমি ক্ষুদ্রবুদ্ধির যে প্রকার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছ আমি সে সকল জানি সেই ক্ষুদ্রবুদ্ধি তোমার অহিতকারী হইয়াছে ইহাতে সে অন্যের যে অহিতকারী হইবে ইহা আশ্চর্য্য নহে সে সর্ব্বদা আমার সাক্ষাৎকারে রাজার দুর্নীতিবোধক মিথ্যা বাক্য কহে । তদনন্তর মন্ত্রী সোমদত্ত বণিককে সঙ্গে লইয়া রাজ সভায় আসিয়া ঐ সকল বৃত্তান্ত রাজাকে জ্ঞাতকরাইলেন । রাজা ঐ সকল কথা শুনিয়া কিছু হাস্য পূর্ব্বক ক্ষুদ্রবুদ্ধি মন্ত্রির প্রতি যে কথা কহিয়াছিল তাহাও মন্ত্রিকে কহিলেন । তাহার পর রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে হাস্য করিয়া করতালীধ্বনি করিয়া কহিলেন অহো দুর্জ্জনের কি পর্য্যন্ত নিপুণতা যে হেতুক আমা দিগের উভয়ের প্রতি বিচ্ছেদ করিতেও বাসনা করে তদনন্তর সচিব কহিলেন হে ভূপাল যে খল পিতৃতুল্য প্রতিপালক এই বণিকের অনিষ্ট করিতেছে সে কি না করিতে পারে কিন্তু এই ব্যবহারেতে বোধ হয় যে ক্ষুদ্রবুদ্ধি অবশ্য জারজ ইহাতে সন্দেহ নাই । পণ্ডিতেরা সেই প্রকার কহিয়াছেন যে

নীচ কুলোদ্ভব মনুষ্যই কুবুদ্ধি হয় এবং সে অল্প উপদ্রবেতে কাতর হয় আর পৃথিবীর মধ্যে জারজ ব্যতিরেকে কেহ উপকারি ব্যক্তির অপকার করেনা। পশ্চাৎ ভূপাল কহিলেন যদি এই ব্রাহ্মণের প্রসবকর্ত্রী থাকে তবে অনুভবের নিরূপণ হইতে পারে। বণিক উত্তর করিল হে রাজাধিরাজ এই ক্ষুদ্রবুদ্ধির জননী আছে। পরে রাজা কৌতুকার্থে কোন ব্রাহ্মণী দ্বারা ক্ষুদ্রবুদ্ধিরমাতাকে আনাইয়া কিছু ধনদিয়া তাহার পুত্রোৎপত্তির সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই স্ত্রী ধনলাভে সন্তুষ্টাহইয়া যথার্থ নিবেদন করিল যে হে মহারাজ যাহা অনুভব করিয়াছেন সে সত্য আমার ভর্ত্তা ভিক্ষুক ছিলেন তিনি এক দিবস ভিক্ষার্থে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন কোন কারণে গৃহে আইলেন না পরে অন্ধকার রাত্রিতে গ্রাম চণ্ডাল আমাকে আক্রমণ করিল তাহার ঔরসে এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি জন্মিয়াছে। নরপতি ইহা শুনিয়া কহিলেন সতর্ক দ্বারা অবধারিত যে বিষয় কখনও তাহার অন্যথা হয় না এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি চণ্ডালজাত ইহ সত্য। পশ্চাৎ সোমদত্ত বণিক ঐ সকল সংবাদ শুনিয়া নরপতি নিকটে নিবেদন করিল হে ভূপাল আমি এই ক্ষুদ্রবুদ্ধির মুখ দেখিয়া ও বাক্য শুনিয়া এবং সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম কিন্তু আমি মূর্খ এই কারণ ইহার আভিজাত্য জানিতে পারিলাম না। রাজা উত্তর করিলেন যে হে বণিক তুমি সেই কর্ম্মের ফল পাইয়াছ যে হেতুক অস্পষ্ট পরিমিত খর্ব্ব এই ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে প্রতিপালন করিয়াছ কিন্তু সেই অনভিজাতের সম্বর্দ্ধন করাতেই ব্যাকুল হইয়াছ পশ্চাৎ রাজা বণিকের ধন বণিককে দিইয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধির অবশিষ্ট সর্ব্বস্ব আপনি লইয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধিকেসাগর পারে দূরকরিয়াদিলেন। সেইকালে কোন পণ্ডিত এক কবিতা পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই।

ভ্রমেতে অথবা প্রমাদেকিম্বা দৈবযোগেও সাধু লোকের দুর্জ্জন সংসর্গ না হউক যে হেতুক সেই সংসর্গেতে যে পাপ জন্মে তাহা প্রাণান্ত পর্য্যন্ত থাকে অতএব কোন প্রকারে কখন দুর্জ্জনের সংসর্গ কর্ত্তব্য নহে ॥

গ্রন্থকার কহিতেছেন যে সম্প্রতি পিশুন কথা কহিলাম পূর্ব্বে সুজনের কথাও কহিয়াছি সেই সুজনের কথা রূপ মন্ত্রৌষধ কণ্ঠে ধারণকর তাহাতে সর্পদংশনের ন্যায় যে খলের চেষ্টা সে কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না ॥

অথ পিশুন কথা সমাপ্তা ॥

অথ অবুদ্ধি কথা ॥

সুবুদ্ধি পুরুষ সকলের শ্রেষ্ঠ। কুবুদ্ধি লোক সকলের অধম। অবুদ্ধি লোক পশুতুল্য সে উত্তম ও অধম এই দুয়ের বহির্ভূত সেই অবুদ্ধির বিশেষ কহা যাইতেছে। ক্ষুধা ও নিদ্রা এবং ভয় আর ক্রোধ এবং প্রমাদ ও মৈথুন এই সকল কার্য্য পশুর যে প্রকার অবুদ্ধি লোকেরও সেই প্রকার ইহাতে সকল লোক সেই অবুদ্ধিকে বর্ব্বর বলেন। সেই বর্ব্বর জন্ম ও সংসর্গেতে দুই প্রকার হয়। জন্ম বর্ব্বর ও সংসর্গবর্ব্বর তাহারা সর্ব্ব কর্ম্মে অনভিজ্ঞ শিশু সকল বর্ব্বরদের কথা শুনিয়া সর্ব্বদা হাস্য করে এবং তাহাদিগকে সকল কার্য্যে হেয় জ্ঞান করে। ঐ উভয়ের মধ্যে প্রথমত জন্মবর্ব্বরের প্রস্তাব কহিতেছি ॥

অথ জন্মবর্ব্বর কথা ॥

কৌশাম্বী নামে এক নগরী তাহাতে দেবধর নামে এক গণক

ছিলেন শান্তিধর নামে তাহার এক পুত্র সে বর্ব্বর ছিল এবং পণ্ডিতের নিকটে দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করিল তথাপি তাহার বিষয়বোধ হইল না। প্রজ্ঞেরা সেই প্রকার কহিয়াছেন যে পিতা সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রদিগকে সর্ব্বস্ব দিতে পারেন কিন্তু ভাগ্য ও বুদ্ধি এইদুই দিতে পারেননা। সেইপুত্র পিতারলোকদ্বয়সাধনেরপ্রত্যাশারূপ বৃক্ষের বীজস্বরূপ এবং সকলাভিলাষের স্থান সেই একমাত্র পুত্র। দেবধর সে পুত্রের সহিত ছায়ার ন্যায় থাকিয়া অন্য সকল কার্য্যে বিরত হইয়া কেবল পুত্রকে শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইলেন কিন্তু দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পিতার মহা যত্নেতে সেই পুত্র শুক পক্ষির ন্যায় কেবল শাস্ত্রাভ্যাস করিল কিন্তু তাহার পদার্থবোধ হইল না। দেবধর গণক পুত্রকে শাস্ত্রজ্ঞ করিয়া চিন্তা করিলেন যে এখন পুত্রকে রাজার নিকটে পরিচিত করিব। যেমত বেশ্যারা লম্পট পুরুষের নিকটে কৃত কার্য্য হয় সেই মত গুণবন্ত লোকেরা নৃপতি সমীপে নিজগুণের পরিচয় দিয়া কৃতকার্য্য হন অতএব রাজসভায় পুত্রকে লইয়া যাওয়া অতি কর্ত্তব্য ইহা স্থির করিয়া ঐ পুত্রকে নরপতির নিকটে উপস্থিত করিলেন। রাজা ঐ দুই জনকে দেখিয়া গণককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে গণক তোমার পুত্র কোন২ শাস্ত্র পড়িয়াছেন। দেবধর নিবেদন করিলেন হে ভূপাল আমার পুত্র জ্যোতিঃ শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছে ইহাতে প্রশ্নের উত্তর করিতে পারে কিন্তু যদি আজি মহারাজ কোন প্রশ্ন করিলে তাহার উপযুক্ত উত্তর করিতে পারে তবে শাস্ত্রাধ্যয়নের ফলভাগী হইবে। তদনন্তর রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া এক স্বর্ণাঙ্গুরীয় মুষ্টিমধ্যে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে শান্তিধর গণক আমার মুষ্টিতে কি আছে কহিতে পার। পরে শান্তিধর খড়ী লইয়া

গণনা করিল এবং গণনাতে জ্ঞাত হইয়া নিবেদন করিল হে নরেন্দ্র তোমার মুষ্টিমধ্যে কোন মূল কিম্বা কোন জীব নাহি কিন্তু ধাতুময় কোন দ্রব্য আছে। রাজা কহিলেন যে তুমি যথার্থ কহিয়াছ। গণকপুত্র পুনর্ব্বার গণনা করিয়া কহিল যে চক্রাকৃতি কোনদ্রব্য আছে। রাজা আজ্ঞা করিলেন যে কিরূপ কহ। শান্তিধর পুনর্ব্বার নিবেদন করিল যে মধ্যে শূন্য অথচ ভারী এমত দ্রব্য আছে। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন যে সাধু গণকপুত্র রাজার প্রশংসা বাক্যেতে স্ফুরিতবাহু হইয়া কহিতেছি কহিতেছি ইহা কহিয়া গণনা ত্যাগ করিয়া নিজ বুদ্ধিতে কহিল হে রাজন্ তোমার মুষ্টিমধ্যে পাথরের যাঁতা আছে। রাজা এই কথা শুনিয়া কিছু হাস্য করিয়া কহিলেন হে দেববর গণক তোমার পুত্র শাস্ত্রাভ্যাস করিয়াছে কিন্তু বুদ্ধিহীন শাস্ত্রানুসারিণী গণনা সকল দূরে থাকিল প্রকৃত সংবাদও দূরে থাকিল কেবল আপনার অজ্ঞানতাতে অলঙ্গত সংবাদ কহিল ইহাতেই তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ হইয়াছে অধিক কি কহিব। পরে রাজা গণকপুত্রকে কহিলেন হে শান্তিধর তুমি কি প্রকারে বুঝিলা যে মনুষ্যের মুষ্টিমধ্যে প্রস্তরময় ঘরট্টরেনম্ভব হয় যদি সম্ভব না হয় তবে কেন এই অমূলক বিতর্ক করিলা তুমি গণনাতে প্রকৃতশব্দ পাইয়াছিলা কিন্তু বুদ্ধিহীনতা প্রযুক্ত যথার্থ কহিতে পারিলা না। রাজা এই রূপে শান্তিধরকে অনজ্ঞা করিলেন। কবি সকলেকহিয়াছেন যে প্রজ্ঞাহীন লোক যদি যাবজ্জীবন গুরু শুশ্রুষা করে এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিয়া নানা শাস্ত্রাভ্যাস করে এবং বারম্বার তাহার অনুশীলন করে অথাপি সেই বুদ্ধিহীন লোক পণ্ডিত হইতে পারে না॥

ইতি জন্মবর্ব্বর কথা সমাপ্তা॥

অথ সংসর্গবর্জ্জন কথা ॥

বুদ্ধিমান কিম্বা সামান্য লোক নীচ সংসর্গেতে থাকিয়া বুদ্ধিহীন হন যেমত গোপেরা গো সকলের সংসর্গে থাকিয়া মূর্খ হয়। তাহার উদাহরণ এই ॥

গণ্ডকীনদীর তীরে উত্তম তৃণেতে পরিপূর্ণ এক স্থান ছিল সেখানে অনেক গোপ সপরিবারে বাস করে তাহার মধ্যে এক গোপালের শলভ নামে এক পুত্র জন্মিল। এবং সেই পুত্র ঐ স্থানে থাকিয়া গোপালনাদি কার্য্য শিখিল কিন্তু নগরস্থ লোকের কোন ব্যবহার জানিতে পারিল না। এক সময়ে ঐ বৃদ্ধ গোপ গোপীকে পীড়িতা দেখিয়া সেই শলভকে কহিল যে রে পুত্র তোর জননী অত্যন্ত পীড়িতা এবং অতি দুর্ব্বলা তুই উপযুক্ত পুত্র হইয়া তাহার শুশ্রূষা করিস না কেবল তোর শারীরিক চেষ্টাতেও তাহার শুশ্রূষা কর। পরে শলভ পিতার কথাতে মাতৃ শুশ্রূষাতে প্রবৃত্ত হইয়া গোশুশ্রূষার ন্যায় শুশ্রূষা পদার্থ জানিয়া কতক গুলি নূতন ঘাস আনিয়া এবং গোপুচ্ছের লোমেতে নির্ম্মিত রজ্জু এবং শণসূত্ররচিত রজ্জুতে ঐ পীড়িত মাতাকে বাধিয়া তাহার নিকটে করীষ ও তুষের ধূম করিয়া সেই ঘাসাহার দিল। গোপী রোগেতে অতি দুর্ব্বলা ছিল পরে ঐ দুরবস্থাতে কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উচ্চৈঃ স্বরে ইহা কাঁদিতে লাগিল যে হে গোপ সকল আমাকে রক্ষা কর। অনন্তর প্রতিবাসি গোরক্ষকেরা আসিয়া ঐ গোপীর বন্ধন খুলিয়া দিল এবং তাহার পুত্র শলভকে যথোচিত তিরস্কার করিল এবং কহিল যে দুর্ব্বুদ্ধি অন্য জীবের মত যে আহার ও পান প্রদান করিলি তাহাতে তাহার জীবন সংশয় হইল॥

ইতি সংসর্গবর্জ্জন কথা সমাপ্তা ॥

জন্মবর্ব্বর ও সংসর্গবর্ব্বর কথা দ্বয়েতে অবুদ্ধি কথা সমাপ্ত হইল। বঞ্চকপ্রভৃতি বর্ব্বর পর্য্যন্ত কথা রূপ অভ্যুদাহরণ কথা সমাপ্ত ॥

এই সমস্ত প্রকরণে বিরাজমান এবং নারায়ণতুল্য শিব ভক্তি পরায়ণ মহারাজাধিরাজ যে শ্রীশিবসিংহ রাজা তাহার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি পণ্ডিতকর্ত্তৃক বিরচিত পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থেসুবুদ্ধি পরিচায়ক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

তদনন্তর হড়কোল নরপতি ঋষিকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনি সুবুদ্ধিদিগের সকল কথা শুনিলাম এখন সবিদ্য লোকদিগের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। মুনি উত্তর করিলেন হে মহারাজ শুন যে পুরুষ সবিদ্য লোকের কথা শ্রবণ করেন তাহার মন সর্ব্বদা বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয় এবং যিনি সবিদ্য লোকের কথা প্রতিদিন আলোচনা করেন তাঁহার যশ এবং পুণ্য হয় সেই সবিদ্যের বিবরণ এই। বিদ্যাতে যুক্ত যে পুরুষেরা তাহাদের নাম সবিদ্য এবং তাহাদিগের বিদ্যা সমুদায়েতে চতুর্দ্দশ প্রকার হয় সেই চতুর্দ্দশ বিদ্যার মধ্যে শস্ত্রবিদ্যা আর শাস্ত্রবিদ্যা এই দুই বিদ্যা অন্যা২ বিদ্যাহইতে উত্তমা। অপর বিদ্যারূপ যে ধন ইনি অন্য সকল ধনহইতে উত্তমা যে হেতুক বিদ্যা দানেতে ক্ষীণা হন না এবং রাজা ও বন্ধু লোক আর চোর ইহরা বিদ্যাহরণ করিতে পারে না। মনুষ্য সাহস ও ক্লেশ এবং নানাযত্ন পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিলেও লক্ষ্মী কদাচিৎ সেই উদ্‌যোগী পুরুষকে ত্যাগ করেন কিন্তু বিদ্যা বিদ্বান লোককে ত্যাগ করেন না যাহার বুদ্ধি নির্ম্মলা না হয় তাহার পুরুষত্বে কি ফল এবং যিনি বিদ্যা সঞ্চয় না করিলেন তাহার বুদ্ধিতেই বা কি প্রয়োজন। বিদ্বান পুরুষ সকলের প্র

ধানে তিনি যে রাজ্যে থাকেন সেই রাজার পূজনীয় হন। প্রাচীন মুনিরা বিদ্যা উপার্জ্জনের এই চারি প্রকার উপায় করিয়াছেন। পণ্ডিতের সংসর্গ এবং সুরীতি ও অভ্যাস আর দৈবকর্ম্ম এইরূপে বিদ্যোপার্জ্জন করিলে সে লোক প্রায়সর্ব্বত্রপূজ্য হয় কেবল পাপীদিগের ও নীচ লোকদিগের গ্রামে এবং খল মনুষ্যেতে পূরিত নগরে আর অবিজ্ঞ রাজার অধিকারে বিদ্বান লোক অবসন্ন হন।

অথ সবিদ্যকথা

সবিদ্য লোকেরা চারি প্রকার হন শস্ত্রবিদ্য এবং শাস্ত্রবিদ্য ও লৌকিকবিদ্য উপবিদ্য এই চারি প্রকার সবিদ্য লোকদিগের মধ্যে প্রথমতঃ শস্ত্রবিদ্য পুরুষের উপাখ্যান কহিতেছি।

অথ শস্ত্রবিদ্য কথা।

শস্ত্র বিদ্যাহইতে শাস্ত্র বিদ্যা স্বাভাবিক ক্ষুদ্রা যে হেতুক শস্ত্রকরণক রাজ্য রক্ষিত হইলে শাস্ত্র চিন্তার প্রবৃত্তি হয়। যিনি সকল শস্ত্র অভ্যাস করিয়া তাহার যথার্থবেত্তা হন তিনিই শস্ত্রবিদ্যরূপে খ্যাত হন এবং অস্ত্রব্যাপারে অতি নিপুণ হইতে পারেন। তাহার উদাহরণ।

ধারা নামে এক রাজধানী ছিল সেখানে বিবেকশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র নির্ব্বিবেক নামা ব্রাহ্মণ বসতি করে সে বেদাধ্যয়নে পরাঙ্মুখ হইয়া এবং বিশিষ্টাচার হীন হইয়া ব্যাধগণের সহিত মৃগয়াতে আসক্ত হইল। এক সময় সেই ব্রাহ্মণ মাতার অনুনয় বাক্যেতে মৃগয়ার নিমিত্তে বনে না গিয়া গৃহে থাকিল এবং সেই সময়ে এক দেবালয়ের গর্ত্ত মধ্যে শব্দ করিতেছে যে কপোত সকল তাহাদিগকে দেখিয়া চিন্তা করিল যে এই দেব মন্দিরেরউপরে উঠিয়া পারাবত সকল পাড়িয়া

আনি। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে কামুক লোক স্ত্রী ব্যতিরেকে আর কোন বস্তুতেই সুখী হয় না এবং পিশুন লোক খলতা ব্যতিরেকে সুখী হইতে পারে না হিংস্র লোক হিংসা না করিয়া স্বচ্ছন্দ থাকিতে পারে না। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ কপোত লইবার নিমিত্তে দেবমন্দিরে উঠিয়া গর্ত্তে হাত দিয়া গর্ত্তস্থ সর্পকে ধরিয়া পারাবত জ্ঞানে আকর্ষণ করিল তাহাতে সেই আকৃষ্ট সর্প ঐ ব্রাহ্মণের হস্ত বেষ্টন করিল। তখন ঐ ব্রাহ্মণ এই চিন্তা করিল যদি আমি সর্প ত্যাগ না করি তবে এক হস্তাবলম্বনে দেবালয় হইতে নামিতে পারিব না যদি ত্যাগ করি তবে ভুজঙ্গ আমাকে দংশন করিবে সম্প্রতি কি করি। এতদ্রূপ বিপত্তিগ্রস্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং কহিতে লাগিল হে লোকসকল আমাকে রক্ষা কর। গ্রন্থকারেরা কহিয়াছেন যে লোক আপনার দোষ গ্রহণ করে না এবং সর্ব্বদা ব্যসনেতে প্রবৃত্ত হয় সেই মনুষ্য ঐ ব্যসন জন্য ফলপ্রাপ্ত হইয়া অবশ্য কাতর হয়। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সেই স্থানে অনেক লোকের সমাগম হইল। এবং রাজা ভোজ ঐ সংবাদ শুনিয়া ব্রাহ্মণের রক্ষার্থে সেই স্থানে আগমন করিলেন কিন্তু সকল লোক উৎকণ্ঠা এবং শীঘ্রতার নিমিত্তে ব্রাহ্মণের ত্রাণের কোন উপায় অবধারিত করিতে না পারিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে। রাজা ভোজ পর্ব্বত শিখরের ন্যায় দেবমন্দিরের মস্তকে এক হস্তাবলম্বী এবং ভুজঙ্গেতে বেষ্টিত দ্বিতীয় হস্ত এই প্রকার ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সকলকে কহিলেন হে মনুষ্য সকল তোমাদিগের মধ্যে এমত কেহ আছে যে এই বিপ্রকে রক্ষা করিতে পারে এবং সেই রক্ষণেতে ব্রাহ্মণ উপদ্রব রহিত হইয়া অনায়াসে দেবমন্দির হইতে নীচে আসিতে শক্ত হয় এমত করি

তে পারে তবে আমি তাহাকে অবশ্য এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিব ভোজ রাজার এই বাক্য শুনিয়া রাজপুত সিংহল নামে এক পুরুষ ধনুর্বিদ্যাতে অতি কুশল সে কহিল হে নরেন্দ্র এই বিপ্রের রক্ষার নিমিত্তে বিস্তর প্রয়াস করিব না আমি অল্প প্রয়াসেতে বিপ্রকে নীচে আনিতেছি কিন্তু ব্রাহ্মণ ভুজঙ্গ বেষ্টিত ঐ বাহু আমাকে দর্শন করাউক তাহাতে বিপ্রও সেই রূপ করিল। পরে ঐ রাজপুত ধনুকেতে নারাচাস্ত্রযোগ করিয়া এবং ঐ অস্ত্র কর্ণমূল পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া ত্যাগ করিল এবং ঐ অস্ত্রে সর্পের মস্তক ছেদন করিল তাহাতে সর্পের শরীর ব্রাহ্মণের হস্ত ত্যাগ করিয়া মৃত্তিকাতে পড়িল। পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ সর্পের ফণা ত্যাগ করিয়া নিরুদ্বেগ ও স্ববশ হইয়া দেবালয় হইতে নামিল। রাজা ভোজ তাহা দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া ঐ রাজপুতকে স্বীকৃত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিলেন এবং উত্তম বস্ত্র ও নানালঙ্কার দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। কোন কবি তাহা দেখিয়া এক কবিতা পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই। যে সিংহল রাজপুত ব্রাহ্মণের রক্ষা এবং লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা লাভ করিয়া ভূপাল কর্তৃক পূজিত হইল অতএব মনুষ্য সুশিক্ষিত অস্ত্রবিদ্যা প্রভাবে কিকি লাভ না করিতে পারে অর্থাৎ রাজ্য প্রভৃতি অনেক উত্তম বস্তু লাভ করিতে পারে। ইতি শস্ত্রবিদ্য কথা সমাপ্তা।

অথ শাস্ত্রবিদ্য কথা ॥

যে পুরুষ অনেক শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া এবং তাহার যথার্থ জানিয়া তর্কশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রের পারগ হন তিনিই শাস্ত্রবিদ্যা বিষয়ে খ্যাত হন এবং লোক সকল তাহাকে শাস্ত্রবিদ্য কহে তাহার উদাহরণ।

উজ্জয়নী নগরেতে বিক্রমাদিত্য রাজা ছিলেন। কোন সময়

এক ব্রাহ্মণ শিরোবেদানাতে ব্যগ্র হইয়া তাহার সভায় আসিয়া নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ প্রজাপালন ও পীড়িতের রোগোপশমন এবং বিশেষে ব্রাহ্মণের রক্ষা এইতিন কর্ম্ম রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য অতএব আমি দুর্গত এবং অতিশয় পীড়িত আমাকে সম্প্রতি রক্ষা কর। রাজা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সকরুণচিত্ত হইয়া বরাহ নামে জ্যোতিঃ শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে বরাহ এই ব্রাহ্মণের কি হইবে ইনি বাঁচিবেন কি না। বরাহ গণনা করিয়া উত্তর করিলেন হে মহারাজ এই ব্রাহ্মণ মদ্যপান না করিলে নির্ব্যাধি হইতে পারিবেন না ইহাতে অনুভব করি যে বাঁচিবেন না। রাজা তাহা শুনিয়া এই চিন্তা করিলেন হা বরাহ পণ্ডিত শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা কহিতেছেন ব্রাহ্মণের মদ্য পান অকর্ত্তব্য ভাল বিচারান্তর করিতেছি। ইহা ভাবিয়া হরিশ্চন্দ্র বৈদ্যকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন হে বৈদ্য এই ব্রাহ্মণের কি ব্যাধি হইয়াছে এবং কি প্রকার ইহার চিকিৎসা হইতে পারে এই সকল বিবেচনা করিয়া কহ। হরিশ্চন্দ্র বৈদ্য রাজার আজ্ঞাতে ঐ রোগের বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন হে ভূপাল এই রোগের নাম ব্রহ্মকীট ইহার কোন চিকিৎসা নাই। রাজা তাহা শুনিয়া কহিলেন ঈশ্বর কি এই ব্যাধির প্রতিকার সৃষ্টি করেন নাই এ কথা অসম্ভব। চিকিৎসক পুনশ্চ কহিলেন এ রোগের এক ঔষধ আছে কিন্তু তাহা ব্রাহ্মণেরে দেওয়া যায় না। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন কি ঔষধ। বৈদ্য কহিলেন হে ভূপতে ব্রাহ্মণের মস্তকে ব্রহ্মকীট ভ্রমণ করে তাহার বেদনাতে ইনি মূর্চ্ছিত হন সেই কীট অগ্নিতে দগ্ধ হয় না এবং অস্ত্রেতে ছিন্ন হয় না। ও জলেতে আর্দ্র হয়না কেবল মদ্যেতে নষ্ট হয়

অতএব মদিরাই ইহার ঔষধ। তাহা শুনিয়া নরপতি আপনার কর্ণস্পর্শ করিয়া কহিলেন আঃ ব্রাহ্মণকে সুরাদিব। পরে চি-কিৎসক কহিলেন মদ্য ব্যবহার না করিলে এই ব্রাহ্মণ বাচিবেন না ইহা নিশ্চয়। অনন্তর রাজা পরম ধার্ম্মিক এবং পর দুঃখাপহারক ব্রাহ্মণের রোগোপশমনেচ্ছা করিয়া শবরস্বামী নামক ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া এই জিজ্ঞাসাকরিলেন হে শবরস্বামিন্ এই ব্রাহ্মণের রোগশান্তির নিমিত্তে বৈদ্য যে কথা কহিতেছেন সে বিষয়ে কি ব্যবস্থা হয়। পণ্ডিত রাজাজ্ঞা শুনিয়া কহিলেন যদি বৈদ্য যথার্থবেত্তা হন এবং যদি মদ্যপান করিলেই ব্রাহ্মণের দুঃসাধ্য রোগের প্রতিকার হইয়া প্রাণরক্ষা হয় তবে প্রাণ রক্ষার্থ ব্রাহ্মণের মদ্য পানেতে পাতক হইবেনা সেই সময় ঐ বৈদ্য কহিলেন হে মহারাজ যদি এই বিপ্র অন্য কোন উপায়েতে বাচেন কিম্বা মদ্য পান করিলে না বাচেন তবে আমি পাতকী হইব। রাজা ঐ দুই জনের শাস্ত্রার্থ সিদ্ধ বাক্য শুনিয়া কহিলেন যে এই ব্রাহ্মণ সুরাপান করুন। অনন্তর সেই স্থানে সুরা আনয়ন করিলে সেই সময় এই আকাশ বাণী হইল যে হে শবর ব্রাহ্মণ তুমি এই রূপ দুঃসাহস করিও না। শ-বরস্বামী তাহা শুনিয়া কহিলেন হে আতুর ব্রাহ্মণ তুমি মদ্য পান কর এই আকাশ বাণী কিছু নহে এ কেবল অক্ষরেতে র-চিত যে পদ তৎ সমূহেতে হয় যে বাক্য সেই বাক্যমাত্র কিন্তু এই বাক্য ধর্ম্মশাস্ত্র সিদ্ধনহে। সেইকালে দেবতারা ঐ কথা শু-নিয়া সন্তুষ্ট হইয়া শবর স্বামির মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। সভাসদ লোকেরা এবং রাজা সেই পুষ্পবৃষ্টি দেখিয়া শবর স্বামিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এবং তাহার বাক্যের আদর করিয়া ব্রাহ্মণকে মদ্য আনিয়া দিলেন ব্রাহ্মণ বাল্য কালাবধি জানেন

যে মদ্য পেয় নয় এবং কাহাকেও দেয় নয় কিন্তু মদ্য পানে প্রবৃত্ত হইয়া খেদে নিশ্বাস আকর্ষণ ও ত্যাগ করাতে ঐ আকৃষ্ট নিশ্বাসের সহিত নাসারন্ধ্র প্রবিষ্ট যে মদ্য দন্ধ তাহাতে ঐ বৃদ্ধ কীট মিয়মাণ হইয়া মস্তক হইতে বাহিরে আসিয়া ভূমিতে পড়িল। অনন্তর রাজা বৈদ্যের কথা পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে ঐ কীটকে অগ্নিতে ক্ষেপণ করিলেন তাহাতে কীট দগ্ধ হইল না এবং জলে মগ্ন করিলে আর্দ্র কিম্বা লীন হইল না ও অস্ত্রাঘাতে বিদীর্ণ হইল না কেবল মদ্য বিন্দু সংস্পর্শে সেই কীট লীন হইল। তাহা দেখিয়া তত্রস্থলোক সকল আশ্চর্য্য বোধ করিলেন এবং রাজা কহিলেন ভো বৈদ্যরাজ তোমার কি পর্য্যন্ত শাস্ত্র জ্ঞান তাহা কহিতে পারি না। তুমি মদ্য পান বিধান করিয়াছিলা কিন্তু মদ্যের গন্ধেতেই রোগ শান্তি হইল তখন বৈদ্য রাজার প্রশংসা বাক্য শুনিয়া নিবেদন করিলেন যে হে মহারাজ মদ্য গন্ধেতে ও রোগ নিবৃত্তি হয় তাহা আমি জানি কিন্তু মদ্য পানের ব্যবস্থা না করিলে বিনা মদ্য পানাশঙ্কাতে ব্রাহ্মণের মস্তক মধ্যে সুরাগন্ধ প্রবিষ্ট হইত না এবং ব্রাহ্মণ ও নির্ব্যাধি হইতে পারিতেন না তন্নিমিত্তে মদিরা পান বিধান করিয়াছিলাম। নরপতি ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন সাধু বৈদ্যরাজ সাধু ! সভাসদ পণ্ডিতেরা কহিলেন হে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বৈদ্য এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রবেত্তা বরাহ পণ্ডিত এই দুই জন উত্তম করিয়াছেন উভয়ের শাস্ত্রজ্ঞানের প্রামাণ্য প্রত্যক্ষ হইল এবং শবরস্বামীও পণ্ডিত প্রধান তিনি সকল হইতে উত্তম কহিয়াছেন যে হেতুক দেবতাদিগের পুষ্প বৃষ্টিই তাহার বাক্যের সাক্ষিণী হইয়াছে এবং পণ্ডিতবর্গেরা এই প্রকারে স্বস্ব শাস্ত্র সিদ্ধান্তবেত্তা ঐ তিন জনকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন হে মহারাজা

ধিরাজ তুমি ধন্য এবং তোমার সভাতে ব্যাধি ও ঔষধের এই কথা যথার্থবেত্তা হরিশচন্দ্র বৈদ্য এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রের সিদ্ধান্তবেত্তা বরাহ পণ্ডিত এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ শবরস্বামী পণ্ডিত আছেন তাহারাও ধন্য। এবং পুণ্যবান্ অথচ সর্ব্ব গুণযুক্ত লোককর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে যে এই সভা সেও ধন্যা এবং যে পৃথিবীর মধ্যে এই প্রকার সভা আছে সে বসুমতীও ধন্যা। অনন্তর সন্তুষ্টচিত্ত ও মহোৎসাহযুক্ত রাজা উৎকৃষ্ট সামগ্রীদিয়া ঐ তিন পণ্ডিতের মর্য্যাদা করিলেন এবং ঐ নির্ব্যাধি ব্রাহ্মণকে অনেক স্বর্ণ দানদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

ইতি ধর্ম্ম শাস্ত্রবিদ্য কথা সমাপ্তা ॥

অথ বেদবিদ্য কথা।

যে পুরুষ শিক্ষা ও কল্প এবং ব্যাকরণ ও জ্যোতিঃশাস্ত্র ছন্দঃশাস্ত্র আর নিরুক্ত এই ছয় অঙ্গের সহিত যে বেদ তাহা অধ্যয়ন করেন তিনিই বেদবিদ্য হন। তাহার উদাহরণ এই।

কাঞ্চীনগরে প্রিয়শৃঙ্গার নামক এক রাজা ছিলেন তিনি এক সময়ে অট্টালিকার শিখরারোহণ করিয়া নগরস্থ লোকদর্শন করিতেছিলেন সেই সময় ঐ নগরবাসী প্রচুরধন নামক বণিকের মালতী নামে এক কন্যা সে সরোবরে স্নান করিয়া গৃহে যাইতেছিল। রাজা হটাৎ তাহাকে দেখিলেন এবং তাহার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিবামাত্র কন্দর্পবাণে পীড়িত হইয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে যদি এইমৃগলোচনা কোন প্রকারে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া এক বার দর্শন দেয় তবে আমি কৃতকৃত্য হই। প্রবীণ লোকেরা কহিয়াছেন যে মুখে উৎকৃষ্ট ভ্রূলতা ও মদনের শাণিত শরের ন্যায় কটাক্ষযুক্ত নেত্রদ্বয় আছে এবং মন্দহাস প্রকাশক লোহিত ওষ্ঠদ্বয় আছে এমন যে যুবতীর মুখ যে কামুক

পুরুষ সেই মুখ এক বার দেখিতে পায় তাহার মন স্বর্গভোগ করিতে ইচ্ছা করে না এবং দেবত্ব বাঞ্ছা করে না ও সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর রাজ্য বাসনা করেনা কেবল নিরন্তর সেই মুখাবলোকন করিতে চাহে৷ অনন্তর ঐ কামাতুর নরপতি সেই বণিক্ পুত্রীর নিকটে এক দূতীকে পাঠাইলেন। দূতী সেখানে গিয়া কহিল হে মালতী তোমার বড় সৌভাগ্যের কথা শুনিলাম যে হেতুক এই রাজা শতং সুন্দরীতে সেবিত হইয়া ও তোমার প্রতি অত্যন্ত সাভিলাষ হইয়াছেন অতএব তুমি এক ক্ষণের নিমিত্তে সেখানে আসিয়া সৌন্দর্য্য সফল কর ও রত্নাদি লাভ করিয়া চরিতার্থ হও। মালতী দূতীর কথা শুনিয়া কহিলেন হে দূতি তুমি কি কহিলা আমি শুদ্ধ কুলোৎপন্না সাধ্বী স্ত্রী আমি অন্য পুরুষকে বাসনা করি না সাধ্বীদের এই নিয়ম স্বামী সুন্দর কিম্বা কুৎসিত হউন এবং দরিদ্র অথবা রাজাই হউন এমত যে স্বামী তিনিই সতীদিগের প্রিয় হন এবং অন্য মনুষ্য পিতৃতুল্য হন অতএব আমার বোধে স্বামিভিন্ন পুরুষেরা পিতৃরূপ আর বিশেষতো রাজা শাস্ত্রসিদ্ধ পিতা হন যে হেতুক পিতাও মাতা সন্তান জন্মান নরপতি সেই সকল প্রজাদিগকে প্রতিপালন করেন সেই কারণ প্রজাদিগের পিতা মাতা হইতে পৃথিবীপতি অধিক পূজনীয় হন। দূতী ঐ কথা শুনিয়া কহিল হে মিষ্টভাষিণী তোমার ভর্ত্তা দেশান্তরে আছেন তুমি পিতৃমন্দিরে থাকিয়া বৃথা কালযাপন করিতেছ কেন অনুরক্ত নরপতিকে ত্যাগ কর অতএব তোমার কি অশুভ গ্রহ উপস্থিত হইয়াছে তাহা কহিতে পারি না হে সুমুখি আমার নিবেদন শুন তোমার চক্ষু কর্ণ পর্য্যন্ত গত হইয়া প্রফুল্ল কমল দলের ন্যায় সুন্দর হইয়াছে এবং তোমার নিতম্ব ক্রমেতে প্রশস্ত হইয়াছে

ও স্থূল কুচদ্বয় স্বীয় সীমা অতিক্রম করিয়া পরস্পর সংলগ্ন হই তেছে এই সকল সৌন্দর্য্য থাকিতেও বিদেশগত স্বামীর বির হেতেও তোমার এখন পর্য্যন্ত কুলধর্ম্মে বিরতি হইল না ইহাতে আমি এই নিশ্চয় করি যে কন্দর্প পরিশ্রম করিয়া তোমার যে সৌন্দর্য্য করিয়াছেন কন্দর্পের সেই পরিশ্রম ও তোমার সৌন্দ র্য্য এই সকল বৃথা হইয়াছে আর তুমি কি প্রকারেই বা সতীত্ব রক্ষা করিবা শুন প্রবল যৌবন সময়ে রমণীরা কামপীড়া সহ্য করিতে পারে না বিশেষ যাহার পতি দূরে থাকে সেই বিরহব্যা- কুলা স্ত্রী কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিবে আমি বিবেচনা করি যে তুমি স্বামির বিরহ স্বরূপ যে ব্যাঘ্র তদ্গ্রস্ত মৃগীর ন্যায় হই য়া আর কি করিতে পারিবা মদন বাণে ব্যথিতা হইয়া অবশ্য কোন পুরুষকে আশ্রয় করিবা অতএব কাহ সামান্য পুরুষকে আশ্রয় না করিয়া নৃপকে ভজ। মালতী দূতীর কথা শুনিয়া কহি ল হে দূতি তুমি পুনর্ব্বার আমাকে এ প্রকার কহিও না শুন সহ স্র স্ত্রীর মধ্যে এক স্ত্রী সতী হয় শত পুরুষের মধ্যে এক জন বীর হয় লক্ষ পুরুষের মধ্যে এক পুরুষ দাতা হয় এবং কোটি জ নের মধ্যে এক বিশ্বাস পাত্র সুহৃদ লোক দুর্ল্লভ হয়। তুমি যেং কথা কহিলা সে সকল সামান্য স্ত্রীর উপযুক্ত বটে কিন্তু আমা র উপযুক্ত নয় তুমি কি প্রকারে আমাকে কুপথে পাঠাইবা আমি শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন তোমার কথায় আর্দ্র হই না। দূতী এই সকল কথা শুনিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিল। নরপতি দূতীর প্রমুখাৎ মালতীর সকল কথা শুনিয়া ঐ যুবতীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া শাসনকর্ত্তার দ্বারা তাহার পরপুরুষ গমন রূপ মিথ্যাপবাদ করিলেন। অনন্তর মালতীর কুটুম্ববর্গ মাল তীকে পর পুরুষগামিনী বুঝিয়া পরিত্যাগ করিল। পরে মাল

তাঁর স্বামী বিদেশ হইতে আসিয়া ঐ বৃত্তান্ত শুনিয়া স্ত্রীকে ত্যাগ করিল তাহাতে ভ্রমর কর্তৃক অদৃষ্ট অথচ অম্লান যে মালতী পুষ্প তাহার ন্যায় যে মালতী স্ত্রী তিনি অপমানিতা হইলেন কিন্তু ধর্ম্মৈক শরণা এবং নিতান্ত পাপরহিতা মালতী স্ত্রী স্বজাতীয় লোক সকলকে ডাকিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে উত্তপ্ত ঘৃতের মধ্যে কোন দ্রব্য রাখিয়া সেই দ্রব্যাকর্ষণরূপ পরীক্ষা দিয়া পরীবাদ সাগরোত্তীর্ণা হইলেন। রাজা সেই স্ত্রীকে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণা জানিয়া পরীক্ষা বিধান কর্ত্তা যে সামগায়ক দেবশর্ম্মা ব্রাহ্মণ তাহাকে এই প্রকার তিরস্কার করিলেন যে হে সামগায়ক যদি এই স্ত্রী বিচারক পুরুষকর্তৃক ব্যাভিচারিণী নিশ্চয় হইয়াও পরীক্ষাতে জয় যুক্তা হইল তবে তোমার সাম বেদের প্রভাব কি প্রকার। দেবশর্ম্মা উত্তর করিলেন হে রাজন্ এ স্ত্রী ব্যাভিচারিণী নয় যদি ব্যাভিচারিণী হইত তবে অবশ্য পরাজয় পাইত এবং যে পরীক্ষাতে নির্ণয় কর্ত্তা অগ্নি ছিলেন আর আমি ব্যবস্থাপক ছিলাম তাহাতে শুদ্ধ লোকের কি হানি হইতে পারে এবং ব্যাভিচারিণী স্ত্রী কি প্রশংসা পাইতে পারে। রাজা ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া কহিলেন তোমার অগ্নিকে ধিক্ এবং তুমি যে সামগায়ক তোমাকেও ধিক্ যে হেতুক এই ব্যাভিচারিণীর দোষ প্রত্যক্ষ হইয়াও প্রশংসা পাইল ভাল যদি এই স্ত্রী পরীক্ষা দিয়া সতী হইল তবে বেশ্যাও এই প্রকার পরীক্ষা দিয়া সতী হইবে। পরে ঐ দুরাত্মা নরপতি ধর্ম্মেতে অশ্রদ্ধা করিয়া এক বেশ্যাকে সতীত্ব পরীক্ষার্থে দিব্য করাইতে আরম্ভ করাইল। দেবশর্ম্মা তাহা দেখিয়া বলিলেন হে নরপতি যদি এই গণিকা গুটিকাকর্ষণ রূপ পরীক্ষায় সাহস করিতে পারে তবে অগ্নিতে কোন দ্রব্য উত্তপ্ত করিবার প্রয়োজন নাই আমি

যে সামবেদ গান করিব সেই সাম বেদই পরীক্ষা নির্ণয় কর্ত্তা হইবেন। রাজা তাহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন যে ভাল সামগায়কের ধর্ম্ম রূপী যে সাম বেদ তিনিই পরীক্ষার নির্ণয় কর্ত্তা হউন। পর দিনে প্রভাতে রাজা এক বেশ্যাকে পরীক্ষার নিমিত্তে আনিলেন। দেবশর্ম্মা তাম্রপাত্রে জল আনিয়া আপনার স্বর্ণাঙ্গুরীয় সাম বেদোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া এবং সেই জল সূর্য্য কিরণে কিঞ্চিৎ তপ্ত করিয়া এবং তাহাতে অঙ্গুরীয় রাখিয়া কহিলেন যে হে বেশ্যা যদি তুমি সাধ্বী স্ত্রী হও তবে এই জল হইতে আমার অঙ্গুরীয় উঠাও। পরে ঐ গণিকা রাজাজ্ঞানুসারে আমি পর পুরুষ গমন করি নাই এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া অঙ্গুরীয় উঠাইতে জল মধ্যে হাত দিল। তখন বেদমন্ত্রের শক্তিতে ঐ জল হইতে এক পুরুষ প্রমাণ অগ্নি উঠিল এবং সেই অগ্নিতে ঐ গণিকার বাহু মূল পর্য্যন্ত দগ্ধ হইল এবং তাহাতে ঐ বেশ্যা মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িল। তাহা দেখিয়া সভাসদ লোকেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া দেবশর্ম্মার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা লজ্জিত হইয়া অভিশাপভয়ে ঐ ব্রাহ্মণের চরণে পতিত হইয়া অনেক স্তব করিলেন। ব্রাহ্মণেরা স্বভাবতঃ শুদ্ধ হৃদয় এবং আশুতোষ হন তন্নিমিত্তে তিনি রাজার অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। প্রাজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে সকল বিদ্যা হইতে বেদবিদ্যাই উত্তমা এবং বেদবেত্তা পণ্ডিত সকল পণ্ডিতের শ্রেষ্ঠ।

ইতি বেদবিদ্যা কথা সমাপ্তা॥

অথ লৌকিক বিদ্যা কথা॥

যে পুরুষ শাস্ত্রবিদ্যা ব্যতিরেকে কেবল লৌকিক কার্য্যে

কুশল হন তাহাকে লৌকিকবিদ্য বলা যায়। তাহার উদাহরণ এই। কুসুমপুর নামে এক নগর তাহাতে নন্দ নামে এক রাজা ছিলেনএবং তাহার কায়স্থ জাতি শকটার নাম্না এক মন্ত্রী ছিলেন। রাজা অল্পাপরাধে মন্ত্রির সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহার পুত্র দারাদি পরিবার গণের সহিত মন্ত্রিকে কারাগৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন ও তাহাদের ভোজনের নিমিত্তে প্রতিদিন এক সের ছাতু দেন শকটার তাহা দেখিয়া পরিজনদিগকে কহিল যেএই রাজা চণ্ডাল সদৃশ বিনাপরাধে আমাদিগকে দুঃখ দিয়া নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছে শরাব পরিমিত শক্তুতে আমার আহার ও হইতে পারে না ইহাতে সকলের কি হইতেপারে অতএব পরামর্শ এই যে শত্রুর প্রতিকার করিতে পারিবে সে শক্তু ভোজন করুক। মন্ত্রির পরিজনেরা ঐ কথা শুনিয়া কহিল যদি মহাশয় বাচেনতবে এই বিপক্ষের প্রতীকার করিতে পারিবেন অতএব আপনি ভোজন করুন। শকটার পরিবারগণের কথাতে শক্তু ভোজন করিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করিলেন। তাহার সকল পরিজন অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিল। এক সময়ে সেই নন্দ রাজা এক ঘরের মধ্যে প্রশ্রাব করিয়া হাস্য করিতেং বাহিরে আইলেন। বিচক্ষণা নামে এক দাসী সেখানে ছিল সে রাজাকে হাস্য যুক্ত দেখিয়া আপনি ও হাসিলেক। তখন রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে বিচক্ষণা তুই কি নিমিত্তে হাসিতেছিস পরে বিচক্ষণা উত্তর করিল মহারাজ যে নিমিত্তে হাস্য করিয়াছেন আমিও সেই কারণ হাসিতেছি। রাজা তাহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমি কি কারণ হাসিতেছি তাহা কহ। বিচক্ষণা ভয়েতে কহিল হে মহারাজআমি তাহা জানি না

অনন্তর নৃপতি ক্রোধ করিয়া কহিলেন যেরে পাপীয়সী তুই কহিলি যে মহারাজ যে কারণে হাসিতেছেন আমিও সেই কারণ হাসিতেছি সম্প্রতি কহিতেছিস্ যে মহারাজ হাস্যেরকারণ আমি জানি না এ কি আশ্চর্য্য আমার সাক্ষাতে মিথ্যা কহিলি শুন যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিস্ তবে আমার হাস্যের কারণ বল নতুবা উপযুক্ত দণ্ড করিব। বিচক্ষণা রাজার ক্রোধ দেখিয়া ভয়েতে কহিল হে ভূপাল আমি এখন কারণ কহিতে পারি না কিন্তু এক মাসের মধ্যে কহিব রাজা কহিলেন ভাল অনন্তর বিচক্ষণা নানা প্রকার চিন্তা করিয়া রাজার হাস্যের কারণ স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তা করিল যে কোন্ বুদ্ধিমানের পরামর্শেতে আমার এই বিপদ্ দূর হইতে পারিবে অতএব কোন বুদ্ধিমানকে সকল নিবেদন করি কিন্তু যত বুদ্ধিমান আছেন তাহাদিগের মধ্যে শকটার মন্ত্রীই বুদ্ধিমানের প্রধান তিনি দুর্ভাগ্যবশে কারাগারে বদ্ধ আছেন তাহার নিকটে যাই এই বিবেচনা করিয়া সেখানে গেল। শকটার মন্ত্রী কারাগারে থাকিয়া নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া অতিক্লিষ্ট ছিলেন। বিচক্ষণা মিষ্টান্ন দ্রব্য ও শীতল জল দিয়া তাহাকে তুষ্ট করিয়া আপনার সকল কথা নিবেদন করিল। মন্ত্রী ঐ সংবাদ শুনিয়া কহিলেন হে বিচক্ষণা দেশ ও কাল ও পাত্র জানিতে পারিলে প্রকরণ জ্ঞান হইয়া বিষয় বিবেচনা হইতে পারে অতএব স্থানের ও সময়ের বিশেষ কহ। বিচক্ষণা মন্ত্রিকে স্থান ও সময়াদির বিশেষ সকল কহিল। মন্ত্রী সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া অনেক বিবেচনা পূর্ব্বক কহিলেন হে বিচক্ষণা তুমি রাজার নিকটে গিয়া কহিবা যে আপনি মূত্রপ্রবাহক দেখিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষজ্ঞান করিয়া হাসিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় ও কহিতেছি যে পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তুর দর্শন

কিম্বা স্মরণ হাস্যের কারণ হয় না কিন্তু বিকৃতি দর্শনহাস্যের কারণ হইতে পারে রাজা যে বিকৃতি দর্শন করিয়াছেন তাহা কহিতেছি প্রশ্রাবের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে বিন্দু তাহাই অশ্বথ বীজ বোধ করিয়া এই বীজেতে বৃহৎ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় এই জ্ঞানে মনে অশ্বথ বৃক্ষের আকার দেখিয়া ভাবনা করিলেন যে আমার প্রশ্রাবেতে শত শত অশ্বথ বৃক্ষ হইতে পারে রাজা পুনঃ পুনঃ এই আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন যে অশ্বথ বীজ বা কোথায় এবং তদুৎপন্ন বৃহদ্বৃক্ষই বা কোথায় কিন্তু বিকৃতি দর্শন কেবল বুদ্ধি ভ্রমেতেই হয় এ কি আশ্চর্য্য আমার এমন ভ্রান্তি কেন হইল এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজা হাসিয়াছিলেন হে বিচক্ষণা তুমি নরপতির নিকটে গিয়া এই কথা কহ। অনন্তর বিচক্ষণা রাজসমীপে গিয়া প্রণাম করিয়া ঐ সকল কথা কহিল। রাজা তাহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ কাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন হে বিচক্ষণা সত্য কহ তোমার কিম্বা অন্য লোকের বিবেচনায় এই প্রকার অবধারিত হইতে পারে না কেবল শকটার মন্ত্রির তর্কেতে ইহা অবধারিত হইতে পারে ইহাতে অনুভব করি যে শকটার মন্ত্রীজীবদ্দশায় আছে। তাহার পর বিচক্ষণা উত্তর করিল যে শকটার কারাগারের মধ্যে পরিজন শোকেতে মৃত প্রায় হইয়া আছেন। রাজা শকটার মন্ত্রির তর্কেতে সন্তুষ্ট হইয়া এবং পুনঃ২ তাহাকে প্রশংসা করিয়া সেই শকটারকে কারাগৃহ হইতে আনাইলেন ও অনেক সম্মান করিয়া রাজ কার্য্যে দ্বিতীয় মন্ত্রী করিলেন। শকটার সেই পদপ্রাপ্ত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে রাজার দুর্নীতি উপস্থিতা হইল আমার সকল পরিবারকে নষ্ট করিয়া আমাকে মন্ত্রির কার্য্যে নিযুক্ত করিল যেমত বৃক্ষের মূলচ্ছেদন করিয়া

পত্রেতে জল দেয় এই কার্য্যও তদ্রূপ ইহাতে আমার কি সন্তোষ হইতে পারে কেবল শক্তিমান হওয়াতে রাজার অনিষ্ট চেষ্টা হইতে পারে। প্রজ্ঞেরা এই প্রকার কহিয়াছেন যে লোক কোন ব্যক্তির সহিত প্রবল শক্রতা করিয়া পুনর্ব্বার মিত্রতার ফলে যমালয়ে যাত্রার পথদর্শন করে। অপর এই দুরাশয় ও পাপাত্মা যে রাজা ইহাতে আমার বিশ্বাস হয় না যে হেতুক যাহার শক্রতাচরণ প্রত্যক্ষ করিয়া ও সেই লোকের প্রতি যে বিশ্বাস করে সেই হেতুক মৃত্যু তাহার মস্তকে বাস করে। অতএব এখন কি কর্ত্তব্য হয় এই রাজার সহিত পূর্ব্বের শক্রতা আছে সম্প্রতি মিত্রতা হইল ইহাতে বিশ্বাস কি আর মধ্যে আমি শক্র প্রতীকারের প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছি এবং দুষ্ট স্বামি কর্ত্তৃক আমার সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়াছে তাহাও দেখিয়াছি ও আমার সেই সকল শোক ও অনিবার্য্য। আমার সকল ধন রাজা লইয়াছে তন্নিমিত্তে অধিক শোক করি না আমার মর্য্যাদাচ্ছেদন হউক আর উত্তমা লক্ষ্মী গিয়াছেন যাউন ইহাতেও অধিক শোক করি না কিন্তু সভাতে বাক্‌পটু সেই পুত্র সকল আর অনুরাগিণী স্ত্রী ও পৌত্রবর্গ এবং আর২ পরিজন সকল ইহারা এক ক্ষণের নিমিত্তে আমার চিত্ত ত্যাগ করে না অতএব আমার মন পরিজন শোকের বশীভূত আর আমার প্রাণ প্রতিজ্ঞাতে বদ্ধ এই দুই এক বাক্য হইয়া কুপথগামী হইতেছে আমি কি করিব সম্প্রতি শক্রর প্রতীকার করিতে হইল অতএব অবশঃ শঙ্কা ত্যাগ করিয়া অধম পুরুষের পথে যাই। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে লোক পাপেতে শঙ্কা করে পৃথিবীর মধ্যে সেই লোক উত্তম এবং যে মনুষ্য পাপ করিয়া আপনাকে অপরাধী জ্ঞান করে সেই মনুষ্য মধ্যম আর পাতকে

কিম্বা কোন অপরাধে যাহার ত্রাস হয় না পণ্ডিতেরা তাহাকে অধম বলেন এবং সে সর্ব্বত্র নিন্দিত হয় সেই অধম পুরুষের পথেই যাত্রা করি ইহা ভাবিয়া উপবন দর্শন করিতে অপারো হণ করিয়া নগরের বাহিরে গেলেন। সেখানে চাণক্য নামে এক ব্রাহ্মণ তিনি কুশোৎ পাটন করিয়া তাহার মূলে ঘোল দিতে ছেন। শকটার মন্ত্রী তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে বিপ্র তোমার নাম কি এবং এখানে কি করিতেছ। ব্রাহ্মণ কহি লেন আমার নাম চাণক্যশর্ম্মা আমি ষড়ঙ্গের সহিত সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া বিবাহ করিতে এই পথে যাইতেছিলাম হটাৎ কুশাঙ্কুরেতে আমার পাদে ক্ষত হইল সেই ক্ষতাশৌচে আমার বিবাহ ভঙ্গ হইল তন্নিমিত্তে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে এখানকার কুশ সকল নির্ম্মূল করিব হে মন্ত্রি রাজ আমি বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র জানিয়াছি নতুবা আমার প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইত না তাহাতে এই সুগম উপায় পাইয়াছি যে তক্রেতে কুশ নষ্ট হয় তাহা করিয়া প্রতিজ্ঞা সিদ্ধি করিতেছি। শকটার ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া কহিলেন আমি বুঝিলাম যে আপনি বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উত্তম বটেন নতুবা আপনকার প্রতিজ্ঞা পূরণ হইত না। ব্রাহ্মণ কিছু সন্তুষ্ট হইয়া পুনশ্চ কহিলেন যে হে মন্ত্রিন্ যদি এই উপায়েতে আমার কার্য্য সিদ্ধ না হয় তবে অভিচার কর্ম্মেতে আমার নৈপুণ্য আছে অতএব আমি হোম করিয়া কুশ বিনাশ করিতে পারি। শকটার এই কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যদি এই বিপ্র আমার শত্রুর বিপক্ষ হন তবে আমি বিনা যত্নেতে বৈরসংহার করিতে পারিব। অনন্তর শকটার সেই চেষ্টা করিলেন এবং আপনি সচেষ্ট হইয়া কুশোন্মূলন করিয়া ব্রাহ্মণকে আপনার স্থানে আনিলেন পশ্চাৎ

পুরোহিতের ন্যায় সমাদর করিয়া রাজার পিতৃশ্রাদ্ধে পাত্রান্ন ভোজনের নিমিত্তে ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং মন্ত্রী এই মন্ত্রণা করিলেন যে এই বিপ্র পিঙ্গলবর্ণ আর অকৃত বিবাহ ও শ্যামবর্ণ নখদন্ত যুক্ত অতএব ইনি পাত্র ভোজনের যোগ্য হইবেন না এবং আমার কার্য্যের বিপরীতকারী যে প্রধান মন্ত্রী তিনি এই ব্রাহ্মণ আমার আনীত ইহা জানিয়া অবশ্য ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা করিবেন তাহা হইলেই ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া রাজার সর্ব্বনাশ করিবেন। মন্ত্রী ইহা স্থির করিয়া রাজার পিতার শ্রাদ্ধারম্ভ হইলে সেই ব্রাহ্মণকে পাত্রান্ন ভোজনের নিমিত্তে বসাইলেন। প্রধান মন্ত্রী সেই বিপ্রকে দেখিয়া কহিলেন হে মহারাজ স্মৃতিশাস্ত্রের মতে এই ব্রাহ্মণ পাত্র ভোজনের যোগ্য নহে শকটার শূদ্রজাতি কেন এই ব্রাহ্মণকে আনিয়া ধর্ম্ম কার্য্যে অধর্ম্ম করে। নন্দ রাজা মন্ত্রির কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে অপমান করিয়া আসন হইতে উঠাইয়া দিলেন। চাণক্য ব্রাহ্মণ সভামধ্যে অপমান পাইয়া জ্বলদগ্নির ন্যায় ক্রোধান্বিত হইয়া নন্দ রাজার বধের নিমিত্তে প্রতিজ্ঞা করিলেন। শকটার মন্ত্রী চাণক্য ব্রাহ্মণকে নন্দ বধে কৃত সংকল্প জানিয়া আপনাকে কৃতকার্য্য বুঝিয়া নিজ দেহত্যাগের নিমিত্তে বারাণসী প্রস্থান করিলেন। শকটার মন্ত্রী বিচক্ষণা দাসীর পরিত্রাণ করিয়া এবং চাণক্য ব্রাহ্মণকে শত্রুবধে নিযুক্ত করিয়া কেবল বুদ্ধি প্রভাবে শত্রু বিনাশ করিলেন। ইতি লৌকিক বিদ্যকথা সমাপ্তা।

অথ উভয়বিদ্য কথা।

যে পুরুষের বুদ্ধি বেদাধ্যয়নে নির্ম্মলা হইয়া লৌকিক কার্য্য কুশলা হয় এবং তিনি যদি বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মে নিপুণ হন

তবে লোক সকল তাঁহাকে উভয়াবন্ধ্য কহে। তাহার বিবরণ এই॥

কুসুমপুরের নন্দ রাজা পিতৃশ্রাদ্ধের দিবসে চাণক্য ব্রাহ্মণকে পাত্রান্ন ভোজনের নিমিত্তে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রধান মন্ত্রির পরামর্শে ঐ ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা করাতে তাহার কোপ জন্মিল যেমত মনুষ্য অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত কাল সর্পকে প্রকুপিত করে সেই প্রকার নন্দ রাজা চাণক্য ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া অকারণ কুপিত করিলেন। চাণক্য ব্রাহ্মণ প্রকুপিত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে পর্য্যন্ত নন্দ রাজাকে যমালয়ে না পাঠাইব এবং যাবৎ এই সিংহাসনে কোন শূদ্রকে রাজা না করিব তাবৎ আমার মস্তকের এই শিখা বন্ধন করিব না। পরে চাণক্য ঐ রাজার দ্বারে চন্দ্রগুপ্ত নামে এক শূদ্রকে দেখিয়া কহিলেন ওরে শূদ্র যদি এই রাজ্যের রাজা হইতে তোর বাসনা থাকে তবে আমার সঙ্গে আয়। তখন ঐ শূদ্র শুভাদৃষ্টের প্রেরিতের ন্যায় হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের সহিত গেল। চাণক্য সেই অনুগত শূদ্রকে সঙ্গে লইয়া তপোবনে গিয়া এবং আভিচারিক হোম করিয়া নন্দ রাজাকে যমালয়ে পাঠাইলেন এবং আভিচারিক হোমের প্রভাবে নন্দ রাজা নষ্ট হইলে চাণক্য চিন্তা করিলেন যদি এক প্রতিজ্ঞা পূর্ণা হইল তবে চন্দ্রগুপ্তকে নন্দ রাজার সিংহাসনে বসাইয়া দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা পূরণ করি কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত বিনা সেনাতে কি প্রকারে রাজা হইতে পারে সেনাও ধনব্যতিরেকে হয় না আমার কিছু ধন নাই সম্প্রতি কি করিব। ইহা চিন্তা করিয়া রাজা পর্ব্বতকেশ্বরের নিকটে গিয়া কহিলেন যে হে পর্ব্বতকেশ্বর এই চন্দ্রগুপ্ত বালক ইহাকে কুসুমপুরের রাজা করিব

তুমি আপন সেনাদ্বারা ইহার সহায়তা করিয়া সেই রাজ্যের অর্দ্ধ ভাগ গ্রহণ কর। রাজা পর্ব্বতকেশ্বর নন্দ রাজার বধে চাণক্যের যোগ্যতা জানিয়া ভয়েতে সকল সৈন্য লইয়া নন্দ রাজার রাজধানীতে চন্দ্রগুপ্তকে সেখানকার রাজা করিলেন এবং তাহার অর্দ্ধ রাজ্য গ্রহণ করিয়া আপনার রাজধানীতে আইলেন। সেই কালে মলয়কেতু রাজার রাক্ষস নামা মন্ত্রী সে চন্দ্রগুপ্ত রাজার নিকটে কোন লোকদ্বারা উপঢৌকন রূপে এক পরম সুন্দরী স্ত্রীকে পাঠাইলেন। রাজা তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকিলেন। চাণক্য ঐ স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিলেন যে তাঁহার স্বেদজল পান করিয়া অনেক মক্ষিকা মরিল, তাহাতেই স্থির করিলেন যে এই স্ত্রী বিষ কন্যা ভাল যদি রাক্ষস মন্ত্রী চন্দ্রগুপ্ত বধের নিমিত্তে লোকদ্বারা এই বিষকন্যা পাঠাইয়াছেন তবে এই কন্যাদ্বারা অর্দ্ধ রাজ্য গ্রাহক যে পর্ব্বতকেশ্বর তাহার বধ হউক ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ লোকদ্বারা সেই কন্যাকে পর্ব্বতকেশ্বরের নিকট পাঠাইলেন। পর্ব্বতকেশ্বর সময় বিশেষে ঐ কন্যার সহিত সংসর্গ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। চাণক্য সেই সংবাদ শুনিয়া এবং চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য বিভাগরহিত জানিয়া ও পুনর্ব্বার বিবেচনা করিলেন যে রাক্ষসমন্ত্রী অতি ধূর্ত্ত এ যদি মলয়কেতু রাজার নিকটে থাকেতবে কোন প্রকারে চন্দ্রগুপ্তের মন্দ চেষ্টা করিবে এবং যদি মন্ত্রী রাজা মলয়কেতুর নিকট হইতে আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব করে তবে অন্য বিপক্ষ চন্দ্রগুপ্তের কিছু মন্দ করিতে পারিবে না তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্ত নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবে ভাল যদি আমার দুই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইয়াছে তবে মলয়কেতুর নিকট হইতে রাক্ষস মন্ত্রিকে আনিয়া চন্দ্র

গুপ্তের মান্যতা স্বীকার করাইয়া মনোরথ সিদ্ধ করিব এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর চাণক্য অনেক বিবেচনা করিয়া অবধারিত করিলেন যে এই কার্য্য সিদ্ধির এক উপায় আছে ঐ রাক্ষস মন্ত্রির মিত্র চন্দনদাস নামে এক বণিক আছে সে ঐ রাক্ষস মন্ত্রির পরিজনের ও সকল কার্য্যের অধ্যক্ষ এবং শকটদাস নামে বণিক্ কৃত্রিম বিরোধ করিয়া আমার নিকটহইতে গিয়া সম্প্রতি মলয়কেতু রাজার নিকটে আছে ঐ শকটদাসের সহিত চন্দন দাসের অত্যন্ত প্রীতি শকটদাসের কথা ক্রমে যদিচন্দনদাস ঐ মন্ত্রিরপরিবারের মধ্যে যে ব্যক্তি মন্ত্রির নামাঙ্কিতমুদ্রা রক্ষক আছে তাহার নিকটহইতে সেই মুদ্রা লইয়া শকটদাসকে দেয় এবংশকটদাস রাক্ষস মন্ত্রির অক্ষরের ন্যায় অক্ষরেতে মলয়কেতুর অমঙ্গলের নিমিত্তে এক পত্র লিখিয়া তাহাতে ঐ মুদ্রার চিহ্ন করিয়া সেই পত্র মলয়কেতুর শত্রুর নিকটেপাঠাইবার ছলে কোন লোক স্থানে দেয় সে ব্যক্তি যদি ঐ পত্র কোন প্রকারে মলয়কেতু পাইতে পারে এমত কার্য্য করে তবে মলয়কেতু সেই পত্র দেখিয়া রাক্ষস মন্ত্রিকে আপন নিকটহইতে দূর করিতে পারে এবং আমার সহাধ্যায়ী ভাগুরায়ণ পণ্ডিত সেখানে আছেন তিনি আমার অভিপ্রায় বুঝিলে এই কার্য্য সিদ্ধির সহায়তা করিবেন আর ভদ্রপট প্রভৃতি যোদ্ধারা কালোপযুক্ত কার্য্যকুশল বটে আমি অর্থদ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করি তাহারাও মিথ্যা বিবাদ করিয়া এখানহইতে পলায়ন করুক এবং মলয়কেতুর বিশ্বাস পাত্র হইয়া রাজা ঐ মন্ত্রির প্রতি যাহাতে কোপ করে এমত চেষ্টা করুক এই সকলের চেষ্টাতে এবং ঐ প্রকার পত্র পাওয়াতে রাজা মলয়কেতু অবশ্যই রাক্ষস মন্ত্রিকে দূর

করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই কারণ সমূহেতে অবশ্য কার্য্য সিদ্ধ হয় বিধাতা প্রতিবন্ধক হইলে ও তাহার অন্যথা হইতে পারে না আর সম্প্রতি বিধাতাও অনুকূল আছেন ইহা দেখিতেছি নন্দ রাজাকে নষ্ট করিয়া তাহার রাজ্য লইয়াছি এবং তাহার অর্দ্ধ রাজ্য গ্রাহককে ও নষ্ট করিয়াছি এখন আমার প্রতিজ্ঞার অল্পাবশেষ আছে আমি বুঝি যে বিধাতার ব্যাপার কে বুঝিতে পারে যেমত কোন ব্যক্তি সমুদ্রোত্তীর্ণ হইলেও তাহার নৌকা তীরে আসিয়া মগ্না হয় অতএব যাবৎ কার্য্যসিদ্ধি নাহয় তাবৎ সাহস কর্ত্তব্য নহে ইহা বিবেচনা করিয়া সেই সকল উদ্যোগ করিলেন। রাজা মলয়কেতু ঐ প্রকার পত্র পাইয়া রাক্ষস মন্ত্রিকে আপনার নিতান্ত অনিষ্ট কারী জানিয়া মন্ত্রিকে অপমান করিয়া আপনার অধিকার হইতে দূর করিলেন। কিন্তু মলয়কেতু মন্ত্রির পূর্ব্বোপদিষ্ট মন্ত্রণাতে চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধ করিতে কুসুমপুরে যাত্রা করিলেন। চাণক্য পণ্ডিত পরম্পরায় ঐ সম্বাদ শুনিয়া শার্ঙ্গবর নামে আপনার প্রিয় শিষ্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে পুত্র আমি শুনিলাম রাজা মলয়কেতু চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন তুমি ইহার কিছু সম্বাদ জান। শার্ঙ্গবর নিবেদন করিলেন হে মহাশয় রাজা মলয়কেতু রাক্ষস মন্ত্রিকে অপমান পূর্ব্বক দূর করিয়া এই নগরে আসিবার নিমিত্তে যাত্রা করিয়াছেন শুনিলাম যে দুই তিন দিনের পথেতে আছেন। চাণক্য শিষ্যের কথা শুনিয়া কহিলেন আঃ রাক্ষসের কি রূপ অপমান হইয়াছে এবং সেই অপমানের কারণ কি। শিষ্য নিবেদন করিলেন রাজার চরিত্র বুদ্ধির অগম্য এবং কদাচিৎ কারণ ব্যতিরেকেও কার্য্যের সম্ভব হয় কিন্তু রাক্ষসের অপমানের এই কারণ শুনিয়াছি শকট

দাসের লিখিত পত্র রাক্ষস মন্ত্রির মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল সেই পত্র মন্ত্রির চর রাজার বিপক্ষের নিকটে লইয়া যাইতেছিল মলয়কেতু রাজা সেই পত্র পাইয়া মন্ত্রির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ও তাহাকে তিরস্কার করিয়া দূর করিয়াছেন। চাণক্য পণ্ডিত শিষ্য মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন যে এই কারণে অবশ্য মন্ত্রির অপমান হইতে পারে এবং রাজা অসঙ্গত কার্য্য কারকের অবশ্য দমন করিতে পারেন। সেই সময় এক লোক আসিয়া কহিল হে চাণক্য মহাশয় রাজা মলয়কেতু যুদ্ধ করিতে কুসুমপুরে আসিতেছিলেন পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া ফিরিয়া স্বস্থানে গেলেন। চাণক্য তাহা শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইয়া শিষ্যকে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন রাক্ষস মন্ত্রী এবং তাহার মিত্র চন্দনদাস এখন কোথায় আছে। শিষ্য তাহা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে চন্দনদাস কোন কার্য্যের নিমিত্তে এখানে আসিয়াছে রাক্ষস মন্ত্রী আপন মানভঙ্গজন্য দুঃখেতে ব্যথিত হইয়া কোন অরণ্য মধ্যে আছে। চাণক্য এই সমাচার শুনিয়া কহিলেন এ উত্তম হইয়াছে ইহাতে বুঝি আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে হে পুত্র তুমি সম্প্রতি পদাতিদ্বারা চন্দনদাসকে ও ঘাতুক পুরুষদিগকে আনাইয়া তাহাদিগের সকলের সাক্ষাতে ইহা কহ যদি চন্দনদাস চারি কিম্বা পাচ দিনের মধ্যে রাক্ষস মন্ত্রির পরিজনদিগকে আনিয়া দেয় তবে উত্তম নতুবা চন্দনদাসকে শূলে দিতে হইবেক চন্দনদাস মিত্রবৎসল সে কখন ও রাক্ষস মন্ত্রির পরিজনদিগকে আনিয়া দিবে না বরং আপনার মৃত্যু স্বীকার করিবেক। রাক্ষস মন্ত্রী সেই সংবাদ শুনিলে চন্দনদাসের প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে অবশ্য এখানে আসিবে এবং তখন তাহাকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিতা স্বীকার করিতে কহিলে অবশ্য তাহাও ক

রিবে। শার্ঙ্গবর ইহা শুনিয়া নিবেদন করিলেন হে মহাশয় আপনি উত্তম আজ্ঞা করিলেন এই প্রকার করিলে মন্ত্রীরাজা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিতে পারিবে কর্ম্ম স্বরূপ যে পাশ তাহাতে হয় যে বন্ধন তাহা মনুষ্যের অচ্ছেদ্য হয় অপর নারায়ণ প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তে বামনতা স্বীকার করিয়াছেন এবং রামচন্দ্র স্বপ্রয়োজনের নিমিত্তে বনবাস ও বানরের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন ইহাতে মনুষ্য কার্য্য পাশে বদ্ধ হইয়া প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তে কিব্যবহার না করে অতএব সেই ক্ষুদ্র রাক্ষস চন্দনদাসের রক্ষানুরোধে অবশ্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিতা স্বীকার করিবে। অনন্তর শার্ঙ্গবর বাহিরে চন্দনদাসকে এবং ঘাতুক পুরুষদিগকে ডাকাইয়া গুরুর শিক্ষিত বাক্যানুসারে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে ঘাতুক পুরুষেরা চন্দনদাসকে কারাগারে বদ্ধ রাখিল। রাক্ষস মন্ত্রী সেই সংবাদ শুনিয়া কুসুমপুরে আসিয়া এবং চাণক্য পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন করিল হে মহামহিম চাণক্য পণ্ডিত চন্দনদাস বণিক্ নিরপরাধ এবং আমাদিগের জন্যে প্রাণব্যয় করিতে উদ্যত হইয়াছে অতএব ইহাকে ত্যাগ কর তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা আমার প্রতি প্রকাশ কর। চাণক্য পণ্ডিত ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন হে মন্ত্রি রাক্ষস তুমি যদি চন্দন দাসের প্রাণরক্ষা করিতে ইচ্ছা কর তবে তুমি রাজা চন্দ্র গুপ্তের মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়া রাজার শত্রুবধের নিমিত্তে খড়্গ ধারণ কর। রাক্ষস আপনার কার্য্য লাভ জন্য আহ্লাদে এবং চন্দন দাসের প্রাণরক্ষা হইবে এই আহ্লাদে পরম আপ্যায়িত হইয়া নিবেদন করিল হে পণ্ডিতরাজ আপনি যে প্রকার আজ্ঞা করিলেন এবং পশ্চাৎ যে আজ্ঞা করিলেন আমার তাহাই কর্ত্তব্য। ইহা কহিয়া চন্দ্রগুপ্ত রাজার

মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়া রাজার শত্রু নিবারণার্থে খড়্গ ধারণ করিল। তখন চাণক্য পণ্ডিত চন্দ্রগুপ্ত রাজার বিষয়ে নিরুদ্বেগ হইলেন এবং আপনার দৈব সামর্থ্যেতে নন্দ রাজাকে নষ্ট করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সেই সিংহাসনে রাজা করিয়া এবং লৌকিক কার্য্যের কৌশলেতে রাক্ষস মন্ত্রিকে চন্দ্রগুপ্তের সচিব করিয়া আপনি পূর্ণপ্রতিজ্ঞ হইয়া নিজ মস্তকের মুক্ত শিখা বন্ধন করিলেন। অনন্তর মহোৎসাহযুক্ত হইয়া অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। সেই সময়ে প্রবীণেরা বিবেচনা করিলেন যে চাণক্য পণ্ডিতের ক্রোধ যমের ন্যায় সংহারক যে হেতুক নন্দ রাজাকে শীঘ্র নষ্ট করিল এবং চাণক্যের অনুগ্রহ কল্প বৃক্ষ হইতেও অধিক ফলপ্রদ কল্প বৃক্ষের নিকটে কেহ যাচ্ঞা করিলে কল্পবৃক্ষ যাচকের ইচ্ছানুরূপ ফল দেন চাণক্যের অনুগ্রহ বিনা প্রার্থনাতে চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যদান করিল। অতএব সেই চাণক্য পণ্ডিত পৃথিবীর মধ্যে সকল লোকের নিকটে বিদ্যাতে এবং বুদ্ধি দ্বারা ও নিজ যোগ্যতাতে দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় খ্যাত ছিলেন। ইতি উভয় বিদ্যকথা সমাপ্তা।

অথ উপবিদ্য কথা ॥

তত্ত্বজ্ঞেরা বেদাদি চতুর্দ্দশ প্রকার শাস্ত্র বিদ্যা সকল নিরূপণ করিয়া চিত্র ও ইন্দ্রজাল এবং নৃত্য প্রভৃতি উপ বিদ্যা সকল কহিয়াছেন। যে পুরুষ সেই উপবিদ্যাতে কুশল হন তিনি উপবিদ্য রূপে খ্যাত হন। তাহাদিগের মধ্যে প্রথমতঃ চিত্র বিদ্যের বিবরণ কহা যাইতেছে ॥

অথ চিত্রবিদ্য কথা ॥

পূর্ব্বকালে শশী এবং মূলদেব নামে দুই সখা ছিল তাহারা নিজ গুণ গরিমাতে অতিশয় গর্ব্বিত ছিল। এক সময় দেশান্তর

দর্শনেচ্ছাতে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে২ কোশলা নগরীতে উপ স্থিত হইল। সেই নগরীর রাজার কৌমুদী নামে এক কন্যা তিনি যোগিনীমৎ গ্রাম হইতে কোশলা নগরীতে আসিতেছি লেন। মূলদেব সেই পরম সুন্দরী রাজকুমারীর রূপ দেখিয়া কাম পীড়াতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িল। শশী মূলদেবকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে দেহি দিগের শরীর ভিন্ন২ হয় কিন্তু তাহার দিগের মধ্যে বিভিন্নতা নাই যদি সুহৃ দ্ব্যক্তি মিত্রের সুখ ও দুঃখের ভাগী না হয় তবে সে কেমন সুহৃদ আমার প্রাণ সদৃশ সখা মূলদেব ইনি রাজ কন্যার রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন ইহাতে আমি ও অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম অতএব মিত্র রক্ষার চেষ্টা করি ইহা ভাবিয়া বন্ধুকে উঠাইয়া অনেক ভরসা দিল। পশ্চাৎ শশী সেই স্থানের মালিনীকে জিজ্ঞা সা করিল হে মালিনী এই যুবতীর নাম কি এবং ইনি কাহার কন্যা আর কি নিমিত্তেই বা যোগিনীমৎ গ্রামে যাতায়াত ক রেন। মালিনী উত্তর করিল যে ইনি এখানকার রাজার কন্যা ইহার নাম কৌমুদী। রাজা এই কন্যার বিবাহের চেষ্টা সর্ব্বদা করেন কিন্তু কন্যা কাহাকেও স্বামীরূপে স্বীকার করেন না সর্ব্ব দা যোগিনীর নিকটে জ্ঞান শিক্ষা করেন এবং পুরুষ সকলকে নিন্দা করেন কিন্তু ইহার কারণ কি তাহা জানি না। শশী এই বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিল হে মালিনী এই যুবতী কোন পুরুষকেই আকাঙ্ক্ষা করেন না এ বড় আশ্চর্য্য অন্য স্ত্রী দিবা রাত্রি কায় মনোবাক্যেতে পুরুষ সমভিব্যাহার চেষ্টা করেএবং স্ত্রীসর্ব্বদা পরাধীনা অতএব পুরুষের আশ্রয় ব্যতিরেকে থাকে না সে যে হউক সম্প্রতি আমি স্ত্রী বেশ ধারণ করিতেছি তুমি আমাকে রাজকুমারীর সেবায় নিযুক্ত কর। অনন্তর মালিনী ঐ স্ত্রী বেশ

দ্বারি পুরুষকে সঙ্গে লইয়া রাজকুমারীর নিকটে গিয়া নিবেদন করিল যে হে রাজকুমারি ইহার নাম শশিলেখা ইনি সাধ্বী স্ত্রী তোমাকে আশ্রয় করিয়া কালযাপন করিতে ইচ্ছা করেন। রাজকুমারী সেই কথা স্বীকার করিলেন। শশিলেখা তদবধি রাজকুমারীর পরিচারিকা হইল। কিছু কালের পর উভয়ের সম্প্রীতি জন্মিলে শশিলেখা নৃপসুতাকে জিজ্ঞাসা করিল হে কুমারি তোমার যৌবন দশাতে কি কারণ সাংসারিক সুখ ভোগেতে অপ্রবৃত্তি হইয়াছে এবং কি নিমিত্তেই বা পুরুষেতে অনিচ্ছা হইয়াছে। রাজকুমারী ঐ কথা শুনিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন হে শশিলেখা আমি ইহার কারণ কহিব না এবং তুমি পুনর্ব্বার আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিও না। শশিলেখা পুনশ্চ কহিল যে আমি তোমার পরিচারিকা ও সখী কেন তোমাকে জিজ্ঞাসা না করিব তোমার কার্য্য দেখিয়া তোমার পিতা কোন প্রকারে প্রীতিযুক্ত হইতেপারেন না এবং তোমার মাতা সর্ব্বদা বিষন্না থাকেন আর ভ্রমর কর্তৃক অস্পৃষ্ট ঈষৎ ফুল্ল কমলের ন্যায় তোমাকে অতি কোমলা দেখিতেছি তুমিনিতান্ত অকর্ত্তব্য অথচঅপথ্য এমতকঠিন কার্য্যে প্রবৃত্তা হইয়াছ ইহা দেখিয়া কোন্ লোক বিষন্ন না হইতেছে অর্থাৎ সকল লোক বিষাদযুক্ত হইতেছে। অতএব তোমার কি দুঃখ তাহা কহ যদি তাহার উপায় থাকে তবে সেই উপায় করিব নতুবা সকলে মিলিত হইয়া ঐ দুঃখ সহ্য করিব শুন এক লোক যদি দুঃখ স্বীকার করিয়া বৃহদ্ভার বহন করে তবে তাহার অতি গুরু বোধ হয় এবং সেইভার যদিঅনেক লোক বহন করে তবে তাহাদের অতি লঘু বোধ হয় এই নিমিত্তে মনুষ্যেরা সকল দুঃখ মিত্রবর্গকে নিবেদন করেন হে সুভাষিণি তোমার পুরুষ

পরিগ্রহ না করণের কারণ কি তাহা কহ। রাজকুমারী শশি লেখার বিনয়বাক্য শুনিয়া কহিতে লাগিলেন হে সখি শশি লেখা তুমি আমার প্রাণতুল্যা তোমাকে সকল কথাই কহিতে পারি অতএব পুরুষ পরিগ্রহ না করণের কারণ শুন।

পূর্ব্ব জন্মে আমি মৃগী ছিলাম এবং আমার স্বামী কৃষ্ণসার ছিলেন এক সময়ে নূতন কুশাঙ্কুরেতে পরিপূর্ণ এক ক্ষেত্রেতে চরিতে ছিলাম আমার অনুরক্ত স্বামীও নিকটে ছিলেন হঠাৎ ব্যাধের জালেতে সেইস্থান বেষ্টিত হইল তখন আমি পূর্ণগর্ভা অধিক গমনাগমন করিতেপারি না ব্যাধের জাল দেখিয়া স্বামিকে কহিলাম হেমৃগ তুমি উলম্ফন করিতে সমর্থবট এই জাল উল্লংঘন করিয়া শীঘ্র কোন স্থানে গিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা কর কিন্তু আমার প্রাণ রক্ষা হওয়া অতি কঠিন পরে মৃগ পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াও আমাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন না কেবলব্যাধের শরে নষ্ট হইলেন কিন্তু মরণ সময়ে এক কবিতা পাঠ করিয়া ছিলেন তাহার অর্থ এই। আমরা দুই জীব কাম শাস্ত্রোক্ত ব্যসনেতে রহিত এবং কামকলাতে চতুর আর শিবপার্ব্বতীর ন্যায় উত্তম প্রেমযুক্ত এই প্রকার আমাদিগের যে প্রেমসূত্র তাহা প্রাণান্তেও ছিন্ন হইল না। তাহার পর আমিওব্যাধের বাণেতেবিদ্ধ না হইয়া স্বামির শোকেতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া পঞ্চত্ব পাইলাম কিন্তু স্বামিতে আমার অধিক ভক্তি ছিল সেই পুণ্যেতে আমি জাতিস্মরা হইয়া রাজ বংশে জন্মিয়াছি স্বামির সেই সকল গুণের নিমিত্তে ইহ জন্মে তেও কেবল সেই স্বামিকে স্মরণ করিতেছি কিন্তু কোন প্রকারে তাহাকে পাইতে পারি না তথাপি অন্য পুরুষকে দেখিতেও ইচ্ছা করি না কি বিবাহ করিব। শশিলেখা সকল বৃত্তান্ত শুনি

য়া কহিল হে রাজ পুত্রি এখন সেই পুরুষ কোথায় আছেন তুমি তাহা জান। রাজকুমারী কহিলেন আমি জাতিস্মরা হইয়া আপনার পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারি কিন্তু আমার ভর্ত্তা কোথায় আছেন তাহা আমি জানিতে পারি না আর তিনি অন্য শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন আমি কি প্রকারেই বা তাঁহাকে চিনিতে পারিব এই সকল বৃত্তান্ত কহিয়া রাজকুমারী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন তখন শশিলেখা রাজকুমারীকে কহিলেন হে বুদ্ধিমতি রোদন করিও না সকল কার্য্য ঈশ্বরায়ত্ত যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে তবে তোমার স্বামী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইবেন। পরে সেই স্ত্রী বেশধারি শশী মূলদেবের নিকটে আসিয়া রাজকুমারীর মনোগত বৃত্তান্ত কহিল এবং পুনর্ব্বার নৃপনন্দিনীর নিকটে গেল। মূলদেব চিত্র বিদ্যাতে অতি নিপুণ ছিল সে মিত্রের কথানুসারে এক পট চিত্র করিয়া তাহার এক দেশে সেই প্রকার জালে বদ্ধ মৃগীর ও মৃগের মূর্ত্তি লিখিয়া দ্বিতীয় প্রদেশে রাজকুমারীর এবং আপনার আকৃতি লিখিয়া রাজবাটীতে গিয়া সেই পট রাজনন্দিনীকে দেখাইল। রাজকুমারী ঐ পট দেখিয়া এবং পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। শশিলেখা রাজকুমারীকে রোদন করিতে দেখিয়া কহিল হে কর্ত্রি তুমি কেন ক্রন্দন করিতেছ স্থির হও। এই প্রকার কহিয়া চিত্রকরকে কহিল রে ধূর্ত্ত চিত্রকর তুই অতি দুরাত্মা আমার কর্ত্রীকে কি দেখাইলি তাহা দেখিয়া কর্ত্রীর মনেতে শোকসাগরের প্রবাহ উপস্থিত হইল। অনন্তর রাজকুমারী কহিলেন হে সখি তুমি এই পুরুষকে কোন দুর্ব্বাক্য কহিবা না ইনি আমার স্বামী

শশিলেখা উত্তর করিল যে কি প্রকারে ইহা জানিব। নৃপসুতা কহিলেন এই চিত্রিত পটদ্বারা ইনি পরিচিত হইয়াছেন। শশিলেখা পুনর্ব্বার কহিল ধূর্ত্ত লোক চিত্র করিয়া কোন্ বস্তু দেখাইতে না পারে। পশ্চাৎ রাজকুমারী উত্তর করিলেন যে ধূর্ত্ত লোক যদি জানিতে পারে তবে চিত্র করিয়া সকলি দেখাইতে পারে কিন্তু আমার জন্মান্তরের কথা এই লোক কি রূপে জানিতে পারে শশিলেখা কহিল আপনি যদি অন্য কাহারো সাক্ষাৎ এ কথা কহিয়া থাক তবে এই লোক জানিতে পারে। অনন্তর রাজপুত্রী কহিলেন হে সখি তুমি আমার অতি প্রিয়তমা এই কারণ তোমার নিকটে গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়াছি। তাহা শুনিয়া শশিলেখা নিবেদন করিল হে কর্ত্রি যদি তুমি এই কথা অন্য লোকের সাক্ষাৎকারে না কহিয়া থাক এবং অন্য কেহ কোন প্রকারে না জানে এমত হয় তবে এই পুরুষ তোমার স্বামী হইতে পারে। তখন রাজপুত্রী কহিলেন হে সখি এই পুরুষ আমার স্বামী বটেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই তুমি আর কথান্তর উপস্থিত করিবা না। ইহা কহিয়া ঐ মূলদেবের অনেক সমাদর করিলেন এবং রাজার নিকটে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা কন্যার বিবাহের সংবাদ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া নৃত্য এবং গীত ও বাদ্য করিয়া মূলদেবের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। মূলদেব চিত্রবিদ্যা প্রভাবে আপনার অভীষ্ট লাভ করিল। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন মহাদেব সৃষ্টি করিয়াছেন যে বৈদ্যক শাস্ত্রে মনুষ্যেরা সেই শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া চিকিৎসা ব্যবসারেতে যে কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারে অন্য লোক চিত্রবিদ্যা ও গীতবিদ্যা এবং গ্রাম্য ভাষারচিত কবিতা বিদ্যা দ্বারা ও সেই কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারে।

ইতি চিত্রবিদ্যা কথা সমাপ্তা।

অথ গীতবিদ্য কথা।

যে লোক গীতবিদ্যা অভ্যাস করিয়া ঐ গান শ্রবণ করাইয়া সকল জীবকে আহ্লাদিত করিতে পারে সেই হেতুক অর্থলাভ ও যশঃ সঞ্চয় করিতে পারে সে লোক গীত বিদ্য রূপে খ্যাত হয়। তাহার উদাহরণ এই।

গোরক্ষ নগরে উদয়সিংহ নামে এক রাজা তিনি সকল গুণজ্ঞা এবং বিশেষজ্ঞ ও অতিশয় দাতা ছিলেন তন্নিমিত্তে গুণিসমূহ তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া কালযাপন করে। এক সময়ে কলানিধি নামে এক গায়ক তীরভুক্তি নামে রাজ্য হইতে আসিয়া এ রাজার নিকটে উপস্থিত হইল। পরে রাজার দেবার্চ্চা সময়ে উত্তম গান করিয়া রাজাকে ও সভাসদ লোক সকলকে সন্তুষ্ট করিল। তাহাতে রাজা ঐ গায়ককে অনেক অর্থ দিয়া সম্মানিত করিলেন। অনন্তর রাজার স্বদেশীয় গায়কেরা কলানিধির প্রশংসা ও অর্থলাভ শুনিয়া ক্রোধেতে কলানিধির সহিত বিবাদ করিয়া কলানিধিকে অনেক দুর্ব্বাক্য কহিল এবং রাজসমীপে গিয়া কহিল হে ভূপাল এই কলানিধি বিদেশীয় এই নিমিত্তেই কি গীত কলাতে অতি নিপুণ হইতে পারে আপনি কি হেতু এই লোকের এত পুরস্কার করিলেন এই লোক গীতবিদ্যাতে কুশল নয় যে মত গুণি লোকের সংগ্রহ না করাতে রাজার অবিজ্ঞতা প্রকাশ হয় তেমত মূর্খ লোকের সংগ্রহ করাতে রাজার অপ্রতিষ্ঠা হয় নরপতি উত্তর করিলেন হে গায়কেরা এই কলানিধির গানেতে আমার অন্তঃকরণ বড় আর্দ্র হয় সেই কারণ আমি ইহার পুরুস্কার করিয়াছি তোমরা কেন অনুভব বিরুদ্ধ কথা কহিতেছ যে এই লোক গুণী নয়। পশ্চাৎ গায়কেরা নিবেদন করিল হে মহারাজ যদি আপনি আমাদের কথায় বিশ্বাস না করি

লেন তবে সভামধ্যে বসিয়া কলানিধির এবং আমাদিগের গীতবিদ্যার বিচার করুন। নরপতি কহিলেন হে কলানিধি তুমি ইহাদের বাক্যের উত্তর দেও। কলানিধি কহিল হে মহারাজ ইহাদিগের কথার উত্তর করিতে আমার ইচ্ছা হয় না এবং আমি যে উত্তমরূপে গান করি এমত সময়ও নাই যখন হরসিংহ রাজা গানের বিচারকর্ত্তা এবং শ্রোতা ছিলেন তখন উত্তমরূপে গান করিয়াছি এখন সে প্রকার গানবোদ্ধা লোক নাই এ কারণ উত্তমরূপে গান করিতে আমার ইচ্ছা নাই যেমত কোকিল বসন্ত সময় অতীত হইলে পঞ্চমস্বরে গান করে না আমিও হরসিংহ রাজার স্বর্গারোহণের পর বিচার কর্ত্তার অভাবে সম্প্রতি সেই প্রকার হইয়াছি কিন্তু যেমন দেবগণ স্বর্গে সকল সম্বাদ জানেন সেই প্রকার মধুর স্বর সংযুক্ত এবং শ্রোতাদিগের অন্তঃকরণ আর্দ্র করে এমত যে গান তাহার সকল কলা আমি জানি আর ভূমণ্ডলের মধ্যে আমার সদৃশ গায়ক নাই। গায়কেরা এই কথা শুনিয়া কহিল হে নরপতি এই লোকের মহাভিমান আপনি ইহা বিবেচনা করুন। রাজা উত্তর করিলেন সত্য তীরভুক্তির লোকেরা স্বাভাবিক অহঙ্কারী হয় কলানিধি কহিল হে নরপতি আমি অহঙ্কারি নহি কিন্তু যথার্থ নিবেদন করিয়াছি ভাল আমি আপনার অগ্রে গান করিব এবং তোমার গায়কেরাও গান করিবেন কিন্তু সেই দুই গানের বিচার কে করিবে মহাদেব এবং হরসিংহ রাজা এই দুই জন গীতজ্ঞ তাঁহাদের মধ্যে হরসিংহ রাজার মৃত্যু হইয়াছে এখন কেবল মহাদেব গীতজ্ঞ আছেন যদি তিনি এখানে আসিয়া গীতের বিচার করেন তবে আমি স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক উত্তমরূপে গানকরিব। গায়কেরা রাজাকে কহিল হে মহারাজ আপনি বিবেচনা করুন সদাশিব পরমেশ্বর

তিনি আমাদিগের অপ্রাপ্য বস্তু অতএব মধ্যস্থের অভাব হইল ইনি যদি অন্য মধ্যস্থ স্বীকার না করেন তবে তাহাতেই ইহার পরাজয়ের লক্ষণ প্রকাশ হইবে। তখন কলানিধি বলিল যদি তোমরা এই প্রকার অনুভব করিতেছ তবে তোমরা কোন লোককে মধ্যস্থ কর তাহার অগ্রেই গান করিব। গায়কেরা উত্তর করিল যদি এতদ্দেশীয় কোন লোক মধ্যস্থ হয় তবে তুমি পশ্চাৎ কহিবা যে ইনি পক্ষপাত করিলেন তন্নিমিত্তে কহিতেছি যে হরিণেরা গানবোদ্ধা এবং তাহারা কাহারও পক্ষপাত করিবে না অতএব আমরা তাহাদিগের অগ্রে গান করিব এবং তুমিও সেই হরিণদের সাক্ষাৎ গান করিবা। সেই কথা শুনিয়া কলানিধি উত্তর করিল যে হরিণেরা পশু বটে কিন্তু গীতলম্পট তাহারা গান মাত্রেতেই মগ্ন হয় যদি পশুদিগকেই মধ্যস্থ করা তোমাদিগের পরামর্শ হইল তবে গো সকল মধ্যস্থ হউক। পরে সকলের অনুমতিতে গো সকল মধ্যস্থ হইল। অনন্তর রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া কহিলেন তবে এই ব্যবস্থা হউক যে তৃষ্ণার্ত্ত গো সকল জলপানোদ্যত হইয়া যাহার গান শ্রবণেতে জলপান ত্যাগ করিয়া সমুদায় গান শুনিবে সেই গায়ক প্রশংসনীয় হইবে। পশ্চাৎ সেই প্রকার করিলে তৃষ্ণার্ত্ত গো সকল কলানিধির গান শুনিয়া জলপান ত্যাগ করিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া গান শুনিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সভাস্থ লোকেরা কলানিধিকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন এবং রাজা সন্তুষ্ট হইয়া ঐ গায়ককে অনেক ধন দিলেন। প্রবীণেরা কহিয়াছেন গীতবিদ্যাতে নিপুণ যে পুরুষ তিনি পশুপর্য্যন্ত সকল জীবকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন এবং যাহার গানবিদ্যা পশুর সন্তোষ জন্মায় সেই গীতবিদ্যা কোন লোকের সন্তো

ব না জন্মায় আর ভক্তদিগের গানে ঈশ্বর যেমত সন্তুষ্ট হন তে
মত অন্য কোন ব্যাপারে তুষ্ট হন না ।

ইতি গীতবিদ্য কথা সমাপ্তা ।

অথ নৃত্যবিদ্য কথা ।

গান অর্থাৎ স্বরযুক্ত বাক্যের উচ্চারণ এবং হস্ত পাদাদির
সঞ্চালন ও শ্লোক আর তালসংযুক্ত বাদ্য ও সকল রস যিনি এই
সকল বিদ্যায় নিপুণ হন এবং তিনি যদি সর্ব্বত্র এই সকল বি
দ্যা প্রকাশ করিতে পারেন তবে তিনিই নৃত্যবিদ্যরূপে খ্যাত
হন । ভরত পণ্ডিত কহিয়াছেন যে পূর্ব্ব কালে ব্রহ্মা ইন্দ্রের
প্রার্থনাতে সকল বেদের সার আকর্ষণ করিয়া নাট্যবেদ নামে
পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার বিবরণ এই । যে ঋগ্বেদের
সার গ্রহণ করিয়া গানের সৃষ্টি করিলেন এবং সামবেদের সার
আকর্ষণ করিয়া শ্লোকের সৃষ্টি করিলেন ও যজুর্ব্বেদের সার
লইয়া হস্তপাদাদি সঞ্চালনের নিয়মকরিলেনআর অথর্ব্ববেদের
সার লইয়া সকল রসের উৎপত্তি করিলেন । এইরূপে সকল
বেদের সারেতে ব্রহ্মা নাট্যবেদের অর্থাৎ নৃত্যবিদ্যার সৃষ্টি
করিয়াছেন । সেই নৃত্য দুই প্রকার লাস্য ও তাণ্ডব স্ত্রী লো
কের যে নৃত্য তাহার নাম লাস্য এবং পুরুষের যে নৃত্য তাহার
নাম তাণ্ডব । লাস্য দর্শনে পরমেশ্বরী সন্তুষ্টা হন এবং তাণ্ডব
দর্শনেতে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হন । নৃত্য দর্শনেতে ঈশ্বরের স
ন্তোষ হয় এবং মনুষ্যেরও সন্তোষ হয় এই প্রযুক্ত নৃত্য অদৃষ্ট
ফলক এবং দৃষ্টফলক হন আর নৃত্যবিদ্যা ধনিসমূহের লীলা
রূপা এবং সুখি লোকের ধৈর্য্যরূপা ও স্বচ্ছন্দচিত্ত যে পুরুষ স
কল তাহাদিগের অভ্যাসযোগ্য আর সকল জীবের চিত্ত

স্থির করে আর যোগিদিগের সংসার বাসনার বিরক্তি করে ও কাব্য রসেতে রসিক যে পুরুষেরা তাহাদের প্রীতি জন্মায় এবং কবিতাকর্ত্তা পণ্ডিতদিগের নূতনং কীর্ত্তি প্রকাশ করে অত এব নৃত্যবিদ্যা বিশ্বের উপকার করে তাহার বিবরণ।

গৌড় দেশে লক্ষ্মণসেন নামে এক রাজা ছিলেন তাহার মন্ত্রির নাম উমাপতি এবং নটের নাম গন্ধর্ব্ব। এক সময়ে রাজার সকল কার্য্যাবসরে সেই নর্ত্তক স্নান করিয়া আপনার কপালে এবং কণ্ঠে চন্দনবিন্দু দিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিল। মন্ত্রী উমা পতি ঐ নটকে দেখিয়া কৌতুকার্থে সংস্কৃত বাক্যের ধারানু সারে যে পরিহাস করিলেন তাহার বিবরণ এই। যে শব্দের উপরে এক বিন্দু থাকে অর্থাৎ অনুস্বার থাকে সে শব্দ ক্লীব লিঙ্গ হয়। মন্ত্রী নটের ললাটে চন্দনের এক বিন্দু দেখিয়া উপ হাস করিলেন যে হে নট তোমার ললাটে এক বিন্দু দেখিতে ছি অতএব তুমি কি ক্লীব নট ক্লীবলিঙ্গ নট শব্দের অর্থ মূর্খ। নর্ত্তক ঐ কথা শুনিয়া উত্তর করিল হে উমাপতিধর আমার কণ্ঠেতে আর এক চন্দন বিন্দু আছে আমি পুং নট পুংলিঙ্গ নট শব্দের অর্থ নর্ত্তক আর তদ্বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞ। অতএব আমি নর্ত্তক বটি কিন্তু নৃত্যবিদ্যাতে সর্ব্বজ্ঞ। উমাপতি মন্ত্রী নর্ত্তকের উত্তর শুনিয়া কোপ করিয়া কহিলেন রে নটাধম তুই চার এবং জায়া জীব আমাকে এই প্রকার দুর্ব্বাক্য কহিলি তোর বিবেচনায় কি আমি উমাপতিধর উমাপতিধরের অর্থ এই উমাপতি মহাদেব তাহাকে যে ধারণ করে অর্থাৎ বহন করে সে বৃষ তুই কি আ মাকে বৃষ কহিলি। নট উত্তর করিল যে তুমি আমাকে প্রথমতঃ ঐ রূপ পরিহাস করিয়াছ যেমত কং শব্দের অর্থ ব্রহ্মা কং শ ব্দের অর্থ মস্তক সেই প্রকার আমাকে ক্লীব নট কহিয়া মূর্খ

কহিয়াছ আমি সেই কথার উত্তরের নিমিত্তে কহিয়াছি আমি যে পুংনট অর্থাৎ আমি নর্ত্তক অথচ সর্ব্বজ্ঞ। উমাপতি মন্ত্রী ক্রোধ করিয়া কহিলেন যদি তুমি সর্ব্বজ্ঞ হও তবে ভবভূতি পণ্ডিত কর্ত্তৃক নাটক গ্রন্থের উত্তর ভাগে রামচন্দ্র চরিত্রের যে যে অঙ্গ করণ আছে তাহাই নৃত্য করহ। নর্ত্তক উত্তর করিল ভাল সেই প্রকার নৃত্য করিব। রাজা কৌতুক দর্শনোৎসুক হইয়া সন্ন্যাসীর বেশ আনিয়া নটকে দিলেন। নর্ত্তক ঐ বেশ ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের ন্যায় সাজিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। পরে সীতাকে স্পর্শ করিতে বাসনা করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে না পারিয়া ভূমিতে পড়িল এবং আপনাকে রামচন্দ্র জ্ঞান করিয়া সীতার অপ্রাপ্তি জন্য শোকেতে প্রাণ ত্যাগ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হইল। জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যে নর্ত্তক আপনাকে রামচন্দ্র বোধ করিয়া প্রেয়ার বিরহেতে দুঃখযুক্ত হইয়া আপনার মনে এই সঙ্কল্প চিন্তা করিল যে সেই মহাবন এই এবং বট বৃক্ষ এই অ সীতা আমার হৃদয় স্পর্শ করিতেছেন আমি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিলাম না নট মরণ সময়ে এইরূপ আপনাকে রামচন্দ্র জ্ঞান করিয়া মুনির ন্যায় মোক্ষ প্রাপ্ত হইল।

ইতি নৃত্যবিদ্যকথা সমাপ্তা।

অথ ইন্দ্রজালবিদ্য কথা।

অপ্রকৃত বস্তুতে যে প্রকৃত ভাব দর্শন করান তাহার নাম ইন্দ্রজালবিদ্যা তাহাতে কুশল যে পুরুষ তাহার নাম ঐন্দ্রজালিক। তাহার উদাহরণ এই।

শালমলী বনের নিকটে পক্ষধর নামে এক পণ্ডিত তিনি ইন্দ্রজাল বিদ্যাতে নিপুণ ছিলেন এবং সময় বিশেষে রাজাদি

গকে ইন্দ্রজালবিদ্যার কৌতুক দেখাইয়া সন্তুষ্ট করিতেন সেই দেশের রাজার শ্বশুরের নাম দেবরাজ তিনি এক উৎসব সময়ে রাজাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। রাজা দেবরাজের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া ও কৃতাহ্নিক হইয়া ক্ষুধার অসহিষ্ণুতাপ্রযুক্ত পাক সম্পন্ন হওয়ার অপেক্ষা না করিয়া দিবসের প্রথম প্রহরেতেই ভোজন করিবার নিমিত্তে ঘোটকারোহণ করিয়া শ্বশুরালয়ে চলিলেন। দেবরাজ এ সংবাদ শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন যে রাজা আমার জামাতা ইনি পরম মান্য আমার গৃহে ভোজন করিতে আসিতেছেন কিন্তু আমার ঘরে এখন পর্য্যন্ত পাকারম্ভ হয় নাই কি করিব। সেইসময় পক্ষধর পণ্ডিত দেবরাজকে কহিলেন হে দেবরাজ তুমি কিছু ভয় করিও না তুমি কোন প্রকারে লজ্জা পাইবা না আমি রাজাকে আহ্বান করিতে যাইতেছি কিন্তু আমি পথেতে তাঁহাকে কৌতুক দর্শন করাইব যখন এখানে পাক সম্পন্ন হইবে তখন তিনি তোমার গৃহে আসিবেন পশ্চাৎ পক্ষধর পণ্ডিত পথেতে রাজার সম্মুখে ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রভাবে যেং ব্যাপার করিলেন তাহার বিবরণ এই। দুই বলবান মেষ তুল্য সামর্থেতে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল সেই যুদ্ধের অবসানে দুই মল্ল অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল তাহারপর এক বকপক্ষির মুখহইতে কতকগুলি সফরি মৎস্য নির্গত হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইল সেই স্থলে অকস্মাৎ নদীপ্রবাহ আসিয়া উপস্থিত হইল তাহাতে ঐ মৎস্য সকল ক্রীড়া করিতে লাগিল তদনন্তর কুকুরের ভয়েতে এক মৃগ অতিদূর পলায়ন করিতেছে। রাজা পথমধ্যে এই সকল কৌতুক দেখিতে যে কালক্ষেপণ করিলেন তাহার মধ্যে দেব

রাজের ঘরে অন্ন ও ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইল অনন্তর পক্ষধর পণ্ডিত রাজাকে আহ্বান করিলেন। শ্বশুরের গৃহে আসিয়া ভোজন করিলেন এবং ভোজনাবসানে আমিমিথ্যা মেঘ যুদ্ধাদি দর্শন করিয়াছি ইহা জানিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়া সেই ঐন্দ্রজালিক পক্ষধর পণ্ডিতকে নানা রত্নাদি দানেতে সন্তুষ্ট করিলেন। ইন্দ্রজালবিদ্যার ব্যাপার দেখিয়া ভূপতিরা নানারত্নদান করেন এবং পাণ্ডিতেরা সন্তুষ্ট হন অতএব ইন্দ্রজালবিদ্যাতে কোন্ লোক চমৎকৃত না হন্ অর্থাৎ সকল লোক চমৎকৃত হন ইতি ইন্দ্রজালবিদ্যকথা সমাপ্তা।

অথ পূজিত বিদ্যকথা।

রাজারা যে বিদ্যার পূজা করেন অর্থাৎ যে প্রশস্ত বিদ্যা হেতুক ঐ বিদ্যাবানের পূজা করেন সেই বিদ্যাযুক্ত যে পুরুষ তাঁহার নাম পূজিতবিদ্য। তাহার বিবরণ এই

ধারা নগরীতে ভোজনামে এক রাজা ছিলেন। কোন পণ্ডিত প্রাতঃকালে রাজার সভায় আসিয়া এক কবিতা পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই। হে ভোজ রাজ তোমার কীর্ত্তি সর্ব্বত্র ব্যাপিনী হইয়াছে তাহাতে সকল সমুদ্র ক্ষীরোদসমুদ্রের ন্যায় হইয়াছে এবং সর্প বাসুকির ন্যায় হইয়াছে ও পর্ব্বত সকল কৈলাসের মত হইয়াছে আর তোমার দানেতে সকলে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে কিন্তু আমার ভার্য্যার কাচের যে ২ অলঙ্কার সে সকল কেন মুক্তা না হইল। ভোজরাজ ঐ কবিতা শুনিয়া অতি সন্তুষ্ট হইয়া ঐ কবিকে তুলাপরিমিত মুক্তা দান করিলেন। কবি সেই মুক্তা পাইয়া চরিতার্থ হইয়া গৃহে গেলেন লোক সকল ভোজরাজের সেই কীর্ত্তি অদ্যাপি গান করিতেছেন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন

যে রাজার পাণ্ডিত্য নাই তাঁহার রাজ্যেতে কি ফল এবং অ তার পাণ্ডিত্যে কি প্রয়োজন ও দাতারদিগের সেই দানেতে কি ফল যাহাতে পণ্ডিত দিগের মর্য্যদা না হয় অপর মহাকবিদিগের কাব্যরূপা যে লতা সে কল্পবৃক্ষকে জয় করিবার মানসেতে কোটি২ বার স্বর্ণ ও রত্ন প্রসব করিয়াছে কিন্তু সেই গুণজ্ঞ ও দাতা ভোজরাজ স্বর্গগত হইলে এখন সেই কাব্যলতা কেবল শ্রবণরূপ ফল প্রসব করিতেছে। ইতিপূজিত বিদ্য কথা সমাপ্তা ॥

অথ অবসন্নবিদ্য কথা।

রাজার অজ্ঞত্ব দোষেতে যে পুরুষের বিদ্যা অবসন্না হয় পণ্ডিতেরা সেই পুরুষের নাম অবসন্নবিদ্য করিয়া বলেন তাহার উদাহরণ এই।

গঙ্গার দক্ষিণতীরে রাঢ়া নগরীতে নিরপেক্ষ নামে এক রাজা ছিলেন। এক সময়ে বাণ্ডিলাস নামা এক পণ্ডিত তিনি দুর্ভাগ্য বশে রাজা এই শব্দমাত্রে লোভান্ধ হইয়া এ রাজার নগরে উপস্থিত হইলেন। পশ্চাৎ রাজারপ্রিয়মন্ত্রির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন হে বিচক্ষণ আমাকে রাজ দর্শন করাও। মন্ত্রী তাহা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে হে কবিরাজ এ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাতে তোমার কি ফল হইবে যে হেতুক তুমি কবি পরম মান্য এই রাজা অবিজ্ঞ অতএব আমি অনুভব করি যে তোমাদিগের দুই জনের পরস্পরালাপে কিছু সুখ হইবে না যে রাজার রাজ্য কেবল আপনার ভোগের নিমিত্তে হয় আর যদি তাহার গুণজ্ঞতা না থাকে তবে সেই রাজার ধর্ম্ম অঙ্গহীন হয় আমি এই বিবেচনা করি। কবি উত্তর করিলেন হে সচিব এই রাজা অজ্ঞ বটেন। কিন্তু আমার কবিতা শুনিয়া অবশ্য স

হৃষ্ট হইবেন শুন নানারসযুক্ত যে উত্তম শব্দ তাহাতে এবং অর্থ আর গুণেতে ভূষিত এমত যে কবিতা তিনি কর্ণ হৃদয় বন্ত এমন কোন্ লোককে সন্তুষ্ট করিতে না পারেন অর্থাৎ যাহার কর্ণ আছে এবং মন আছে এমত সকল লোককেই সন্তুষ্ট করিতে পারেন। অপর শ্রোতা যদি কবির কাব্যেতে মনোযোগ না করেন তবে অপরাধী হন কিন্তু যদি কাব্যের দোষেতে শ্রোতা অপ্রসন্ন হইয়া কবিতাতে মনোযোগ না করেন তবে সেই দোষ কাব্য কর্ত্তার হয় আর ও কহিতেছি শ্রোতব্য যে অমৃত তুল্য বাক্য তাহা শুনিয়া যে লোক সন্তুষ্ট না হয় সেই লোক বৃষতুল্য আমি বুঝি সে কেবল ঘাস গ্রাসাতেই সন্তুষ্ট হয়। মন্ত্রী কহিলেন যে লোক কিছু শুনে না এবং বুঝে না আর বুঝিলেও কিছু দেয় না পণ্ডিত লোক তাহাকে কাব্য শুনাইয়া কি লাভ করিবেন। অতএব কহি যে আপনি এই রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। ঐ পণ্ডিত পুনশ্চ কহিলেন হে মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ আমার কবিতা কর্ণ পথে প্রবেশ করিয়া যাহার হৃদয় আর্দ্র না করে এমত লোক অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ সকল লোকের হৃদয় আর্দ্র করে অতএব আমি অবশ্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিব। অনন্তর মন্ত্রী নানা প্রকার যত্ন করিয়া ঐ কবিরাজকে রাজার নিকটে উপস্থিত করিলেন। ঐ পণ্ডিত রাজাকে দেখিয়া যে কবিতা পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই হে রাজন্ তুমি যে২ যুদ্ধ করিয়াছ তাহাতে তোমার শত্রু সকল যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিয়া স্বর্গ বাসী হইয়াছে সম্প্রতি তাহাদের সহিত বিবাহবাসনাতে মদনোৎসব সংযুক্তা যে দেবকন্যা সকল তাহারা সর্ব্বদা ইন্দ্রের পুরদ্বারে তোমার খড়্গলতার নূতন পুষ্পের ন্যায় ও সংগ্রাম সাগরের ফেণার ন্যায় যে তোমার শুভ্র যশ তাহার প্রশংসা করিতেছেন

তাহার কারণ এই যে তুমি যুদ্ধ করিয়া শত্রুগণ নষ্ট করিয়া
ছ সেই শত্রুগণ সংগ্রামে মরিয়া দেবত্ব পাইয়াছে এবং সেই দে
বতাদিগের সহিত অনেক দেবকন্যাদের বিবাহ প্রসঙ্গ হইয়া
ছে অতএব ঐ দেবকন্যাদিগের বিবাহ হওনের কারণ তুমি হই
য়াছ এপ্রযুক্ত সেই দেবকন্যারা তোমার যশঃ প্রশংসা করি
তেছেন। রাজা ঐ কবিতা শুনিয়া কহিলেন হে মন্ত্রী এই লোক
পক্ষির কোলাহলের ন্যায় কি প্রলাপ বাক্য কহিল। মন্ত্রী উত্ত
র করিলেন হে মহারাজ ইনি মহাকবি মহারাজের যশোবর্ণনা
করিতেছেন অতএব ইহার কিছু পূজা করা উপযুক্ত হয়। তাহা
শুনিয়া রাজা কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন কি কারণ ইহার
পূজা উপযুক্ত হয় এ লোকের কবিতাতে কি আমার সৈন্যের
অথবা ধনের কিছু বৃদ্ধি হইবে। মন্ত্রী উত্তর করিলেন হে মহা
রাজ সৈন্যের ও ধনের প্রধান ফল যশ কবির কাব্যেতে সেই
যশ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত থাকে তাহা কহিতেছি কল্পারম্ভের প্রথ
ম সময়াবধি যে যে যে রাজা গত হইয়াছেন তাহারা ধনদ্বারা
কবিদিগের পূজা করিয়াছিলেন তন্নিমিত্তে কবিরাও সেই কালে
সেই সকল নরপতিদিগের যশোবর্ণনা সর্ব্বত্র করিয়াছেন এখন
কার পণ্ডিতেরাও সেই যশোবর্ণনার শ্লোক পাঠ করিতেছেন
তাহাতে সেই সকল রাজাদিগের যশ অদ্যাপি প্রকাশ পা-
ইতেছে তদ্ভিন্ন যে লোক সকল তাহারা জন্মিয়া কে না মরি
য়াছেকিন্তু তাহারা আপানার ঘরের বাহিরে পরিচিত হয় নাই
আর যেমত উত্তম পাত্রেতে স্বর্ণ থাকে এবং মৃত্তিকাতেই বৃক্ষ
থাকে সেই প্রকার কবির বাক্যেতেই রাজাদিগের যশ থাকে
তন্নিমিত্তে আপনি এই কবিরাজের পূজা করুন। রাজা উত্তর ক
রিলেন যে যশোবর্ণনাতে ধনব্যয় হয় সেই যশোবর্ণনাতে [illegible]

মাত্র কিছু প্রয়োজন নাই পরে কহিলেন ওরে আমার নিকটস্থ লোকেরা তোরা কি দেখিতেছিস্ এই দুরাত্মা পরচিত্তাপহারক এ আমার ধন লইতে ইচ্ছা করিতেছে এই বঞ্চককে তোরা কি নিবারণকরিতে পারিস্ না। তদনন্তর বেত্রধারি পুরুষেরা রাজার আজ্ঞা পাইয়া ঐ কবিরাজের গলেতে হাত দিয়া দ্বারের বাহিরে আনিল। কবিরাজ সেই অপমানেতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পুনর্ব্বার এক কবিতা পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই আমি ভ্রান্তিক্রমে যে গুরুশুশ্রুষা করিয়াছি এবং নিদ্রাদিজন্য সুখত্যাগ করিয়া ব্যাকরণ এবং কাব্য ও অলঙ্কারাদি নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়াছি সে সকল বৃথা হইয়াছে এখন এই বোধ হইতেছে যে লক্ষ্মী নীচপ্রিয়া তাহাতেই এই মথ রাজা হইয়াছে হা ইহার উপাসনা করিয়া আমার এই দুর্গতি হইল অতএব হে বাগ্‌দেবী তুমি আমার নিকটহইতে দূরে যাও ইহা কহিয়া কবিতা সন্ন্যাস করিলেন অর্থাৎ কবিতা ব্যবসায় করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিলেন সেই সময়ে ঐ মন্ত্রীবাহিরে আসিয়া ঐ পণ্ডিতের কথা শুনিয়া কহিলেন হে কবিরাজ তুমি কি করিলা অজ্ঞানের ন্যায় ক্রোধ করিয়া আপনার হানি করিলা শুন নানা রসেতে এবং অলঙ্কারেতে যুক্তা ও উত্তম পদেতে রচিতা যে কবিতা তিনি পণ্ডিতদিগের সুখের কারণ হন এবং বিদেশে নানা উপকার করেন এমত যে কবিতা তাহা তুমি অন্য নির্গুণ লোকের দোষেতে কেন ত্যাগ করিলা পণ্ডিতের অন্তঃকরণ কখন ও কোপের আকর হয় না অর্থাৎ পণ্ডিতেরঅন্তঃকরণেকখনওকোপ জন্মে না অপর যেমত সতী স্ত্রী বেশ্যার সম্পত্তি দেখিয়া আপনার কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কখন ও বেশ্যার ধর্ম্ম আশ্রয় করে না সেই প্রকার গুণবান্ লোকেরা মূর্খকে ধনবান দেখিয়া

রাজা দেখিয়া আপনার বিদ্যার অনুশীলন ত্যাগ করিয়া মূর্খের ন্যায় কার্য্য করেন না। কবিরাজ ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন হে মন্ত্রিরাজ আমি এই রাজার মুখে নিন্দা শুনিয়া এবং রাজা কর্ত্তৃক অতিশয় তিরস্কৃত হইয়া অত্যন্ত দুঃখেতে কবিতা ত্যাগ করিলাম। মন্ত্রী উত্তর করিলেন এই নিন্দাতে তোমার কি হানি যে কোন লোক আপনার অজ্ঞানতা প্রযুক্ত সাধু লোকের নিন্দা করে সে নিন্দা ঐ নিন্দকের হয় তাহাতে সাধু লোক নিন্দিত হন না। অনন্তর মন্ত্রী ঐ কবিরাজকে অনেক স্বর্ণ দিয়া নিজগৃহে বিদায় করিলেন। কবিরাজ ঐ ধন পাইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন কিন্তু পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে কবিতা চর্চ্চা ত্যাগ করিলেন তাহাতে ঐ পণ্ডিতের বিদ্যা অবসন্না হইল।

ইতি অবসন্নবিদ্য কথা সমাপ্তা।

অথ অবিদ্য কথা।

যে মনুষ্য বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস না করে সেই ব্যক্তি সকল লোক কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়া কালক্ষেপণ করে এবং সে যদি সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর পতি হয় তথাপি সকল লোক তাহাকে মূর্খ বলে। এবং মূর্খের সম্পত্তি দেখিয়া কোন পুরুষ বিদ্যাতে উদাসীন হয় নানা রত্নযুক্ত যে মূর্খ সে কখনও যশস্বী হয় না। তাহার উদাহরণ এই।

তীরভুক্তি নামে এক রাজধানী তাহার নিকটে কোন গ্রামে ব্রবিধর নামে এক মূর্খ ব্রাহ্মণ বাস করেন তিনি অতিশয় ধনবান ছিলেন কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া সকল লোক তাঁহাকে উপহাস করে। তাহাতে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া এক সময়ে চিন্তা করিলেন যে মনযোবা [illegible]

আমি বুঝি যে শুদ্ধ বাক্যই মুখের ভূষণ। মূর্খ লোক অশুদ্ধ কথা কহে আর তাহার দোষ খণ্ডন করিতে পারে না তাহাতেই সকল লোক মূর্খকে উপহাস করে অপর যে লোক বাল্যাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস না করে এবং যৌবনাবস্থায় যশঃ সঞ্চয় না করে মাতার ক্লেশকারী সেই পুত্র জান্ময়া এবং পৃথিবীতে থাকিয়া কি কার্য্য করে কিন্তু আমি বৃদ্ধ আমার বিদ্যাভ্যাসের কাল নাই। যে কর্ম্মের যে সময় যদি সেই কালে ঐ কর্ম্ম না করে তবে সেকর্ম্ম কনখও সিদ্ধ হয় না কেবল আয়োজন কর্ত্তা শোক পায় অতএব আমার পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করাই। ব্রাহ্মণ এই বিবেচনা করিয়া ধনব্যয় করিয়া পণ্ডিতের নিকটে মলধর নামে পুত্রকে শাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত করিলেন। পশ্চাৎ মলধরের সহাধ্যায়ি বালকেরা মলধরকে অব্যুৎপন্ন কহে। মলধর এই দুঃখে কহে আর পিতা আমার নাম মলধর রাখিয়াছেন ইহাতেই পিতার অপাণ্ডিত্য প্রকাশ হইয়াছে এই খেদেতে সকল দুঃখ নিবারণের নিমিত্তে অতিশয় যত্নপূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া সকল শাস্ত্রের পারগত হইলেন। অনন্তর ঐ রবিধর ব্রাহ্মণ পুত্রের গুণেতে আপনি গর্ব্বিত হইয়া মলধর নামা পুত্রকে সঙ্গে লইয়া রাজার নিকটে গেলেন। রাজা রবিধরকে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন সমাচার কহ। রবিধর ব্রাহ্মণ রাজার মিষ্ট বাক্য শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া আপনার পাণ্ডিত্য প্রকাশের নিমিত্তে সংস্কৃত বাক্যেতে কহিলেন যে আমার জ্ঞান নাই এই অর্থে মম জ্ঞানংনাস্তি এই সংস্কৃত বাক্য হইতে পারে তাহা কহিতে না পারিয়া জ্ঞানো নাস্তি মেব এই অশুদ্ধ সংস্কৃত বাক্য কহিল। তাহা শুনিয়া রাজা কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন সজ্জনেরা অধোবদন হইলেন খল লোকেরা হাস্য করিতে লাগিল। সেই

সময় মলধর লজ্জিত হইয়া উপহাসক দিগকে কহিলেন হে অজ্ঞান সকল তোমারা কেন আমার পিতাকে উপহাস করিতেছ আমার পিতা যে বাক্য কহিয়াছেন তাহার অর্থ তোমরা বুঝিতে পার নাই জ্ঞানো নাস্তি মেব এই বাক্যের অর্থ শুন জ্ঞাশব্দের অর্থ জ্ঞান নোশব্দের অর্থ আমাদিগের নাস্তি শব্দের অর্থ নাই নাশব্দের অর্থ লক্ষ্মী ইবশব্দের অর্থ সদৃশ ইহাতে সমুদায়ের অর্থ এই আমাদিগের জ্ঞান নাই লক্ষ্মীর ন্যায় অর্থাৎ আমাদিগের যেমত লক্ষ্মী নাই সেই মত জ্ঞানও নাই অতএব আমার পিতা আপনাদিগের নির্ধনতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই অর্থ শুনিয়া সভাস্থ লোকেরা চমৎকৃত হইলেন রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মলধরকে অনেক ধন দিলেন এবং কহিলেন সাধু মলধর এবং সাধু তুমি অশুদ্ধ বাক্যের শুদ্ধ অর্থ করিলা কিন্তু এই প্রকার অর্থ করাতে মলধরের পাণ্ডিত্য প্রকাশ হইল তাঁহার পিতার অত্যন্ত মূর্খতা প্রকাশ হইল। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে পুত্র মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেও পিতার অযশ দূর হয় না অতএব মনুষ্য নিজ গুণেতেই সর্ব্বত্র যশস্বী হন।

ইতি অবিদ্যকথা সমাপ্তা।

অথ খণ্ডিত বিদ্যকথা।

যে লোক কোন বিদ্যার এক দেশ জানিয়া অর্থাৎ কিঞ্চিৎ জানিয়া সেই বিষয়ে আপনার সর্ব্বজ্ঞতা প্রকাশ করে পণ্ডিতেরা সভার মধ্যে সেই লোককে উপহাস করেন তন্নিমিত্তে সকল লোক তাহাকে খণ্ডিতবিদ্য কহেন। তাহার উপাখ্যান এই গোরক্ষপুর রাজধানীতে উদয়সিংহ নামে এক রাজা ছিলেন তিনি শরৎকালে জগদীশ্বরীর পূজারম্ভ করিয়া চণ্ডীপাঠের

নিমিত্তে অনেক ব্রাহ্মণকে বরণ করিলেন সেই সময় উত্তম পরিচ্ছদ ও তিলকধারী এবং মহাদাম্ভিক ও পরম সুন্দর দেবশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ তিনি শুকপক্ষির ন্যায় কতকগুলি অভ্যস্ত শ্লোক উচ্চারণ করিতেছেন অর্থাৎ শুক পক্ষী যেমত অভ্যস্ত শব্দ উচ্চারণ করে তাহার অর্থ জানে না ব্রাহ্মণও সেই রূপ শ্লোকোচ্চারণ করিতেছেন তাহার অর্থ জানেন না রাজা তাহাকে দেখিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক চণ্ডীপাঠের নিমিত্তে বরণ করিলেন। দেবশর্ম্মা সঙ্কল্প করিয়া বর্ণপাত ও স্বরবর্ণ বিপর্য্যয় করিয়া চণ্ডীপাঠ করিয়া আপনার অপরাধ মার্জ্জনার নিমিত্তে এক সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই হে মাতঃ এই পাঠেতে যেং অক্ষর পতিত হইয়াছে এবং মাত্রাহীন হইয়াছে তন্নিমিত্তে আমার যে অপরাধ হইয়া থাকে তাহা ক্ষমা করিতে তুমি যোগ্যা হও এই শ্লোকের শেষ ক্ষমা করিতে যোগ্যা হও এই অর্থে ক্ষন্তু মর্হসি এই সংস্কৃত বাক্য হইতে পারে ব্রাহ্মণ তাহা না কহিয়া ক্ষন্তু মর্হসি এই বাক্য কহিলেন। সেই সময় শুভঙ্কর নামে রাজ পুরোহিত কহিলেন হে দেবশর্ম্মা তুমি অশুদ্ধ চণ্ডীপাঠ করিয়া সেই অশুদ্ধ সমাধানে আপনার অপরাধ মার্জ্জনার নিমিত্তে পুনর্ব্বার অশুদ্ধ কবিতা পাঠ করিলা এ তোমার বড় মূর্খতা সকল ব্রাহ্মণ ঐ কথা শুনিয়া দেবশর্ম্মাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন পরে রাজা কহিলেন যদি এই ব্রাহ্মণ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে না পারিবে তবে কেন ইহাতে প্রবৃত্ত হইল অতএব এই ব্রাহ্মণ অতি মূর্খ ও নিতান্ত অধার্ম্মিক প্রবীণ লোকেরা কহিয়াছেন যে লোক অপঠিত শাস্ত্রে আপনার বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করে সে সভা মধ্যে নিন্দিত হয় এবং খণ্ডিতবিদ্য নামে খ্যাত হয় আর ঐ নিন্দা সেই খণ্ডিতবিদ্য লোকের মৃত্যু হইতে অধিক দুঃখ

দায়িনী হয় । ইতি খণ্ডিত বিদ্যকথা সমাপ্তা ।

অথ হাস্যবিদ্যকথা ।

যে লোক অঙ্গের ও বাক্যের বিকৃতি দ্বারা ধনিদিগকে হাস্য যুক্ত করে সেই পুরুষ সর্ব্বত্র হাস্যবিদ্য রূপে খ্যাত হয় । তাহার উদাহরণ এই ॥

কাঞ্চীপুরীতে সুপ্রতাপ নামে এক রাজা থাকেন । সেই নগরীতে চারি চোর কোন ধনবানের ঘরে সিঁধ দিয়া অনেক ধন চুরি করিয়া যখন ঘরের বাহিরে আইসে তখন নগর রক্ষকেরা সিঁধের দ্বারে ঐ সকল দ্রব্যের সহিত চোর সকলকে ধরিয়া নরপতির নিকটে উপস্থিত করিল । রাজা তাহারদের বৃত্তান্ত শুনিয়া বিচারদ্বারা তাহাদিগকে চোর অবধারিত করিয়া ঘাতুক পুরুষদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে এই চোরগণকে শূলে দিয়া নষ্ট কর । দণ্ড নীতি শাস্ত্রবেত্তারা কহিয়াছেন যে শিষ্ট লোকের সম্বর্দ্ধনা ও দুষ্ট লোকের দমন করা রাজার ধর্ম্ম । অনন্তর নরপতির আজ্ঞানুসারে ঘাতুক পুরুষেরা ঐ চোরগণকে নগরের বাহিরে লইয়া তাহাদের তিন জনকে শূলে দিয়া নষ্ট করিল । সেই সময়ে চতুর্থ চোর চিন্তা করিল যে মরণ নিকটোপস্থিত হইলে আত্ম রক্ষার উপায় চিন্তা কর্ত্তব্য হয় কিন্তু লোকের মৃত্যু হইলে সকল উদ্বোগ নিষ্ফল হয় আর কোন লোক ব্যাধিতে পীড়িত হইয়া এবং রাজদণ্ডে ম্রিয়মাণ হইয়া যদি আত্ম রক্ষার উপায় করিতে পারে তবে সেই ম্রিয়মাণ লোক যমের দ্বার হইতে ফিরিয়া আইসে অতএব আত্ম রক্ষার কোন উপায় করি ইহা স্থির করিয়া কহিল ও ঘাতুক পুরুষ সকল তোমরা আমাদিগের তিন জনকে নষ্ট করিয়াছ কিন্তু আমাকে একবার

রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া পশ্চাৎ নষ্ট কর তাহার কারণ এই যে আমি এক উত্তম বিদ্যা জানি আমি পঞ্চত্ব পাইলে সেই বিদ্যার প্রচার থাকিবে না অতএব আমি সেই বিদ্যা রাজাকে শিক্ষা করাইব তাহার পর তোমরা আমাকে নষ্ট করিও তথাপি পৃথিবীতে সেই বিদ্যা থাকিবে। ঘাতুকেরা ঐ কথা শুনিয়া কহিল ও চোর তুই অতি মূর্খ বধস্থানে আসিয়া ও এখন বাঁচিবার ইচ্ছা করিতেছিস্ তুই নরাধম রাজা কেন তোর বিদ্যা গ্রহণ করিবেন। চোর পুনশ্চ কহিল রে ঘাতুকেরা তোরা কি রাজার কার্য্য ক্ষতি করিবি যদি রাজা শুনেন তবে অবশ্য এই বিদ্যা গ্রহণ করিবেন বরং রাজা তোদের প্রতি তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ করিবেন। ঘাতুকেরা চোরের কথাক্রমে রাজাকে ঐ বিদ্যার সংবাদ কহিল। রাজা তাহা শুনিয়া কৌতুকার্থে সেই চোরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ওরে চোর তুই কি বিদ্যা জানিস্। চোর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল মহারাজ আমি সুবর্ণ কৃষি বিদ্যা জানি। রাজা তাহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন বড় আশ্চয্য। চোর নিবেদন করিল হে রাজাধিরাজ এক সর্ষপ পরিমিত সুবর্ণের বীজ করিয়া নিয়ম মত মৃত্তিকায় বুনিলে এক মাসেতে ঐ বীজ স্কন্ধের ন্যায় অতি স্থূল হইবে তাহার প্রতি ক্ষেতে এক পল পরিমিত স্বর্ণ পুষ্প হইবে মহারাজ আপনি দেখিলেই জানিতে পারিবেন। রাজা আশ্চর্য্য বোধ করিয়া কহিলেন ও চোর ইহা সত্য। চোর গল বস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া উত্তর করিল যে মহারাজের সম্মুখে কে মিথ্যা কহিতে পারে যদি আমার কথার কিছু অন্যথা হয় তবে এক মাসের পর আমার প্রাণ দণ্ড করিবেন এবং যদি সত্য হয় তবে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন রাজা কৌতুক দেখিবার নিমিত্তে

কহিলেন যে তাহা কর। অনন্তর চোর স্বর্ণকার দ্বারা সুবর্ণের সর্ষপ পরিমিত বীজ নির্ম্মাণ করিয়া রাজার অন্তঃপুর মধ্যে ক্রীড়াসরোবরের নিকটে ভূমি পরিষ্কার করিয়া নিবেদন করিল হে মহারাজ সকল প্রস্তুত হইয়াছে সম্প্রতি এই বীজ বপন কর্ত্তা কোন লোককে দিতে আজ্ঞা হউক। কহিলেন তুই বীজ বপন কর। চোর উত্তর করিল হে মহারাজ স্বর্ণবীজ বুনিতে আমার অধিকার নাই যদি অধিকার থাকিত তবে এমত বিদ্যা জানিয়া আমি দুঃখি হইতাম না যে লোক কখন কোন দ্রব্য চুরি না করিয়া থাকেন তিনি এই বীজ বুনিতে পারেন অতএব মহারাজ এ বীজ বপন করুন। রাজা কিঞ্চিৎ কাল ভাবনা করিয়া কহিলেন যে আমি সন্যাসিদিগকে দিবার নিমিত্তে পিতার নিকট হইতে কিছু ধন লইয়া সন্যাসিগণকে কিঞ্চিৎ দিয়াছিলাম কিছু আপনি লইয়াছিলাম এ কার্য্যও এক প্রকার চুরি হয় অতএব আমি বীজ বপন করিতে পারি না। চোর ঐ কথা শুনিয়া কহিল তবে মন্ত্রী বপন করুন। মন্ত্রী কহিলেন আমি রাজকীয় ব্যাপারে নিযুক্ত আছি কি প্রকারে কহিব যে আমি কখন চুরি করি নাই। পরে চোর কহিল তবে ধর্ম্মাধিকারী বপন করুন ধর্ম্মাধিকারী উত্তর করিলেন আমি বাল্য কালে মাতার স্থাপিত মোদক চুরি করিয়াছিলাম। চোর এই সকল কথা শুনিয়া কহিল হা যদি আপনারা সকলেই চুরি করিয়াছেন তবে কেবল আমার প্রাণ দণ্ড কেন হয়। সভাস্থ সকল লোক চোরের কথা শুনিয়া হাস্যকরিতে লাগিলেন এবং রাজাও কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন ও চোর তোর প্রাণ দণ্ড হইবে না পরে মন্ত্রিগণের প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন ও মন্ত্রিগণ এই চোর দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াও বুদ্ধিমান এবং হাস্য রসে

প্রবীণ বটে অতএব আমার নিকটে থাকুক প্রসঙ্গ ক্রমে আমা কে সন্তুষ্ট করিবে। রাজার আজ্ঞাতে চোর বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া নরপতির নিকটে থাকিল। সেই কালে সকল লোক বিবেচনা করিলেন সংসারের মধ্যে চোর হইতে অধম কেহ নাই সেই চোর হাসবিদ্যাতে আপনার মৃত্যু বারণ করিয়া রাজার প্রিয়পাত্র হইল অতএব হাস্যবিদ্যা অন্য২ উপবিদ্যা হইতে উত্তমা॥ ইতি হাসবিদ্য কথা সমাপ্তা ॥

বীর অথচ বুদ্ধিহীন এবং বুদ্ধিমান অথচ বীর্য্যহীন এই দুই প্রকার পুরুষ দিগের লক্ষণ সকল গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে কহিলাম না। অন্য পণ্ডিতেরা গ্রন্থান্তরে কহিয়াছেন। বিদ্যা ও বুদ্ধি আর বীরত্ব প্রভৃতি উত্তম গুণ সকল সম্পূর্ণ রূপে এক ব্যক্তিতে থাকে না ঐ সমুদায় সামগ্রীর আধার ত্রৈলোক্যের মধ্যে তিন পুরুষ আছেন অর্থাৎ ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন পুরুষোত্তমেতে সর্ব্বদা সকল গুণ সম্পূর্ণ রূপে থাকে। কিন্তু ভূমণ্ডলের মধ্যে অন্য২ লোক হইতে শিবসিংহ রাজাতে অনেক গুণ আছে এবং শিবসিংহ রাজা নারায়ণ তুল্য ও শিবতুল্য রূপে প্রকাশ পাইতেছেন তাহার বিবরণ এই লক্ষ্মী শব্দের দুই অর্থ নারায়ণের স্ত্রী আর ধন নারায়ণ লক্ষ্মীপতি শিবসিংহ রাজা ধনস্বামী হইয়া লক্ষ্মীপতি এবং নারায়ণ কৃষ্ণবর্ণ শিবসিংহ রাজা কৃষ্ণবর্ণ এই সকল সমান গুণেতে শিবসিংহ রাজা নারায়ণ সদৃশ হইয়াছেন আর শিবসিংহ রাজা শিব তুল্য রূপে খ্যাত হইয়াছেন তাহার বিবরণ মহাদেব সর্ব্বজ্ঞ শিবসিংহ রাজা সকল শাস্ত্র ও সকল কার্য্য জানেন অতএব সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি ধারণ করেন এই কারণ বিভূতি ভূষিতাঙ্গ শিবসিংহ রাজা

সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিধান করেন অতএব বিভূতি ভূষিতাঙ্গ আর মহাদেব বৃষের উপরে অবস্থিতি করেন ইহাতেই বৃষস্থিত শিবসিংহ রাজা নিরন্তর ধর্ম্ম কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন অতএব বৃষ স্থিত এই সকল তুল্য কারণেতে শিবসিংহ রাজা শিবতুল্য ॥

সমস্ত প্রকরণে বিরাজমান এবং নারায়ণ তুল্য শিব ভক্তি পরায়ণ মহারাজাধিরাজ শ্রীশিবসিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি পণ্ডিত কর্তৃক বিরচিত পুরুষ পরীক্ষা গ্রন্থে সবিদ্য পুরুষ পরিচায়ক তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

মহারাজা শ্রীযুক্ত ভড়কোল পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনি তোমার উপদেশেতে নানা প্রকার পুরুষদিগকে জানিতে পারিলাম কিন্তু পুরুষত্বের কি ফল তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। মুনি উত্তর করিলেন আমি প্রথমে পুরুষ লক্ষণের মধ্যেই কহি য়াছি যিনি পুরুষার্থযুক্ত হন তিনি পুরুষ অতএব সেই পুরুষার্থ ই পুরুষত্বের ফল জানিবা তাহার বিশেষ কহিতেছি ধর্ম্ম এবং অর্থ আর কাম ও মোক্ষ এই চারি প্রকার পুরুষার্থ এই সকলের মধ্যে প্রথমত ধর্ম্মের বিবরণ কহিতেছি। বেদবাক্যানুসারিক দান এবং অধ্যয়ন ও যাগ প্রভৃতি যে২ কর্ম্ম মনুষ্যের অভীষ্ট সাধক হয় সেই সকল কর্ম্মের নাম ধর্ম্ম। কিন্তু কোন কোন পণ্ডি তেরা কহেন যে ঐ সকল কর্ম্ম জন্য যে অপূর্ব্ব তাহার নাম ধর্ম্ম রাজা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনি সেই ধর্ম্ম বিষয়ে আমা র অনেক সন্দেহ জন্মিয়াছে অতএব তুমি আমার সেই সন্দেহ দূর করিয়া ধর্ম্মের বিবরণ কহ। মুনি জিজ্ঞাসা করিলেন তো মার কি প্রকার সন্দেহ তাহা কহ। পরে রাজা কহিতেছেন চার্ব্বাক প্রভৃতি অনেক বৌদ্ধ পাষণ্ড আছে এবং নৈয়ায়িক আর

ভট্ট ও প্রভাকর প্রভৃতি অনেক তীর্থ বাসীরা আছেন ইহারা পরস্পর মত বিরোধী যে সিদ্ধান্ত তাহাই কহেন আর সর্ব্বদা স্বমত রক্ষা করেন সেই স্বমত রক্ষার নিমিত্তে নানা প্রকার কথা ও কহেন এই সকল নানা প্রকার কথাতে ও ভিন্ন২ মতেতে ধর্ম্ম বিষয়ে আমায় সন্দেহ জন্মিয়াছে অপর পাষণ্ড সকল পর খণ্ডন করিয়া আপন২ মত রক্ষা করে এবং তাহারা বেদবেত্তা দিগের মতের দ্বেষ করে আর বৈদিকেরা ও দর্শনবেত্তারা এ পাষণ্ডদিগের খণ্ডন করেন। অতএব এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশক যে পরস্পর বাগ্‌যুদ্ধ তাহার কোলাহলেতে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের ও বুদ্ধি ভ্রম হয় এই প্রযুক্ত তপস্যাদিতে শ্রদ্ধা ও হয় না। মুনি রাজার কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন হে রাজন তুমি কেন এত সন্দেহ করিতেছ বিধাতার ইচ্ছাতে তুমি যে বংশেতে জন্মিয়াছ তাহাদিগের যে পথ সেই পথেতে চল। দেখ এক যে বিধাতা তিনি সকল বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই সকলের মধ্যে প্রত্যেকের বিশেষ ২ ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন কিন্তু তাহার ইচ্ছাতে তুমি যে বংশে জন্মিয়াছ সেই বংশ পরম্পরা পর্য্যন্ত যে ধর্ম্ম নিরন্তর সেই ধর্ম্মাচরণ কর তাহাতে তোমার ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে যদি তাহার অন্যথা কর তবে তোমার অধর্ম্ম হইবে ইহাতে যদি ধর্ম্ম কি পদার্থ তাহা শুনিতে তোমার নিতান্ত বাসনা হইয়া থাকে তবে আমার কথায় মনোযোগ কর। যে যে পথ আছে তাহার মধ্যে বেদমাতাবলম্বি পুরুষদের যে পথ সেই অত্যুত্তম এবং তর্কানুশীলনেতে অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি যে পণ্ডিত সকল তাহারাও সেই পথেতে গমন করিতেছেন অপর যাহাতে অর্থাৎ যে সকল শাস্ত্রের মধ্যে অঙ্ক শাস্ত্রবেত্তারা জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহার ফল সাক্ষি চন্দ্র ও সূর্য্যের

গ্রহণাদি হইতেছে আর বশীকরণও আকর্ষণ প্রভৃতি ফল সা ধক এবং সকল সন্দেহ নাশক তন্ত্রশাস্ত্র আছেন আর প্রত্যক্ষ ফলক বৈদ্যকশাস্ত্র আছেন এই সকল শাস্ত্রোক্ত অথচ বেদের অবিরোধি যে পথ সেই পথে গমন করিলেই ধর্ম্ম সঞ্চয় হয় রাজা এই সকল উপদেশ পাইয়া মুনিকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনি তীর্থবাসিদিগের নানা প্রকার মত আছে কেহ২ শিবের আরাধনা করেন কোন২ পুরুষেরা নারায়ণের তপস্যা করেন কেহ বা ব্রহ্মার তপস্যা করেন অতএব এই সকল দেবতার মধ্যে কোন দেবতাতে মনঃসংযোগ করিব এই রূপ মহাসন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। মুনি রাজার কথা শুনিয়া পুনশ্চ উত্তর করিলেন যে কোন২ পণ্ডিতেরা মহাদেবকে ঈশ্বর বলেন সেই সকলের মত এক তাহার কারণ এই তার্কিক পণ্ডি তেরা কহেন যে সংসারের এক ঈশ্বর আছেন দ্বিতীয় নাই সেই যে ঈশ্বর তাহার কোন মূর্ত্তিতে মনঃ সংযোগ কর তবে তো মার ভার দূর হইবে। ঈশ্বরেতে মনঃ সংযোগ হওনের কারণ কেবল ধর্ম্ম সেই ধর্ম্ম যে প্রকার তাহা শুন উপবাস ও পূজা এবং ধ্যান আর যাগাদি রূপ যে ঈশ্বরের আরাধনা সেই ধর্ম্ম যে পুরুষ সেই সকল ধর্ম্মাচরণ করেন তাহার নাম ধার্ম্মিক। সেই ধার্ম্মিক তিন প্রকার সাত্ত্বিক ও তামস আর অনুশয়ি ইহাদিগের মধ্যে প্রথমত সাত্ত্বিকের কথা প্রসঙ্গ করিতেছি॥

অথ সাত্ত্বিক কথা।

মিথিলানগরীতে বোধি নামা এক কায়স্থ তিনি নিরন্তর সদ্বংশজাত লোকের মর্য্যাদা রক্ষা করত রাজকীয় ব্যাপার

করিয়া নিজ পরিবারবর্গ প্রতিপালন করেন কিন্তু কোন জীবে
র হিংসা করেন না এবং পরধন গ্রহণ ও পরস্ত্রী হরণ করেন না
কেবল প্রভুদত্ত ধনেতে আত্মীয়বর্গের প্রতিপালন ও পুণ্যকর্ম্ম
করিয়া কালযাপন করেন আর শূদ্রের কর্ত্তব্য যে ঈশ্বর পূজা
তাহা সর্ব্বদা করেন এবং আপনার উপার্জ্জন মত দান ও ব্রাহ্ম
ণের সেবা করেন। ঐ কায়স্থ এই রূপে কিছু কালযাপন করিয়া
পশ্চাৎ অন্য২ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিরন্তর শিব পূজা
পরায়ণ হইয়া কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর চরম
কাল নিকট হইলে সেই কায়স্থ পুরাণের এক কবিতা শ্রবণ কা
লেন তাহার অর্থ এই গঙ্গাদেবী কহিয়াছেন যে পরহিংসা
পরদ্রব্য গ্রহণ আর পরদার সেবা এই সকল কার্য্যেতে পরা
ঙ্মুখ যে পুণ্যবান পুরুষ তিনি কোন সময়ে আমার নিকট
আসিয়া আমাকে পবিত্র করিবেন। ঐ কায়স্থ এই বাক্যেতে
প্রত্যয় করিয়া বিবেচনা করিলেন যে আমি জন্মাবধি এই কা
পর্য্যন্ত কখন পরহিংসা করি নাই এবং পরদ্রব্য হরণ ও পর
গমন করি নাই আর কাহারো অনিষ্ট করি নাই বরং আপন
কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া মিত্রবর্গের হিত কামনায় কালযাপ
করিয়াছি। তবে সম্প্রতি গঙ্গাদেবীর বাক্যের পরীক্ষা কেন না
করি এই পরামর্শ করিয়া গঙ্গাতীরে যাইবার উদ্যোগ করি
গঙ্গাতীরের এক ক্রোশেরমধ্যে উপস্থিত হইয়া এবং সেই
অল্পক্ষণ থাকিয়া পুরাণের সেই শ্লোকের দুই চরণ আর স্ব
দুই চরণ উভয় একত্র করিয়া এক কবিতা পাঠ করিলেন তা
র অর্থ এই পরহিংসা ও পরদ্রব্য হরণ ও পরস্ত্রী গমন এই সকল
কর্ম্মেতে আমি পরাঙ্মুখ হে দেবি সম্প্রতি তোমার নিকট
আসিয়াছি তুমি পবিত্র হও। গঙ্গাদেবী এই কথা শুনিয়া এ

কায়স্থের ভক্তির দৃঢতানুভব করিয়া পরমাহ্লাদপূর্ব্বক কূলস্থ তরঙ্গেতে তীর ভঙ্গ করিয়া ঐ কায়স্থের নিকটে গিয়া এবং কূর্ম্ম মীন মকর শিশুমারযুক্ত যে প্রবাহ তাহার ধবল জলধারাতে সেই কায়স্থকে স্নান করাইলেন। সেই কায়স্থ বিধাতার অবধারিত যে আপন পরমায়ু তাহা সম্পূর্ণ হওয়াতে গঙ্গাজলে দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গেলেন। সেই গঙ্গার অনুগৃহীত পাত্র এবং গঙ্গার মহিমা পরীক্ষক যে কায়স্থ তাহাকে সাধুলোকেরা অদ্যাপি প্রশংসা করিতেছেন। অতএব কহি যেসকল লোকের শরীর নষ্ট হয় এবং ধন নষ্ট হয় ও বন্ধুবর্গ নষ্ট হয় কিন্তু উত্তমা খ্যাতি কখনও নষ্ট হয় না।

ইতি সাত্ত্বিক কথা সমাপ্তা ॥

অথ তামস কথা।

যে পুরুষ বিষয় বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সাহস পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করেন এবং স্বাভাবিক তমো গুণযুক্ত হন তাঁহার নাম তামস ধার্ম্মিক। তাহার বিবরণ এই।

রাঢ়ানগরীতে শ্রীকণ্ঠ নামে এক ব্রাহ্মণ তিনি সকল শাস্ত্রবেত্তা ও নীতিজ্ঞ এবং কবি ছিলেন। এক সময়ে সেই ব্রাহ্মণ প্রথম কালাবধি শিক্ষিত বিদ্যার ফল লাভ ও প্রশংসা লাভের নিমিত্তে রাজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া প্রয়াগতীর্থে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সূর্য্য গ্রহণ সময়ে এক কুম্ভীর ঐ গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের নিকটে তীরস্থ এক গোকে ধরিয়া জলে মগ্ন করে। ব্রাহ্মণ ঐ রূপ গোকে দেখিয়া করুণাযুক্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে প্রয়াগের পর পুণ্যতীর্থ নাই

এবং সূর্য্য গ্রহণ সময়ের ন্যায় উত্তম পুণ্যকাল আর নাই ও পর প্রাণ রক্ষাহইতে অধিক ধর্ম্ম নাই সম্প্রতি পুণ্যজনক সকল বিষয় এক স্থানে দেখিতেছি ইহা ত্যাগ করা উপযুক্ত হয় না অতএব কুম্ভীরের মুখহইতে গোরক্ষা করিব নশ্বর যে শরীর তাহাতে যদি চিরস্থায়ি পুণ্য লাভ হয় তবে কোন্ ভদ্রলোক তাহা ত্যাগ করে অপর এই গোরক্ষা রূপ যে কার্য্য সে পরা শের কাল বিলম্ব সহ্য করে না এবং কালাতীত হইলে আমার কোন ফল লাভ হইতে পারে না পশ্চাৎ কেবল বিবাদ উপস্থিত হইবে। এই বিবেচনার পর সেই ব্রাহ্মণ কেবল ধর্ম্মে শ্রদ্ধা করিয়া এবং আপনার জীবন তৃণ জ্ঞান করিয়া জলমধ্যে ঝম্প দিলেন আর তৎক্ষণাৎ কুম্ভীরের মুখে এক অস্ত্রাঘাত করিলেন। কুম্ভীর সেই অস্ত্রাঘাতের বেদনাতে কুপিত হইয়া অর্দ্ধগ্রস্ত গোকে ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণকে ধরিল। গো কুম্ভীরের মুখহইতে পরিত্রাণ পাইয়া দূরে পলায়ন করিল। পরে কুম্ভীর ব্রাহ্মণকে নষ্ট করিল। অতএব জীবদিগের স্বস্ব কর্ম্মের ফল যে ভদ্রাভদ্র তাহা কাল বিশেষে হটাৎ উপস্থিত হয় এবং কেহ তাহা নিবারণ করিতে পারেন না দেখ গো কুম্ভীরের মুখ হইতে রক্ষা পাইয়া সুখী হইল নিরুপদ্রব ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব কৃত কর্ম্মের ফলে কেবল ধর্ম্ম লোভে কুম্ভীর গ্রস্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু গো রক্ষা জন্য পুণ্যেতে ঐ ব্রাহ্মণের মস্তকে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। ব্রাহ্মণ দেহ ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার দিব্য শরীর পরিগ্রহ করিয়া স্বর্গে গেলেন। প্রয়াগবাসি পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণের অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া ধন্য২ করিতে লাগিলেন এবং বিবেচনা করিলেন যে ধীর পুরুষেরা চিরকাল পরিশ্রম করিয়া যে পুণ্য লাভ করিতে অক্ষম হন এই সাহসী ব্রাহ্মণ শীঘ্র করিয়

প্রবৃক্তি সেই পুণ্য ও যশ লাভ করিলেন।

ইতি তামস কথা সমাপ্তা।

অথ অনুশয়ি কথা।

যে পুরুষ প্রথমে পাপ করিয়া পশ্চাৎ তাপযুক্ত হইয়া সেই পাপ হইতে নিবৃত্ত হয় এবং শেষে তপস্যা করে পণ্ডিতেরা সেই ধার্ম্মিকের নাম অনুশয়ী কহেন। ইহার ইতিহাস এই। গঙ্গাতীরে কাম্পিল্ল নামে এক নগর তাহাতে হেমাঙ্গদ নামা এক রাজা থাকেন। মন্ত্রিরা পরামর্শ করিয়া সেই রাজার পুত্র রত্নাঙ্গদকে যুবরাজ করিলেন। রত্নাঙ্গদ যৌবরাজ্য পাইয়া পিতার উপার্জ্জিত ধনেতে গর্ব্বিত হইয়া এবং যৌবন মদেতে মত্ত হইয়া অন্য২ লোকের প্রতি অন্যায় করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রাচীনেরা কহিয়াছেন যে বিশিষ্ট লোকের আত্ম সদৃশ পুত্রেতে বংশ রক্ষা হয় এবং অতি ধার্ম্মিক পুত্রদ্বারা বংশ উজ্জ্বল হয় আর অধম পুত্রদ্বারা বংশ শীঘ্র ক্ষীণ হয়। অপর কোন অধম পুরুষ প্রচুর ধন ও যৌবন প্রাপ্ত হইয়া ও উৎকৃষ্ট বিদ্যালাভ করিয়া গর্ব্বিত না হয়। যিনি ধন ও যৌবন এবং বিদ্যা এই সকল লাভ করিয়া অহঙ্কার যুক্ত না হন তিনি সৎপুরুষ আর পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে তিনি পূজনীয় হন। অপর যে পুরুষ ধন প্রাপ্ত হইয়া অহঙ্কার জয় করিতে পারেন এবং যৌবন সময়ে কন্দর্পকে পরাজিত করিতে পারেন সেই সাধু লোক কাহাকে জয় করিতে না পারেন অর্থাৎ তিনি সকলকে জয় করিতে পারেন। অপর যে স্ত্রী কুলধর্ম্ম অতিক্রমণ করে আর যে মনুষ্য ধর্ম্ম পথ উল্লংঘন করে সেই দুয়ের শরীরে কোন পাপ না জন্মে যে হেতুক তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া কুপথগামী হয় কেহ তাহাদিগকে নিষেধ করিতে পারে না যেমত উচ্ছৃঙ্খল হস্তী স্বচ্ছন্দে গমন

করে তাহাকে কেহ নিবারণ করিতে পারে না তাহার ন্যায় ।
অনন্তর সেই রত্নাঙ্গদপিতৃবিয়োগের পর স্বয়ংরাজা ধনিদিগের ধন হরণ এবং পর স্ত্রী হরণ আর অপরাধ রহিত প্রজাদিগের প্রাণদণ্ড করিতে লাগিল। তখন সেখানকার সকল লোক বিবেচনা করিলেন যে এই রত্নাঙ্গদ কখনও রাজা নহে এ নিতান্ত দস্যু আর যেমত মদান্ধহস্তী স্থানভ্রষ্ট হইয়া দৌরাত্ম্য করে সেই মত যৌবন মদে মত্ত এবং ধর্মচ্যুত এই রাজা প্রজাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতেছে যদি সকল লোক এক পরামর্শ হইয়া এই রাজার অপরাধের উপযুক্ত প্রতীকার করেন তবে সকলের স্বামিদ্রোহ রূপ পাপ হইবেযেদি কোন প্রতীকার না করেন তবে সকলের বিনাশ হইবে অতএব মুনিগণদ্বারা নরপতিকে ধর্ম্মোপদেশ করান কর্ত্তব্য। পরে সচিবেরা ও আর২ প্রধান লোকেরা মুনিদিগকে আহ্বান করিলেন। পশ্চাৎ মুনিগণ একত্র হইয়া রাজার নিকটে গিয়া কহিলেন হে মহারাজ তুমি ধর্ম্ম সঞ্চয় কর ধর্ম্মই রাজ্যের কারণ হইয়াছেন ধর্ম্মের ন্যূনতা প্রযুক্ত অন্য সকলে কেবল সামান্য মনুষ্য হইয়াছে তুমি পূর্ব্ব জন্মে অধিক ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছ তাহার ফলে নরপতি হইয়াছ পুনশ্চ ধর্ম্মানুষ্ঠান কর তাহাতে ইহা হইতেও উত্তম পদ পাইবা। পরে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনিগণ ধর্ম্ম কি প্রকার। মুনিগণ উত্তর করিলেন যে পরদ্রব্য হরণ ও পরদারাভিগমন এবং পরহিংসা এই সকলের নিবৃত্তি রূপ আর দয়া এবং দান ও প্রজার পালন ও যজ্ঞ এবং ব্রত এই সমুদায়ে প্রবৃত্তি রূপ বেদবোধিত যে কর্ম্ম তাহার নাম ধর্ম্ম। রত্নাঙ্গদ নরপতি পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে সেই ধর্ম্মেতে কি হয়। মুনিগণ কহিলেন যে অর্থ কাম মোক্ষ এই ত্রিবর্গ সিদ্ধ হয়। রাজা কহিলেন ইহার প্রমাণ

কি। ঋষিরা উত্তর করিলেন ঈশ্বরের প্রণীত বেদ সকল ইহার প্রমাণ আছেন। রাজা বলিলেন ঈশ্বর নাই তাহার প্রণীত বেদ কি যদি ঈশ্বর থাকিতেন তবে আমার দৃশ্য বা অনুভূত হইতে ন তিনি আমার কিম্বা অন্য লোকের দৃশ্য হন না এবং অনুভূত হন না অতএব ঈশ্বর নাই তোমরা মুনি অত্যন্ত মান্য কেন মিথ্যা কহিয়া আমাকে ভুলাইতেছ যদি পুনশ্চ এই প্রকার কহ তবে ইহার উপযুক্ত দণ্ড পাইবা। মুনিগণ এই কথা শুনিয়া ত্রাসেতে বাহিরে আসিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন যে এই রাজা নাস্তিক এ আমাদিগের কথা গ্রহণ করিবে না তবে কি প্রকারে ইহার মঙ্গল হইবে ইহা কহিয়া তাহারা আপনং স্থানে গেলেন। অনন্তর মন্ত্রিরা যোদ্ধাদিগের সহিত পরামর্শ করিলেন যে এই রত্নাঙ্গদ অতি দুষ্ট প্রভু ইহাকে কোন উপায়েতে রাজ্য হইতে দূরকরিতে হইবেক। এই কথোপকথনের পর ঐ সকল লোক এক পরামর্শ হইয়া রাজাকে অপদস্থ করিয়া তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজা করিলেন। শাস্ত্রের এই রূপ লিখন আছে যে রাজার মন্ত্রী বিরক্ত হয় সেই রাজার রাজ্য নষ্ট হয় এবং যে নরপতির প্রতি প্রজারা বিরক্ত হয় তাহার আয়ুঃ ক্ষীণ হয়। সেই কালে রত্নাঙ্গদ চিন্তা করিলেন যে আমার ভ্রাতা আমার রাজ্য লইলেন ইহার পর আমার প্রাণ লইবেন অতএব এখান হইতে পলায়ন করি। ইহা স্থির করিয়া লবঙ্গিকা নামে এক বেশ্যাকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিলেন পরে কোন গ্রামের মধ্যে না থাকিয়া একতপোবনের মধ্যেবাসকরিলেন। পশ্চাৎ রত্নাঙ্গদ প্রতি দিন তপস্বিদিগের আনীত ফল মূলাদি লইয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তপস্বিরা রাজার দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হইয়া রাজাকে কহিলেন যে হে নরপতি তোমার ভ্রাতা তো

মাকে নষ্ট করিতে এখানে আসিতেছেন। রাজা ঐ কথাশুনিয়া অতি ভীত হইয়াচিন্তা করিলেন যে ভ্রাতার অনেক সহায়আছে আমার অন্য সহায় নাই কেবল এক বেশ্যা মাত্র সহায় আছে ইহাতে কি প্রকারে আপনার প্রাণ রক্ষা করিব অতএব এখান হইতে দূরে যাই ইহা স্থির করিয়া ঐ বেশ্যার সহিত বনান্তরে পলায়ন করিল। অনন্তর উভয়ের এক২ বস্ত্র ছিল তাহা জীর্ণ হইলে শীতকাল উপস্থিত হইল তখন ঐ দুই জনের শীতত্রাণ কর্ত্তা কেবল এক কম্বল থাকিল দুই জন মিলিত হইয়া ঐ কম্বল কে আসন ও শরীরাবরণ করেন। যখন রাজা সেই কম্বল লইয়া মৃগয়া করিতে যান তখন বেশ্যা শীতে অতি কাতরা হয়। এক দিন গণিকা শীতে অত্যন্ত কাতরা হইয়া রাজাকে কহিতে লাগিল রে নরাধম তুইরাজা হইয়া কেবল আপনার জ্ঞানদোষেতে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিস্ তথাপি সুখেচ্ছা করিয়া আমাকে বন মধ্যে আনিয়া নিতান্ত দুঃখ দিতেছিস্ আমি আর দুঃখ সহ করিতে পারি না আমাকে ত্যাগ কর হা উত্তম খট্টা ব্যতিরেকে যাহার শয়নহইত না এবং ঘোটক ব্যতিরেকে যাহার গমনাগমন হইত না আর কর্পূরাদি উত্তম সামগ্রী ব্যতিরেকে যাহার তাম্বূল চর্ব্বণ হইত না ও যাহার সমীপে সর্ব্বদা চামর ব্যজন হইত এই রূপ সুখী পুরুষ যে তুমি এখন ব্যাধের ন্যায় জীব হিংসা করিয়া উদর পূরণ করিতেছ অতএব তোমাকে ধিক্। রত্নাঙ্গদ বেশ্যার তিরস্কার বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে প্রিয়ে বিষাদ করিও না কোন সময়ে পুরুষের বিপদ্ উপস্থিতা হয় এবং সময় বিশেষে সেই বিপদের প্রতীকার ও হয় ইহাতে উদ্বেগ কর্ত্তব্য নহে আর আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এই রাত্রিতে দ্বিতীয় এক কম্বল আনিয়া অবশ্য তোমাকে দিব ইহার অন্যথা হইবে

না সম্প্রতি তুমি অগ্নি সেবা করিয়া শীত নিবারণ কর আমি দ্বিতীয় কম্বলার্থে যাইতেছি। রাজা বেশ্যার নিকটে ঐ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ কম্বলেতে আপনার শরীর ঢাকিয়া এক নগরের মধ্যে গেলেন পরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে সিঁধ দিয়া সেই সিঁধের মুখে আপনার কম্বল রাখিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া ব্রাহ্মণের শরীর হইতে কম্বল আকর্ষণ করিতে ঐ ব্রাহ্মণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন ব্রাহ্মণ উচ্চৈঃস্বরে প্রতিবাসিদিগকে কহিতে লাগিলেন যে তোমরা শীঘ্র এখানে আসিয়া এই চোরকে মার। চোর সকল লোককে জাগ্রৎ জানিয়া অতি ত্রাসেতে গৃহের বাহিরে আসিয়া ত্বরাপ্রযুক্ত আপনার কম্বল ত্যাগ করিয়া শীঘ্র পলায়ন করিল। পশ্চাৎ চোর নরপতি নগরের বাহিরে আসিয়া শীতে কাতর হইয়া বিবেচনা করিলেন যে আমার এক কম্বল ছিল তাহাও গেল পরে স্থির চিত্তেতে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কর্ত্তার ইচ্ছা ও যত্ন ব্যতিরেকে কার্য্য সিদ্ধ হয় না এবং তাহার ইচ্ছা ও যত্নেতেই কার্য্য সিদ্ধ হয় কিন্তু কাহার ইচ্ছাতে আমার কম্বল গেল আমার এমন ইচ্ছা ছিল না যে আমার কম্বল যায় বরং আমার ইচ্ছা ও যত্ন ছিল যে দ্বিতীয় কম্বল মিলে তাহা না হইয়া তাহার বিপরীত হইল হা ইহা কাহার ইচ্ছাতে হইল এবং তিনি বা কে অতএব বুঝি সর্ব্ব কর্ত্তা কেহ আছেন তাহার ইচ্ছাতেই সকল সম্পন্ন হয় তিনিই সংসারের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা এবং পরমারাধ্য পরমেশ্বর হা এমত যে পরম পুরুষ তাহাকে আমি মোহ প্রযুক্ত অদ্যাপি চিনিতে পারিলাম না হা এখন কি করিব অথবা বিষাদ কর্ত্তব্য নহে মনুষ্য অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অনেক জন্মে পাপ কর্ম্ম

করে কিন্তু যখন তাহার ধর্ম্মেতে প্রবৃত্তি হয় সেই সময় তাহার শুভক্ষণ অপর লোক যখন পাপ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয় তদবধি যে কাল সেই কাল তাহার স্বর্গ ভোগের নিমিত্ত হয় আর যেমত ঔষধ রোগিদের সঞ্চিত রোগ নষ্ট করে সেই মত পুণ্য পাপদের সঞ্চিত পাপ নষ্ট করেন অতএব অদ্য প্রভৃতি আমি তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা নির্দ্ধারিত করিয়া সেই রাজা লবঙ্গিকা বেশ্যার নিকটে আসিয়া কহিলেন যে হে বেশ্যা আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম তুমি অভিলষিত স্থানে যাও। বেশ্যা ঐ কথা শুনিয়া নগরের মধ্যে গেল। তখন রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কাল গিয়াছে তাহা পুনর্ব্বার আসিবে না এবং যে কাল সম্প্রতি যাইতেছে তাহা আর মিলিবে না অতএব আর বৃথা কালযাপন কর্ত্তব্য নহে আমি এই অবধি মহাদেবের তপস্যা করিয়া তাবৎ কালযাপন করিব। রাজা এই প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করিয়া মহা তপস্বী হইলেন। সেই সময় মুনিগণ বিবেচনা করিলেন যে মনুষ্য জাতিমাত্রেতে চোর অথবা ধার্ম্মিক হয় এমত নহে যে প্রকার ক্রিয়া করে সেই রূপ খ্যাত হয় দেখ রত্নাঙ্গদ প্রথমে রাজা হইয়া মধ্যে দস্যুবৃত্তি করিয়াও পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফলেতে শেষে তপস্বী হইয়া মহা পুরুষ হইলেন।

ইতি অনুশয়ি কথা সমাপ্তা॥

সাত্ত্বিকাদি অনুশয়ি পর্য্যন্ত ধার্ম্মিক কথা সমাপ্তা। ধার্ম্মিক দিগের লক্ষণ সকল কহিলাম তাহাদিগের প্রত্যুদাহরণ যে বৌদ্ধাদিগের লক্ষণ তাহা কহিলাম না ইহার কারণ এই যে বৌদ্ধেরা নিতান্ত অধম অতএব পুরুষদের লক্ষণাক্রান্ত নহে কিন্তু

পূর্ব্বে উত্তম গুণহীন যে চৌরাদি এবং বঞ্চকাদি পুরুষ সকল তাহারা পুরুষ লক্ষণপ্রাপ্ত ছিল অতএব প্রত্যুদাহরণের মধ্যে তাহাদের লক্ষণ কহিয়াছি বোদ্ধেরা চৌরাদি হইতে অধম এই প্রযুক্ত পুরুষদের মধ্যে গণিত নহে অতএব তাহাদের লক্ষণ কহিলাম না।

অথ ধনিক কথা।

মহেচ্ছ এবং মূঢ় ও বহ্বাশ এবং সাবধান এই চারি প্রকার ধনী লোক যথাক্রমে ইহাদিগের লক্ষণ কহিব প্রথমে মহেচ্ছ কথা প্রসঙ্গ হইতেছে।

অথ মহেচ্ছ কথা।

যে লোক ন্যায়েতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সেই অর্থ দান ও ভোগ করেন এবং তিনি যদি পুণ্য ও যশের আশ্রয় হন তবে সকল লোক তাহাকে মহেচ্ছ কহেন। তাহার উদাহরণ এই।

পাণ্ডুপত্তন নগরে গৌড় রাজার মন্ত্রী মহারাজদেব নামে এক ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি স্বামি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আতপত্র পরিচিত নায়ক এই উপাধি পাইলেন পশ্চাৎ সকল লোকের নিকটে সত্যরাজ রূপে খ্যাত হইলেন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে ধর্ম্ম এবং অর্থ ও কাম আর মোক্ষ এই চারি প্রকার পুরুষার্থ কিন্তু প্রভু ভক্তিতে ঐ চারি প্রকার পুরুষার্থ লাভ হয়। সেই স্বভাবিক ধার্ম্মিক মন্ত্রী ধর্ম্মোপায়েতে ধনোপার্জ্জন করিয়া তাহার ক্ষয় এবং স্থিতি ও বৃদ্ধি এই বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া প্রচুর ধন সঞ্চয় করিলেম। অনন্তর মন্ত্রী বিবেচনা করিলেন যে অর্থই প্রধান পুরুষার্থ কিন্তু আমি শ্রীমান্ এই অভিমানযাহার

হয় তাহার শ্রী দীর্ঘকাল থাকে না যে হেতুক লক্ষ্মীচঞ্চলা আর যে পুরুষেরা অধিকাধিক ধনাকাঙ্ক্ষী এবং সর্ব্ব কার্য্য কুশল ও ধনোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত আছেন আর ধন বিষয়ে নিজ পরিজন দিগকে বিশ্বাস করেন না ও ধনব্যয় করিতে পারেন না তাহারা কেবল কার্য্যের ভার বহন করেন অপর যে লোক সঞ্চিত ধনেতে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন তাহার অর্থের বৃদ্ধি হয় না অন্য প্রকার যে পুরুষের বলবান্ সহায় বশীভূত থাকে তাহার ধনোপার্জ্জনের যোগ্যতা করাগ্রবর্ত্তিনী হয় কিন্তু বুদ্ধিমান্ লোকেরা ধনকে ধনজ্ঞান করেন না ধনোপার্জ্জনের যোগ্যতাকে ধনজ্ঞান করেন তাহার কারণ এই যে ধন নষ্ট হয় অর্থোপার্জ্জনের যোগ্যতা হটাৎ নষ্টা হয় না সম্প্রতি আমার অনেক ধন আছে এ প্রযুক্ত ধন চিন্তাও কর্ত্তব্য নহে আর রাজা এক সের পরিমিত দ্রব্য ভোজন করেন চৌর ও সেই এক সের দ্রব্য ভক্ষণ করে অতএব আহারার্থে রাজার অধিক ধনেতে কি প্রয়োজন এবং চৌরের ধন হীনতাতেই বা কি হানি তান্নিমিত্তে কেবল আহারার্থে ধন সঞ্চয় কর্ত্তব্য নহে সঞ্চিত ধনের যে প্রধান ফল তাহা লাভ করি এই বিবেচনাতে অর্থব্যয় করিয়া মাল্য চন্দন ও বনিতা ভোগাদিদ্বারা সুখানুভব করিয়া পূর্ণাভিলাষ হইলেন ও তুলা প্রভৃতি মহাদান করিয়া কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন ও প্রচুর ধন ব্যয়েতে গুণবান্ লোক সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া আপনার গুণজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন এই রূপে যৌবন কাল যাপন করিলেন। ঐ মন্ত্রী যৌবন সময়ের পর বিষয়ে বিরক্ত হইয়া ব্রত উপবাসাদি কায়ক্লেশ সাধ্য যে ধর্ম্ম তাহাও সঞ্চয় করিলেন। অনন্তর সকল দর্পহর যে বার্দ্ধক্য তাহা উপস্থিত হইলে মন্ত্রী ক্রমে শরীরের সৌন্দর্য্য নাশ ও সামর্থ্যহানি আর

গৃহের ধনক্ষয় এই সকল দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমি পঞ্চত্ব পাইলে আমার সকল ধন নষ্ট হইবে এবং সকল গুণ লুপ্ত হইবে ও প্রভুভক্তি যাইবে আর এই যে দেহের শ্রী ইহাও থাকিবে না তবে সম্প্রতি ধর্ম্মার্থে কেন সকল সম্পত্তি বিতরণ না করি আর মনুষ্য সকল বিষয় ত্যাগ করিতে পারিলেই বাসনারহিত হয় ইহা স্থির করিয়া হরিশ্চন্দ্র রাজার ন্যায় দান করিলেন এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া অনশন ব্রত করিয়া প্রয়াগ তীর্থে দেহ ত্যাগ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করিয়া দেবত্ব পাইলেন। সাধু লোকেরা মহারাজদেবের কীর্ত্তি শুনিয়া এবং মনের ব্যাপার দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে এই মন্ত্রী পরার্দ্ধ সংখ্যক ধন উপার্জ্জন ও বিতরণ করিয়া যাচকদিগের মনোরথ পূর্ণ করিয়াছেন এবং যৌবন সময়ে কন্দর্পের সেবা করিয়াছেন সম্প্রতি উত্তম তীর্থে প্রাণত্যাগ করিয়া মুক্ত হইলেন। অতএব এই সকল কার্য্য হইতে অধিক পুরুষার্থ কি আছে। অনেক ধনবান লোক দূর হইতে আগত অথচ নিজদ্বারস্থ যাচকদিগকে কিঞ্চিৎ২ দান করেন। মন্ত্রী মহারাজদেব বিনা যাচ্ঞাতে যাচকদের গৃহেতে প্রচুর ধন প্রেরণ করিয়াছেন অতএব পৃথিবীর মধ্যে মহারাজদেবের তুল্য দাতা ও সকল পুরুষার্থ যুক্ত অন্য কেহ নাই।

ইতি মহেচ্ছ কথা সমাপ্তা।

অথ মূঢ় কথা।

যে লোক লভ্য ধনের প্রত্যাশাতে সমুদায় লব্ধ ধন ব্যয় করে এবং ধর্ম্ম আর অর্থ ও কাম এই সমুদায়েতে অনভিজ্ঞ হয় জ্ঞানবান লোকেরা তাহাকে মূঢ় কহেন। তাহার উদাহরণ এই।

অযোধ্যা নগরীতে ভূরিবসু নামে বণিকের প্রচুরধন নামা এক পুত্র ছিল সে পিতৃ বিয়োগের পর পিতার সঞ্চিত ধন পাইয়া প্রাচীন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে আমার পিতা কি উপায়েতে এত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। বৃদ্ধলোকেরা কহিলেন যে তোমার পিতা কেবল বাণিজ্যেতে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন শাস্ত্রের এই মত লিখন আছে যে বৃদ্ধোপদেশে জ্ঞান জন্মে এবং রাজ সেবাতে মর্য্যাদা লাভ হয় ও দানেতে পুণ্য আর যশোলাভ হয় এবং বাণিজ্যেতে ধনসঞ্চয় হয়। প্রচুরধন তাহা শুনিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল যে বাণিজ্য কি প্রকার। বৃদ্ধেরা উত্তর করিলেন শুন গৌড়দেশে ক্রীতবস্তু গুজ্জর দেশে বিক্রয় করিয়া এবং গুজ্জরে ক্রীতবস্তু গৌড়ে বিক্রয় করিলে অর্থ প যখন যে স্থানে যে২ দ্রব্য সুলভ হয় তাহা ক্রয় করা এবং যে সময়ে ও যে স্থানে যে দ্রব্য মাহার্ঘ হয় সেই সময় বিশেষে কিম্বা সেই স্থান বিশেষে তাহা বিক্রয় করা এই বাণিজ্য। পণ্ডিতের কহিয়াছেন যে এক দেশ হইতে অন্য দেশে দ্রব্যের আনয় এবং এক সময়ে ক্রীত বস্তুর কালান্তরে বিক্রয় করণ ইহার নাম বাণিজ্য ইহাতে হয় যে দ্রব্যের মূল্য বিশেষ তদ্দ্বারা বণিকেরা মূল ধন হইতে অধিক লাভ করেন অপর যে স্ত্রী পতিব্রতা না হয় এবং যে পুরুষ ব্যবসায়ী না হয় সেই দুই জন সময় বিশেষে অতিক্লেশ ভোগকরে। অতএব তুমি ও ব্যবসায় করিতে উদ্যোগী হও কোটীশ্বর যে পুরুষ তিনিও ব্যবসায় না করিলে নির্ধন হন। তদনন্তর সেই বণিক্ পুত্র বিবেচনা করিল যে আমার কোটি সংখ্যক ধন আছে ইহার লক্ষ তঙ্কাতে ক্রীত বস্ত্র এক দেশহইতে অন্য দেশে লইয়া বিক্রয় করিলে তাহার চতুর্গুণ ধন পাইব অতএব সর্ব্বদা এই প্রক

র করিলে অসংখ্যেয় ধন হইবে তাহাতে কোন চিন্তা থাকিবে না দশ লক্ষ টাকার ব্যবসায়েতে পুনর্ব্বার কোটি মুদ্রা অবশ্য সঞ্চয় করিতে পারিব সম্প্রতি দশ লক্ষ মুদ্রা রাখিয়া ও অবশিষ্ট ধনব্যয় করিয়া যৌবনোচিত সুখভোগ করি যে হেতুক অর্থ আসিতে পারে এবং পুনঃ পুনঃ লভ্য ও হইতে পারে কিন্তু বাল্যকালাদি যে বয়ঃক্রম তাহা অতীত হইলে পুনর্ব্বার আগমন করে না। বণিক্‌পুত্রের সহবাসি বয়স্যেরা এই কথা শুনিয়া তাহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে সাধু বণিক্‌পুত্র সাধু তোমার পিতা কৃপণ ছিলেন তিনি কেবল অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন কিছু ভোগ করিতে পারেন নাই কিন্তু তুমি ধন স্বামী হইয়া অনায়াসে সমুদায় ভোগ করিতে পারিবা। অনন্তর সেই মূঢ় আপনার সহবাসিদিগের কথাতে উৎসাহযুক্ত হইয়া নিরন্তর ধন ব্যয় করিতে লাগিল। যাহার ধন থাকে সে যদি অপব্যয় করে তবে সেই অযথার্থ ব্যয়রূপ ব্যসনে ঐ ধনির ধন ক্ষয় হয় কিন্তু সেই ধন গ্রাহকদিগের এবং অন্য লোকদিগের কিছু হানি হয় না অপর যাবৎ স্বামির বিভব থাকে তাবৎ মনুষ্যেরা তাহার ধনাস্বাদন করে ও স্বামিকে স্তব করে পশ্চাৎ প্রভু নির্ধন হইলে মনুষ্যেরা কেবল তাহার ত্যাগ ও নিন্দা করে। পরে সেই মূঢ় উত্তর কালে কি হইবে ইহা বিবেচনা না করিয়া সম্বৎসরের মধ্যে মালা এবং চন্দন ও যুবতী আর তাম্বূল ও আর আর সুখকরসামগ্রীর নিমিত্তে সর্ব্বস্ব উচ্ছিন্ন করিল এবং পূর্ব্বে দশ লক্ষ মুদ্রা রাখিবার যে পরামর্শ করিয়াছিল তাহা না রাখিয়া এক লক্ষ মুদ্রামাত্র রাখিল পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ কালেতে সেই এক লক্ষ টাকা অর্দ্ধেক ব্যয় করিল যেমত প্রবাহ রহিত কূপের জল লোক কর্ত্তৃক নীয়মান হইয়া ক্ষয় পায় সেই মত উ-

পায় রহিতত্ব প্রযুক্ত গৃহের সঞ্চিত ধন অল্প ব্যয়েতেও ক্ষীণ হয়। পরে সেই বণিকপুত্র অল্প ব্যয়েতে কিঞ্চিৎ কালে নির্দ্ধন হইয়া অবসন্ন হইল। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে কোটীশ্বর পুরুষ ও ক্ষীণ ধন হইলে বুদ্ধি ও বিবেচনাতে রহিত হয় এবং পূর্ব্বা ভ্যাস ক্রমেতে ব্যয়বাসনা করিয়া সকল ধন ব্যয় করাতে অল্প কালে দরিদ্র হয়।

ইতি মূঢ় কথা সমাপ্তা ॥

অথ বহ্বাশ কথা।

যে লুব্ধ পুরুষ ধন লাভ করিয়া তৃপ্ত হয় না এবং বহুলাভেচ্ছা করিয়া সর্ব্বদা প্রচুর ধনেতে দীর্ঘ প্রত্যাশা করে নীতিজ্ঞ লোকেরা তাহাকে বহ্বাশ কহেন। তাহার উদাহরণ এই।

বিজয় নগরেতে কৃতিকুশল নামে এক মালাকার ছিল সে অতি সুন্দর মালা প্রস্তুত করিত এবং মালাগ্রাহক নগরস্থ লোকের উপাসনা করিয়া অনেক ধন লাভ করিয়া ও তাহা অল্প জ্ঞান করিয়া প্রচুর ধন লাভেচ্ছাতে রাজ সেবারম্ভ করিল। অনন্তর মালাকার মালাদানের কৌশলেতে রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া নরপতির অনুগ্রহেতে মালার পুষ্প সংখ্যক মুদ্রা লাভ করিতে লাগিল কিন্তু তথাপি মালাকারের প্রত্যাশার নিবৃত্তি হইল না জ্ঞানবান লোকেরা কহিয়াছেন যে লোক পরার্দ্ধ পরিমিত ধনাকাঙ্ক্ষা করিয়া ইতস্ততো ধাবন করিয়া আপনাকে সদা নির্দ্ধন জ্ঞান করে সেই বহ্বাশ পুরুষের কোন স্থানে সুখ জন্মে না। অনন্তর সেই মালিক প্রত্যাশাতে উত্তরোত্তর ব্যাকুল হইয়া এই চিন্তা করিল যে অনল্পধনেতে ঔদাস্য করা এবং লব্ধ বিভবেতে

আপনার সন্তোষ ও পোষণ করা আর অর্থের পরিচয় দেওয়া এবং ধন ভোগ করা এই সমুদায় কার্য্য করণেতে অর্থের বৃদ্ধি হয় না বরং সঞ্চিতার্থের লোপ হয় এই পরামর্শ করিয়া মালাকার পিপ্পলীর ব্যবসায় এবং কৃষিকর্ম্ম আর অন্য অন্য বাণিজ্য ও পশুপালনাদি ধনোপার্জ্জনের যে যে উপায় আছে সেই সকল কার্য্যেতে আপনার অর্থ সকল নিযুক্ত করিল এবং আপনি ঐ সকল ব্যবসায়েতে নিযুক্ত হইয়া ও পূর্ব্বমত রাজ সেবা করিতে লাগিল এবং আত্ম ভিন্ন সকল লোককে অবিশ্বাস করিয়া স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া সকল ব্যাপার করাতে অত্যন্ত অশক্ত হইল আর যখন বাণিজ্য ব্যবসায়ে থাকে তখন কৃষিকর্ম্ম হয় না যে সময়ে কৃষি কর্ম্মেতে থাকে সে সময়ে পিপ্পলী সংগ্রহ হয় না যাবৎ পিপ্পলী সংগ্রহ করে তাবৎ পশুপালন হয় না। এই প্রকারে তাবৎ কর্ম্ম নষ্ট হইতে লাগিল এবং আপনিও সর্ব্বদা পরিশ্রম করিয়া অতি দুর্ব্বল হইল। অনন্তর রাজা মালাকারের কোন অপরাধে তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিলেন নীতি শাস্ত্রে কথিত আছে যে দাসেরা যদি নৃপতিকে জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত সেবা করে তথাপি সেই রাজা সেবকদের যৎকিঞ্চিৎ অপরাধে ঐ সেবকদের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হন এবং সেই কোপেতে যদি সেবকদের প্রাণ দণ্ড না করেন তথাপি দস্যু ন্যায় তাহাদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করেন। অনন্তর মালাকার নির্দ্ধন হইয়া অধিক ক্ষুধা এবং দুর্ল্লভ বস্তুর লাভেচ্ছা ও মুখরতা আর কাকুক্তি ও তাবৎ প্রসঙ্গে অনভিজ্ঞতা দরিদ্রের যে এই পাঁচ দোষ তদ্যুক্ত হইল এবং দরিদ্র হইয়া পরিজন পোষণেতে অসমর্থ হইয়াও পুনঃ২ উপার্জ্জন চেষ্টা করিতে লাগিল। পশ্চাৎ মালাকার এক

রাত্রিতে কতকগুলি মালা লইয়া নিজ নগর হইতে অন্যগ্রামে যাইতেছে সেই সময় দুই পুষ্করিণীর মধ্যস্থানে অতি বৃহৎসাত ধনভাণ্ড যাইতেছে ইহা দেখিল এবং ঐ ধনভাণ্ড দেখিয়া বিবেচনা করিল যে এই অচেতন বস্তু কি প্রকারে এক সরোবর হইতে অন্য সরোবরে যাইতেছে এ বড় আশ্চর্য্য কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে এই সকল নিধিভাণ্ড হইতে পারে সেই নিধি শক্তিতে ইহারা গমন করিতেছে আমি শীঘ্র এই সকল ভাণ্ড পূজা করি। ইহা স্থির করিয়া ঐ সকল মালা দিয়া প্রত্যেকে ভাণ্ড পূজা করিয়া নানা প্রকার স্তব করিল। তাহার পর প্রথম ভাণ্ড হইতে এই বাক্য নির্গত হইল যে হে দরিদ্র যে ভাণ্ড সকলের পশ্চাৎ আসিতেছে তাহা হইতে তুমি কিছু ধন লইবা। তাহার পর আর পাচ ভাণ্ডও সেই প্রকার কহিল শেষে সপ্তম ভাণ্ড আপন মুখের আবরণ খুলিয়া এবং সুবর্ণ প্রকাশ করিয়া কহিল হে মালাকার আমরা সকলে তুষ্ট হইয়া তোমাকে সাত অঞ্জলি স্বর্ণ দিতেছি তুমি তাহা লও কিন্তু ইহার অধিকাকাঙ্ক্ষা করিও না মালিক ঐ কথা শুনিয়া হর্ষযুক্ত হইয়া ঐ ভাণ্ড হইতে সাত অঞ্জলি স্বর্ণ লইয়া পুষ্পপাত্রে রাখিল পরে অতিশয় লোভেতে অষ্টমাঞ্জলি গ্রহণ করিবার বাসনাতে ভাণ্ডের মধ্যে দুই হাত প্রবেশ করাইল। তৎক্ষণাৎ ঐ ভাণ্ড নিজ মুখে আবরণ সংযুক্ত হইয়া ঐ মালাকারকে লইয়া অতি বেগে চলিল। তাহাতে মালাকার বেদনাযুক্ত হইয়া কাকুক্তি পূর্ব্বক কহিতে লাগিল হে ভাণ্ড আমি আর ধন লোভ করিব না আমার হস্ত ত্যাগ কর বরং যে ধন লইয়াছি তাহা তোমাকে দিতেছি এই রূপ কহাতে কিছুই হইল না। তাহাতে মালাকার বিবেচনা করিল যদি এই ধনভাণ্ড আমাকে লইয়া জল মধ্যে মগ্ন করে তবে আমার প্রাণ বিয়োগ

হইবে এই ভয়ে পাদদ্বয়েতে একবৃক্ষ বেষ্টন করিয়া রহিল। নিধি ভাণ্ড মালাকারের হস্ত বলেতে আকর্ষণ করিতে লাগিল তাহা তেই ঐ মালিকের দুই বাহুমূলোৎপাটন হইল এবং সেই বেদ নাতে মালাকারের পঞ্চত্ব হইল। প্রবীণেরা কহিয়াছেন যে লোক ধন বিষয়ে সর্ব্বদা অতৃপ্ত থাকে এবং পরার্দ্ধ সংখ্যক ধনাকা ঙ্ক্ষা করে সেই বহ্বাশ লোক কখনও সুখী হয় না এবং শেষে বিপদগ্রস্ত হয় এবং তাহার ঐ লোভ প্রযুক্ত নরক গমন আর চির কাল অযশ থাকে।

ইতি বহ্বাশ কথা সমাপ্তা।

অথ সাবধান কথা।

যে পুরুষ নিজ যোগ্যতাতে ধন উপার্জ্জন করিয়া অবধান পূর্ব্বক সেই ধন রক্ষা করেন তিনি সাবধান রূপে খ্যাত হন, আর কখনও অর্থহীন হন না। তাহার বিবরণ এই।

জয়ন্তী নগরীতে বীরবিক্রম নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিজ যোগ্যতাতে ধনোপার্জ্জন করিয়া নীতিজ্ঞ এবং বহু পুত্র যুক্ত হইয়া সুখেতে কালযাপন করেন। এক রাত্রিতে রাজা খট্টা তে শয়ন করিতেছেন এই সময় কোন স্ত্রীর রোদনের শব্দ শুনি য়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া ঐ শব্দানুসারে অনুসন্ধান করি তেং নগর প্রান্তে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী নবযুবতী সর্ব্বাভরণ ভূষিতা আর উত্তম বস্ত্র পরিধানা এমত এক স্ত্রীকে দেখিলেন। তখন কিঞ্চিৎকাল ঐ রূপ ক্রন্দন শুনিয়া সেই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে সুন্দরি তুমি কেন রোদন করিতেছ। সুন্দরী কহিলেন হে পৃথ্বীপতি আমি তোমার লক্ষ্মী তুমি শূর এবং নীতিজ্ঞও ধা

র্ম্মিক এই কারণ এত দিবস পর্য্যন্ত তোমার গৃহেতে ছিলাম সম্প্রতি তোমাকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইতেছি এই হেতু রোদন করিতেছি। নৃপতি জিজ্ঞাসা করিলেন ইহাতে কেন রোদন করিতেছ। লক্ষ্মী উত্তর করিলেন যেএখন তোমার স্নেহে তে রোদন করিতেছি। রাজা কহিলেন হে লক্ষ্মী যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ আছে তবে কি হেতু আমাকে ত্যাগ করি তেছ। অনন্তর লক্ষ্মী উত্তর করিলেন হে ভূপাল তুমি জান না যে আমি লক্ষ্মী চঞ্চলা এই কারণ এক স্থানে চিরকাল থাকিতে পারি না তাহার বৃত্তান্ত শুন শূর হইতে যে ব্যক্তি ভীত হয় লক্ষ্মী তাহাকে ভজনা করেন না এবং মৃদু পুরুষের নিকটে থাকেন না আর যে পুরুষের গৃহে সর্ব্বদা বিরোধ হয় তাহার নিকটেও অবস্থিতি করেন না অতএব লক্ষ্মী চিরকাল কোন স্থানে অব স্থিতি করেন না এবং কোথাও দীর্ঘ কাল বাস করেন না এই প্রযুক্ত লক্ষ্মীর অবস্থিতি আর গমন কাহারও অনুমেয় হয় না। রাজা এই সকল কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যে অনুপযুক্ত ব্যবহার না করিলে লক্ষ্মী কোন লোককে ত্যাগ করেন না আমার কি অনুপযুক্ত ব্যবহার আছে বহু পুত্রতা ভিন্ন আমার কোন দোষ নাই। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে রাজার অপুত্রতা ও বহুপুত্রতা এই দুই অনুত্তম অপুত্রতায় বংশলোপ হয় আর বহু পুত্রতাতে বিরোধ উপস্থিত হয় রাজার পুত্রেরা ভূমিলাভ ও কীর্ত্তিলাভের নিমিত্তে সর্ব্বদা বিরোধ করেন তাহাতে লক্ষ্মী তাহাদিগকে ত্যাগ করেন কিন্তু বিনা বিরোধে কোন ব্যক্তিকে ত্যাগ করিতে পারেন না। অনন্তর নরপতি নিবেদন করিলেন হে কমলে যদি তুমি অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা কর তবে কোন ব্যক্তি তোমার গমন বারণ করিতে পারিবে যে স্থানে তোমার

ইচ্ছা হয় সেই স্থানে যাও কিন্তু আমি এক বর প্রার্থনা করি অনু গ্রহ পূর্ব্বক আমাকে সেই বর দেও। লক্ষ্মী উত্তর করিলেন তুমি যদি আমার গমনের নিষেধ না কর তবে তোমার যে বর প্রার্থনীয় হয় তাহা কহ আমার অন্যত্র গমনের বারণ ভিন্ন যে বর চাহিবা আমি তাহাই দিব। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন হে ভগবতি আমার গৃহে পরিজনদের কখনও অনৈক্য না হয় তুমি এই বর আমাকে দেও। লক্ষ্মী রাজার কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে হে রাজন যদি তোমার গৃহে পরিজনদের অনৈক্য না হয় তবে কি প্রকারে আমার অন্য স্থানে গমন হইবে আমি নদীর ন্যায় নীচগা এবং বিদ্যুতের ন্যায় অস্থিরা কিন্তু আমি যেমত নারায়ণের প্রিয়তমা হইয়া তাহার নিকটে চিরকাল আছি সেই মত নীতিশালি রাজার অতি প্রিয়তমা হইয়া তাহার নিকটে দীর্ঘকাল থাকি এবং অনীতি কিম্বা কলহ এই দুই ব্যতিরেকে তাহার নিকট হইতে গমন করি না অতএব আমি অন্যত্র যাইতে পারিলাম না। ইহা কহিয়া লক্ষ্মী নরপতিকে ঐ বর দিয়া রাজার গৃহে চিরকাল স্থিরতরা হইয়া থাকিলেন ॥

ইতি সাবধান কথা সমাপ্তা।

মহেচ্ছ প্রভৃতি সাবধান পর্য্যন্ত ধনিক কথা সমাপ্তা।

কৃপণ লোকেরা ধনবন্ত হইয়াও পুরুষ লক্ষণাক্রান্ত নয় কিন্তু পূর্ব্বে প্রসঙ্গ ক্রমে তাহাদের লক্ষণ কহিয়াছি।

অথ কাম কথা।

শাস্ত্রে পণ্ডিতেরা যে পুরুষের প্রিয়ানুরাগ স্থায়িভাব হয় এবং

যিনি কামিনীর আশ্রয় হনতাহার প্রিয়ানুরাগ উত্তম রূপেখ্যাত হয় এবং তিনিই কামশাস্ত্র সম্মত ক্রীড়া জন্য সুখ ভোগ করেন অপর ত্রিবর্গের মধ্যে কাম উত্তম পুরুষার্থ এবং ধর্ম্ম ও অর্থের ফল রূপক যে কাম তাহাতে যে পুরুষ আসক্ত হন, তাহার নাম কামী পুরুষ। সেই কামী নায়ক পাঁচ প্রকার তাহার বিস্তার এই। অনুকূল এবং দক্ষিণ ও বিদগ্ধ আর ধূর্ত্ত ও ঘস্মর এই পাঁচ প্রকার নায়কদের মধ্যে প্রথমত অনুকূল নায়কের কথা কহা যাইতেছে।

অথ অনুকূল নায়ক কথা।

যে পুরুষ নিজ ভার্য্যাতেই অনুরক্ত এবং পরস্ত্রীতে পরাঙ্মুখ হন সেই পুরুষ অনুকূল নায়ক রূপে খ্যাত হন। তাহার ইতিহাস এই।

শূদ্রক নামে এক রাজা এবং সুখালসা নামে তাহার এক রাণী ছিলেন এবং ঐ রাজা ও রাণী এই দুই জনের যৌবনকালে পরস্পর অতিশয় প্রেম বৃদ্ধি হইয়াছিল। রাজা অন্য যুবতীকে নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন না আর সেই পতিব্রতা রাণীও অন্য পুরুষকে দর্শন করিতে বাসনা করেন না এবং সীতা ও রামের ন্যায় বিহিত ক্রীড়া এবং অন্য অন্য সুখানুভব করিয়া কালক্ষেপণ করেন। ভরত নামা পণ্ডিত স্বীয়া ও পরকীয়া এবং সামান্যা এই তিন প্রকার নায়িকাদিগের লক্ষণ কহিয়াছেন তাহার মধ্যে স্বীয়ার লক্ষণ এই। যেরমণী স্বামির সম্পদসময়ে কিম্বা বিপদ সময়ে অথবা মরণেও স্বামিকে ত্যাগ না করেন এবং সেই স্ত্রীতে যদি স্বামির অনুরাগ থাকে তবে পণ্ডিতেরা সেই রমণীকে স্বীয়াকহেন এবংস্বামী পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য হেতুক এমত

স্ত্রীকে পান। অনন্তর সেই অনুকূল নায়ক শূদ্রক রাজা এবং স্বীয়া নায়িকা সুখালসা রাণী তাহারা দুই জন কামকলা কৌতুক যুক্ত হইয়া সরোবরের সমীপে লতা নির্ম্মিত মন্দিরে থাকিয়া কাম শাস্ত্রাবিরোধি ক্রীড়া করত কিঞ্চিৎ কালযাপন করিতে ছেন। এক সময় রাত্রির প্রথম প্রহরাতীতে এক কালসর্প উত্তম শয্যাতে নিদ্রিত রাজমহিষীকে দংশন করিল। রাজা তাহা দেখিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন পরে অনেক যত্ন ও সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া এবং উত্তমং বৈদ্য আনিয়া নানা ঔষধ প্রয়োগেতে রাজ্ঞীর প্রাণ রক্ষা করিলেন কিন্তু বিষের উগ্রশক্তিতে রাণীর সৌন্দর্য্যের বিপরীত হইল তাহার বিবরণ এই উত্তম কেশযুক্ত মস্তক কেশ রহিত হইল এবং চন্দ্র তুল্য মুখ কাকমুখের ন্যায় হইল ও প্রাতঃ সময়ে সলিলস্থ উৎপলের ন্যায় চক্ষু কোটরগত হইল আর কমলের ন্যায় সুগন্ধি শরীর অতি দুর্গন্ধ হইল। পরে রাজা অতিশয় অনুরাগ প্রযুক্ত রাণীর পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এবং পূর্ব্ব কৃত ব্যাপার স্মরণ করিয়া তাহার রোগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন ঐ কুদৃশ মহিষীকে একক্ষণ মাত্র চক্ষুর অগোচর করেন না এবং ক্ষুধিতহইলে আহার করেন না ও নিদ্রার নিমিত্তেশয়ন করেন না আর তাম্বূল কর্পূরাদি ব্যবহার করেন না এবং মন্ত্রি গণের সহিত আলাপ করেন না ও সেনা নিরীক্ষণ করেন না শোকেতে ব্যাকুল হইয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় সর্ব্বদা রাণীর নিকটে থাকেন। মন্ত্রিরা রাজাকে ঐ প্রকার দেখিয়া কহিতে লাগিলেন হে মহারাজ রাণী দৈবায়ত্তে এই প্রকার পীড়িতা হইয়াছেন ইহাতে মনুষ্য কি করিতে পারিবে অতএব অসাধ্য বস্তুর উপেক্ষা করাই উত্তম হয় আপনি সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর স্বামী কেন রাজ্যের শুভাশুভ চিন্তা করেন না এবং মহকম্পা

এই স্ত্রীর নিমিত্তে কেন এত ক্লেশ ভোগ করিতেছেন এ অনুচিত রাজা চিরজীবি থাকিলে এই রাজ্ঞী হইতে অধিক রূপবতী কত স্ত্রী মিলিবে আর তোমার অনেক বিবাহ হইতে পারিবে অত এব আপনি বিষাদ করিবেন না আর রাজার পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্যদ্বারা ক্রীতের ন্যায় যে পরমায়ু তাহা সুখ ব্যাপার বিনা বৃথা যাপন করা উপযুক্ত হয় না। রাজা ঐ সকল কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন হে মন্ত্রিগণ আমার কথা শুন আমার এই যে ধর্ম্ম পাত্নী ইনি আমার পুণ্য কার্য্যে সহায়া এবং পাপ পুণ্যের ভাগিনী ও সংসারের সুখমূল আর প্রাণ সমানা ইনি মৃততুল্যা হইয়াও যাবাৎ জীবিতা থাকিবেন তাবৎ আমি নিরন্তর রাণীর নিকটে থাকিব তাহা ত্যাগ করিয়া মরণেতেও আমার অধিকার নাই রাজ্য চিন্তাতে কি অধিকার অপর আমার প্রাণ বিয়োগ হইলে যদি রাণী সহমরণ না করিয়া কেবল দুঃখিনী হন তবে রাণীর কি প্রকার প্রেম এবং যে প্রীতির বিচ্ছেদ ও বিস্মরণ হয় সে কি রূপ প্রীতি আর স্ত্রী পুরুষের মধ্যে একের বিচ্ছেদে অন্য যদি অনুমরণ না করে তবে সে কি দাম্পত্য যদি অনুমরণ করে তবে উত্তম দাম্পত্য। যদি রাজ্ঞী মরেন তবে আমি কি রাজ্য চিন্তি অথবা অন্য স্ত্রী বাঞ্ছা করিব হে মন্ত্রিগণ শুন পুরুষের যে প্রথম বিবাহ সেঈশ্বর নির্ব্বন্ধ এবং যে দ্বিতীয় স্ত্রী পরিগ্রহ সে লজ্জাপরিত্যাগরূপ কুকর্ম্ম তাহা আমি কখনও করিব না এবং এই মহিষী ব্যতিরেকে আমি প্রাণ ধারণ করিবনা তাহা কহিতেছি আমি যে রাজ্ঞীকে এক ক্ষণ বিস্মরণ করিতে পারিনা এবং যাহাকে দর্শন করিয়া ও আমার নেত্রদ্বয়ের তৃপ্তির শেষ হয় না অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না ও যাহার অধরামৃত পান করিয়া পবিত্র হইয়া জন্ম সার্থক করিতেছি সেই স্ত্রী

আমার প্রাণরূপা আর যে এই জীবিত স্ত্রীর কারণ এত বিলাপ করিতেছি তাহার বিচ্ছেদে আমি যদি আপনার জীবনেচ্ছা করি তবে আমি চণ্ডালতুল্য হইব মন্ত্রিগণ রাজার কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যে নরপতি রাণীর মরণেতে আপনার মৃত্যু স্বীকার করিবেন ইহাতে উদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া পরামর্শ করিলেন যে রাণীর প্রাণরক্ষাতেই রাজার রক্ষা হইবে এবং রাজা থাকিলেই আমরা থাকিব অতএব যাহাতে রাণীর মঙ্গল হয় সর্ব্বতোভাবে তাহাই কর্ত্তব্য এই অবধারিত করিয়া উত্তম ২ বিষবৈদ্য দিগকে ডাকিয়া রাণীর পুনরুদ্ধার চিকিৎসারম্ভ করিলেন। তাহাতে এক নাগবধূ ঐ চিকিৎসিত রাণীর শরীরে আবির্ভূতা হইল। সেইসময় রাণী বিষজ্বালা পাইয়া উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিয়া কহিতে লাগিলেন যে হে নরপতি তুমি পৃথিবী শাসন করিতেছ কিন্তু এক ব্যাধ আমার স্বামী নাগকে নষ্ট করিয়াছে তাহাতে আমি বিধবা হইয়া পরামর্শ করিলাম যে ব্যাধের প্রতিকার করিব কিন্তু ব্যাধ অতিক্ষুদ্র এবং আমার স্বামী যে নাগ তিনি রাজ সদৃশ ব্যাধ তাহার তুল্য শত্রু নহে এই কারণ আমি স্বয়ং ব্যাধের প্রতিকার করিব না যে হেতুক অসদৃশ বৈরি বধে বৈরোদ্ধার হয় না অতএব রাজাকে শোকাকুল করিয়া তাঁহার দ্বারা ব্যাধকে নষ্ট করিব এই বিবেচনা করিয়া রাণীকে দংশন করিয়াছি। অনন্তর নরপতি উত্তর করিলেন হে নাগপত্নি আমি এই সম্বাদ জানি না ইহাতে আমার কি অপরাধ যদি তুমি আমার অপরাধ স্থির করিয়া থাক তথাপি সেই অপরাধ ক্ষমা করা তোমার উপযুক্ত হয় কেননা যম ও অজ্ঞ লোকের অপরাধ মার্জ্জনা করেন আর তুমি পতিব্রতা এবং ধর্ম্মশীলা সম্প্রতি আ-

মার ভার্য্যাকে ধর্ম্মার্থে ত্যাগ কর। নাগবধূ রাজার বিনয়বাক্য শুনিয়া কহিল হে মহারাজ যদি তুমি রাণীর জীবনেচ্ছা কর তবে রাণীর প্রাণের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ দান কর তাহা দেখিয়া আমি রাণীকে ত্যাগ করিব। রাজা ঐ কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া উত্তর করিলেন হে নাগবধূ আমি রাণীর মঙ্গলার্থে অবশ্য প্রাণদিব ইহা কহিয়া নিজ মস্তক ছেদন করিতে খড়্গ গ্রহণ করিয়া ঐ খড়্গ কণ্ঠের নিকটে রাখিয়া কহিলেন হে সম্প্রতি প্রেয়সীর প্রেমেতে বঞ্চিত যে আমার প্রাণ সে প্রাণ ব্যয়রূপ যে মূল্য তদ্দ্বারা প্রেয়সীর প্রেম আমার ক্রীত হউক। নাগস্ত্রী এই কথা শুনিয়া কহিল হে মহারাজ তুমি প্রাণ ত্যাগ করিও না তোমার এই যে প্রিয়ানুরাগ তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম আর রাণীকে ত্যাগ করিলাম তুমি এক যুবতীর নিমিত্তে সাগরপর্য্যন্তপৃথিবীররাজত্বএবংউৎকৃষ্টসৌন্দর্য্যওপরমৈশ্বর্য্যভোগ এই সমুদায় ত্যাগ করিতে উদ্যতহইয়াছঅতএবতুমিই উত্তম নায়ক তোমাদিগের যে প্রকার প্রীতি জন্মান্তরে আমার ঐ প্রকার প্রীতিলাভ হউক এই কামনাতে আমি স্বামি প্রাপ্তি নিমিত্তে অনুমরণ করিব ইহা কহিয়া স্বস্থানে গেল। অনন্তর নাগবধূর আবির্ভাবরহিতা রাজপত্নী মেঘাবরণ হইতেমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর শরীর পাইয়া পূর্ব্বহইতে অধিক রূপবতী হইলেন। রাজাও ঐ মহোদ্বেগরূপ বিপদহইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরমানন্দে রাণীর সহিত রাজ্য সুখানুভব করিতে লাগিলেন। সাগরে মগ্না যে সম্পত্তি সে পুনরুত্থিতা হইলে যেমত ঐ বস্তু স্বামির সুখদায়ক হয় সেই রূপ রাণী বিপদ্‌সাগরোত্তীর্ণা হইয়া এবং পূর্ব্বহইতে অধিক রূপবতী হইয়া রাজার সুখদায়িনী হইলেন। ইতিঅনুকূল নায়ককথা সমাপ্তা।

অথ দক্ষিণ নায়ককথা ।

যে পুরুষ প্রধান স্ত্রীর প্রীতিতে মগ্ন হইয়াও অন্য শতং স্ত্রীর সহিত ক্রীড়া করেন এবং তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করাতে অন্যাচিত্ত না হইয়া সেই ধর্ম্মপত্নীর গৌরব করেন তিনি দক্ষিণ নায়করূপে খ্যাত হয়েন। তাহার ইতিহাস এই।

গৌড় দেশে লক্ষ্মণসেন নামা এক রাজা ছিলেন তাঁহার রত্নপ্র ভা নামে এক পাটরাণী এবং অন্য কত গুলি ভোগ্যা স্ত্রী ছিল সেই পদ্মিনী ও চিত্রিণী প্রভৃতি ভোগ্যা স্ত্রী সকল আপনাদের সৌন্দর্য্য ও গুণেতে আর স্বামির অনুরাগবিশেষে কেহ উত্তমা কোন স্ত্রী স্বাধীনভর্তৃকা এবং কোন যুবতী অভিসারিকা ও কেহ উৎকণ্ঠিতা আর বিপ্রলব্ধা এবং কোন স্ত্রী কলহান্তরিতা কেহ বাসক সজ্জা রূপে খ্যাতা ছিল ইহাদের লক্ষণ গ্রন্থান্তরে আছে তাহারা নানা সজ্জা গ্রহণ করিয়া সেই দাতা অথচ অনুরাগী এবং ভাগ্যবান ও গুণজ্ঞ রাজাকে উত্তম পরিহাস এবং মধুর বাক্য ও মধুরাধর পান দ্বারা তুষ্ট করিত। সেই ভূপতি ঐ সকল স্ত্রীর প্রতি যে প্রকার প্রেম করিতেন রাজমহিষীতে ততো ধিক সদ্ভাব করিতেন। রাজার প্রেম কৌশলেতে সকল স্ত্রী এই জ্ঞান করিত যে কেবল আমি রাজার প্রিয়তমা অন্য স্ত্রীরা পরি চারিকার ন্যায় এক সময়ে কাশীরাজের সহিত লক্ষ্মণ সেন রাজার সন্ধি বিঘটিত হইলে যুদ্ধোপস্থিতি হইল। অনন্তর লক্ষ্মণ সেন সেই অশ্বপতি যে কাশীরাজ তাহার সহিত বর্ষাসময়ে যুদ্ধ বাসনা করিয়া নৌকাসজ্জা ও সেনা সজ্জা করিয়া কাশীপুরীতে গমনের উদ্যোগ করিলেন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে চতুর ঙ্গিণী সেনার সহিত রাজা উত্তম স্থান পাইলে কিম্বা অবকাশ স্থান পাইলেই বলবান্ হইতে পারেন। রাজা লক্ষ্মণ সেনের

বিদেশ যাত্রার সময়ে রত্নপ্রভা রাণী কহিলেন হে নাথ তুমি রাজা অতএব সর্ব্বত্র সুখ ভোগ করিতে পারিবা কিন্তু আমি অবলা কেবল তুমি আমার সহায় তুমি বিদেশস্থ হইলে আমি কি প্রকারে পর্ব্বরাত্রি এবং সুখরাত্রি যাপন করিব তুমি যদি আজ্ঞা কর তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাই নরপতি উত্তর করিলেন হে প্রিয়ে তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী এবং সকল বিষয়ের কর্ত্রী অন্যং স্ত্রী সকল পুষ্প তাম্বূলের ন্যায় সহজ সেব্যা যদি তুমি আমার সঙ্গে যাইবা তবে গৃহের এবং রাজ্যের কি হইবে তুমি আমার স্বরূপা এবং রাজলক্ষ্মী রূপা অতএব মন্ত্রীদিগের সহিত এই স্থানে থাকিয়া রাজ্যরক্ষা কর আমি সুখরাত্রিতে এবং পর্ব্ব রাত্রিতে এখানে আসিয়া তোমারকামনা সম্পূর্ণা করিব। রাণী এ কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন যদি তোমার কথার অন্যথা হয় তবে আমি অগ্নি প্রবেশ করিব ইহা জানিবেন। নরপতি কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া কহিলেন হে প্রিয়ে আমার বাক্যের ব্যভিচার হইবে না। অনন্তর মহীপাল নৌকায় গুণবৃক্ষাগ্রে উড্ডীয়মান পতাকাদ্বারা চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ করিয়া এবং নৌকাদণ্ড নিপাতে গভীর জল আবর্ত্তিতকরাইয়া এবংনিশানপ্রকাশেতে সকল লোককে ত্রাস করিয়া চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত যাত্রা করিয়া কাশী নগরীতে উপস্থিত হইলেন এবং কাশী পুরীর দুর্গের চতুর্দ্দিক্ নৌকাতে রোধ করিয়া যুদ্ধের প্রথম ক্ষণে দেবদর্শনেতে যুদ্ধব্যসন যুক্ত হইয়া নিশ্চেষ্ট রূপে কালযাপন করিতেছেন এবং যে যুদ্ধ জয়ের প্রত্যাশা করিয়াছেন সেই যুদ্ধ জয়ের ব্যাঘাত ভয়ে রাণীর নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা বিস্মৃত হইলেন। পরে এক দিবসের সায়ংসময়ে দেখেন নগর বাসী সেনারা উল্কা ভ্রমণ করাইতেছে। রাজা তাহ

দেখিয়া আপনার সেবকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই কি এক পর্ব্বরাত্রি হা তবে আমিরাণীর নিকটে স্বীকৃতবাক্যহইতে চ্যুত হইলাম যদিরাণী রত্নপ্রভা অগ্নি প্রবেশকরেন তবে আমি কি করিব যে লোক মহাকুলোৎপন্ন হইয়া স্বীকৃত বাক্য রক্ষা না করিয়া তাহা হইতে চ্যুতহয়সেই কৃতঘ্ন দুরাত্মাসংসারের মধ্যে অতি নিন্দিত হয় আর আমার এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ কেবল পাপ জনক নহে স্ত্রী হত্যার হেতুও হইবে অতএব মন্ত্রিগণকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি পরে নরপতি মন্ত্রীদিগকে কহিলেন যে তোমরা আমার বাক্যে মনোযোগ কর। তাহার পর ঐ বৃত্তান্ত কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে এবিষয়ে কি কর্ত্তব্য। মন্ত্রিরা রাজার সমস্ত কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে মহারাজের প্রভুত্বে ও প্রতাপে কোনকর্ম্ম অসাধ্যনাই সম্প্রতিনাবিকদিগকে অনেক ধনদান করুন তাহারা এই রাত্রিতে মহারাজাকে নৌকারোহণ করাইয়া সেই নৌকা লক্ষণাবতী পুরীতে লইয়া যাইবেক তাহাতেই মহারাজ নিজ গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিবেন আমরা বিপক্ষের দুর্গদ্বার রোধ করিয়া থাকিলাম নরপতি ঐ কথোপকথনের পর এক শত তরুণতর নাবিকের গতি পবনের ন্যায় শীঘ্রগামি নৌকায় আরোহণ করিয়া ঐ রাত্রির চতুর্থ প্রহরেতে লক্ষণাবতী পুরীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে রাণী রত্নপ্রভা অগ্নি প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছেন তাহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া নানা প্রকার বাক্য বিনয়েতে রাণীকে অগ্নি প্রবেশ হইতে নিষেধ করিলেন। রাজমহিষী ও রাজাকে দেখিয়া ও প্রীতির পরীক্ষা করিয়া এবং আপনারমনোরথ পূর্ণ হওয়াতে সৌভাগ্য গর্ব্বিতা হইলেন। শাস্ত্রের লিখন এই যে প্রীতিতে যে দম্পতী পরস্পর আজ্ঞালংঘন না করেন এবং বিন

য় বাক্যের বৈষম্য না করেন ও প্রথমোৎপন্ন যে সদ্ভাব কথন ও তাহার ন্যূনতা না করেনসেই প্রীতি উত্তমা তদিতরযে প্রেম সে কন্দর্পকৃত কারাগার মাত্র সামান্য নায়ক ও নায়িকা তাহাতে বদ্ধ হইয়া কেবল দুঃখভোগ করে।

ইতি দাক্ষিণ নায়ক কথা সমাপ্তা।

অথ বিদগ্ধ নায়ক কথা।

যে পুরুষ প্রচুর সুখানুভবের নিমিত্তে তিন প্রকার স্ত্রীর প্রিয় হন তিনি বিদগ্ধ নায়ক রূপে খ্যাত হন। তিন প্রকার স্ত্রীর বিবরণ এই নিজা এবং পরকীয়া ও সামান্যা যে স্ত্রী জীবদ্দশায় পতির লৌকিক কার্য্যের সহায়তা করে এবং স্বামির সহ মরণেতে স্বামিকে স্বর্গভোগ করায় তাহার নাম নিজা এবং স্বীয়া। কিন্তু কামুক পুরুষেরা স্বস্ত্রী গমনেতে সম্পূর্ণ সুখ বোধনা করিয়া যে পরস্ত্রীতে গমন করে সকল লোক সেই স্ত্রীকে পরকীয়া কহেন। আর বেশ্যার নাম সামান্যা স্ত্রী সে কেবল ধনাকাঙ্ক্ষা করে এবং সেই সামান্যা নায়িকা সধন লোক যদি নির্গুণ হয় তথাপি তাহাকেই সর্ব্বদা প্রার্থনা করে আর নির্দ্ধন লোক উত্তম গুণযুক্ত হইলেও তাহাকে বাঞ্ছা করে না। কিন্তু কামুক পুরুষেরা স্বস্ত্রী গমনেতে তৃপ্ত হয় না এবং পরস্ত্রীতে নিঃশঙ্ক হইয়া ক্রীড়া করিতে পারে না এই প্রযুক্ত কামদেবের সকল সম্পত্তি স্বরূপা যে বেশ্যা তাহার সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করে তাহার কথা এই।

ভোজ রাজার ধারানগরীতে কেতকী ও জাতকী নামে দুই বেশ্যা বসতি করে নায়কেরা এক রাত্রি সম্ভোগের নিমিত্তে কেতকীকে এক লক্ষ টাকা দেয় এবং জাতকীকে পাঁচ টাকা দেয়।

এক সময়ে ঐ দুই বেশ্যা অতি বিবাদ করিয়া কেতকী জাতকী কে কহিল রে পাপীয়সি তুই পাচটাকা গ্রহণ করিযা আপনাকে চরিতার্থা জ্ঞান করিস্ অতএব কি অহঙ্কারেতে আমার সহিত বিবাদ করিতেছিস্। তাহা শুনিয়া জাতকী উত্তর করিল অরে পাপিনি আমি তোর যমজা ভগিনী এবং সমবয়স্কা ও সমান গুণযুক্তা তুই কি প্রকারে আমা হইতে উত্তমা এবং আমি বা কি প্রকারে অধমা হইলাম নায়কেরা আমাকে পাচ টাকা দেয় এবং তোকে লক্ষ টাকা দেয় এই যে দানের বিশেষ এ কেবল না য়কদের অবিবেচনাতে হয় ইহাতে আমার হানি নাই তথাপি যদি তুই অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছিস্ তবেআমা হইতে তোর রূপ ও যৌবন এবং গুণের বিশেষ কি আছে তাহা বল্ আর নৃত্য এবং গীত ও কাম কথা এই সকলের বিশেষ কি জানিস্ তাহা বল্ যদি অধিক না জানিস্ তবে কিপ্রকারে আমি ক্ষুদ্রা হইলাম। ঐ দুই বেশ্যা এই প্রকার বিবাদ করিয়া উভয়ের গুণা দির বিচারের নিমিত্তে ভোজ রাজার নিকটে গেল। ভোজ রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের বিবাদের কারণ কি। পশ্চাৎ কেতকী নিবেদন করিল হে মহারাজ জাতকী নায়কের স্থানে এক রাত্রিতে পাচ টাকা লাভ করিয়া চরিতার্থা হয় আমি এক রাত্রিতে নায়কের স্থানে লক্ষ টাকা পাই অতএব জাতকী কি প্রকারে আমার নিকটে স্পর্দ্ধা করে। অনন্তর জাতকীনিবে দন করিল হে ভূপাল আমাদিগের উভয়ের যে রূপ ও গুণ এবং বয়ঃক্রম এই সকলেতে আমার কি ন্যূনতা আছে তাহা বিবে চনা করুন কিন্তু কোন অংশে আমার ন্যূনতা নাই আমাকে নায়কেরা যে পাচ টাকা দেয় সে দোষ নায়কদিগের অথবা রাজার। রাজা এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমার

কি অপরাধ। তখন জাতকী পুনশ্চ নিবেদন করিল যে হে মহা রাজ বিচারকর্ত্তা থাকিতে আমাদিগের সমান রূপ ও গুণ এবং বয়ঃক্রমেতে ফলের এ প্রকার বৈষম্য কেনহয় ইহাতে নিবেদন করি যে সর্ব্ব বিষয়ে মহারাজের বিচার দৃষ্টি নাই আপনকার এই দোষ। তদনন্তর রাজা ঐ দুই বেশ্যার রূপ এবং গুণ ও বয়ঃ ক্রমের সমতা দেখিয়া চিন্তা করিলেন যে এ কি আশ্চর্য্য এই দুই গণিকার রূপ ও গুণ এবং বয়ঃক্রম সমান তবে কেন লাভে র এত বৈষম্য হয় কিন্তু ইহার বিচার করা আমার সাধ্য নহে রাজা বিক্রমাদিত্য বড় বুদ্ধিমান ইহারা তাহার নিকটে যাউক তিনি অবশ্য ইহার বিচার করিতে পারিবেন। এই বিবেচনা করিয়া আপনার লোকের সহিত দুই গণিকাকে রাজা বিক্র মাদিত্যের নিকটে পাঠাইলেন। অনন্তর বিক্রমাদিত্য রাজা বেশ্যাদ্বয়ের বাক্য শুনিয়া এবং তাহাদিগকে কেলিগৃহে লইয়া ও তাহাদের গুণের পরীক্ষা লইয়া কহিলেন যে তোমাদিগের গুণের বৈষম্য তাদৃশ নাই কিন্তু আমি এই অনুভব করি যে কে তকী আপনার দুর্লভত্ব প্রকাশ করে এই কারণ নায়কের স্থানে লক্ষ মুদ্রা লয় জাতকী আপনার ব্যগ্রতা ও লোভ প্রকাশ করে এই প্রযুক্ত পাচ টাকাতে পুরুষের সুলভা হয় ইহাতে জাতকী সহস্র মুদ্রা লাভও করিতে পারে না লক্ষ মুদ্রা কি প্রকারে পাইবে যেহেতুক উত্তম রূপ ও গুণ থাকাতেও যে স্ত্রী কামুক পুরুষদিগের দুর্লভা হয় সেই সুখ ভোগ করে। জাতকী এই কথার উত্তরকরিল হে মহারাজ আমি এই সকল ব্যাপার জানি এবং কামকলার কোন কার্য্যেতে অনভিজ্ঞা নহি আমার নিবে দন শ্রবণ করুন যে রতি কার্য্যেতে দূতীর বক্রোক্তি না থাকে এবং নায়িকার দুর্লভত্ব প্রকাশ না হয়সেই নায়িকা রতি কামু

ক পুরুষদিগের অধিক সুখ দায়িনী হয় না তাহাতে নায়িকারো অধিক লাভ হইতে পারে না আমি এই সকল বিষয় জানিতথা পি কামুকেরা আমাকে অল্প দেয় কেতকীকে অধিক দেয়। রাজা বিক্রমাদিত্য জাতকীর কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ কাল মৌনী হইয়া উত্তর করিলেন যে তোমাদিগের উপপতিদের নিকটে এই লাভ বৈষম্যের কারণ জানিতে পারিব। পরে জাতকী পুন শ্চ নিবেদন করিল হে মহারাজ আমি পূর্ব্ব জন্মের পাপে কাম ভাবে কাতরা হইয়া পর পুরুষ গামিনী বেশ্যা হইয়াছি এবং কামবাণে পীড়িত পুরুষসকল লজ্জা রহিত হইয়া আমাতেউপ গত হয় এই মাত্র ইহাতে তাহাদিগের নিকটে কারণ কি জানি তে পারিবেন আর যে ব্যাপারে অর্থলাভের ন্যূনতা হয় এমত কার্য্য অধম গণিকা করে কিন্তু উত্তম গণিকা সেই রূপ কার্য্য করে না। জাতকীর সমস্ত কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন ভাল আমি অবধারিত করিলাম এখন তোমরা আপন২ স্থানে যাও আমি ভোজ রাজার নিকটে তোমাদের গুণ বৈষম্যের বিবরণ লিখিব ইহা কহিয়া আপন লোকদ্বারা ঐ দুই বেশ্যাকে ভোজ রাজার নিকটে পাঠাইলেন। পশ্চাৎ বিক্রমাদিত্য নির্জ্জনেতে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে ইহাদিগের গুণের তারতম্য বিবে চনা করা অতি দুরূহ ইহাদিগের গুণ ও রূপ এবং বয়ঃক্রম এই সকল সামগ্রীর তুল্যতা থাকিতে ধন লাভ রূপ যে ফল তাহার এত বৈষম্য এ কি আশ্চর্য্য কোন স্ত্রী যৌবনেতে পুরুষের মনো রমা হয় কেহ বা সৌন্দর্য্য দ্বারা নায়কের প্রিয়তমা হয় এবং কেহ২ বাক্যের কৌশলেতে এবং অন্য কোন যুবতী বাক্য ও সৌন্দর্য্য এই উভয় সামগ্রীতে পুরুষের রমণীয়া হয় সে যে হউ

ক ইহাদিগের বিশেষ নিরূপণ করিব। ইহা ভাবিয়া অগ্নি এবং কোকিল নামে দুই বেতালের স্কন্ধারোহণ করিয়া ভোজরাজার নগরে উপস্থিত হইলেন অনন্তর রাজা প্রথমে সে দুই বেশ্যার গৃহ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে কেতকী উত্তম পট্টবস্ত্র পরিধানা এবং রত্নালঙ্কার ভূষিতা ও তাহার গৃহের উপরে এক স্বর্ণময় কলস আছে আর জাতকী সামান্য শুক্লবস্ত্র পরিধানা এবং স্বর্ণালঙ্কার যুক্তা এবং তাহার গৃহোপরি এক মৃত্তিকার কলস ইহা দেখিয়া ভাবনা করিলেন যে ধনের ন্যূনাধিক্য এই মাত্র বিশেষ ইহাতে বেশ্যার গুণ ও দোষের নিশ্চয়হইতে পারে না কিন্তু অন্য প্রকারে ইহাদের দোষ ও গুণের নিরূপণ করি। ইহা বিবেচনা করিয়া রাত্রিতে এক লক্ষ টাকা কেতকীকে দিয়া তাহার গৃহে গেলেন পশ্চাৎ রাজা বিক্রমাদিত্য কেতকীর সহিত নানা প্রকার পরিহাস ও বাক্যের কৌশল করিতে২ বিবেচনা করিলেন যে অন্য স্ত্রী নায়কের সহিত দীর্ঘ কাল আলাপ করিয়া যে প্রীতি প্রকাশ করিতে না পারে এই কেতকী অর্দ্ধ স্তিমিত লোচনের কটাক্ষেও ভ্রূলতার ভঙ্গিতে নায়কের প্রতি সেই প্রেম প্রকাশ করিতে পারে এই কারণ নায়কেরা ইহাকে সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ মুদ্রা দেয়। পরে কামকলা চতুর বিক্রমাদিত্য শিরোবেদনা চ্ছলেতে আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। কেতকী রাজাকে ঐ প্রকার পীড়িত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে নাগর তুমি কি কারণ মূর্চ্ছিত হইলা রাজা বিক্রমাদিত্য অচেতনেরন্যায় থাকিলেন এবং কেতকীর কথারকিছুই উত্তর করিলেন না। সেই কালে কেতকী কোন উত্তর না পাইয়া এবং রাজার ব্যামোহ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। রাজা বিক্রমাদিত্য কিঞ্চিৎ নেত্রোন্মীলন করিয়া কে

তকীকে দেখিয়া বিবেচনা করিতেলাগিলেন যে এ বড় আশ্চর্য্য বেশ্যাদের কেবল ধনের সহিত প্রীতি থাকেএই বেশ্যা আমার সহিত ক্ষণ কাল আলাপ করিয়া এত প্রীতি প্রকাশ করিতেছে যেমত সতী স্ত্রী স্বামি শোকে কাতরা হইয়া রোদন করে তাহার মত গণিকা নায়কের নিমিত্তে রোদন করিতেছে। পরে রাজা কিঞ্চিৎ চৈতন্যপাইয়া কহিলেন যে হা নষ্ট হইলাম শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া সংগ্রামস্থলে কিম্বা তীর্থে আমার মৃত্যু হইলে না এখন বেশ্যার গৃহেমৃত্যু হইল। সেই সময়কেতকী নিবেদন করিল হে মহাশয় এই রোগের কি কোন প্রতিকার নাই। রাজা তাহা শুনিয়া উত্তর করিলেন হে প্রিয়ে ইহার এক প্রতিকার আছে কিন্তু তাহা তোমার শক্তিতে হইবে না। কেতকী পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল যে কি প্রতিকার। রাজা উত্তর করিলেন আমার মস্তকে যে বেদনা হইয়াছে সে অসাধ্য রোগ কিন্তু পূর্ব্বে যখন আমার এই রোগ উপস্থিত হইয়া ছিল তখন এক বৈদ্য অষ্টাধিক শত গজমুক্তা পোটলীতে বদ্ধ করিয়া এবং তাহা বারম্বার অগ্নিতে তপ্ত করিয়া তাহার স্বেদ মস্তকে দিয়া এই রোগে প্রতিকার করিয়াছিল। কেতকী নরপতির রোগ প্রতিকারের কথা শুনিয়া পরমাহ্লাদিতা হইয়া কহিল হে নাথ আপনি চিন্তা করিবেন না আমার অষ্টোত্তর শত গজমুক্তার একমালা আছে। রাজা উত্তর করিলেন হে প্রিয়েসেই মালা রাজার দুর্ল্লভা এবং তাহার অনেক মূল্য আর তোমার অতি ধন তাহা কেন বিদেশীয় লোকের নিমিত্তে অগ্নির স্বেদে নষ্ট করিবা কেতকী রাজার কথার উত্তর করিল হে মহাশয় আমাকে এই প্রকার কহিবেন না আমি এক রাত্রির নিমিত্তে তোমারস্ত্রী হইয়াছি অতএব উত্তমস্ত্রীর উপযুক্ত যে কার্য্য তাহা আমি অবশ্য করিব হে নাথ কুল স্ত্রী স্বামির প্রী

তির নিমিত্তে সকল কার্য্য করেন এবং স্বামির মরণেতে আপনা
র মৃত্যু স্বীকার করেন আমি অধমা স্ত্রী বটি কিন্তু নায়কের প্রাণ
রক্ষার নিমিত্তে কি ধনব্যয় করিতে পারিব না। রাজা বেশ্যার
কথা শুনিয়া কহিলেন যে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর।
পরে বেশ্যা আপনার গজমুক্তার মালা আনিয়া পোটলীর
মধ্যে রাখিয়া এবং অগ্নিতে তপ্ত করিয়া নরপতি
র মস্তকে স্বেদ দিতে লাগিল। সেই স্বেদেতে রাজা কৃত্রিম
বেদনার উপশম জানাইলেন। তখন কেতকী রাজাকে নির্ব্যা
ধি দেখিয়া এবং সকল বিষাদ ত্যাগ করিয়া ও পূর্ব্বমত প্রফুল্ল
বদনা হইয়া পুনর্ব্বার ক্রীড়ারম্ভকরিল। তখনবিক্রমাদিত্য নর
পতি বিবেচনা করিলেন যে এই গণিকা আমাকে মৃতপ্রায় দেখি
য়া অত্যন্ত বিবাদ করিয়াছিল এখন আমাকে হৃষ্টযুক্ত দেখিয়া
আপনি আহ্লাদিতা হইয়াছে অতএব যেমত কুলস্ত্রী স্বামির
সুখ দুঃখের ভাগিনী হয় এই গণিকাও সেই মত নায়কের সুখ
দুঃখের ভাগিনীহয় এবং এই প্রকার উত্তম গুণেতেই অনেক অ
লাভ করে। রাজা সকল রাত্রি যথোপযুক্ত ব্যবহার করিয়া প্রভা
তসময়ে পূর্ব্বদিগে সূর্য্য প্রকাশ দেখিয়া বেশ্যালয়হইতে বা
রে গেলেন। পরে রাজা বিক্রমাদিত্য সকলদিবস কোন স্থানে
থাকিয়া রাত্রির প্রথম দণ্ডের মধ্যে জাতকীকে পাচ টাকা দিয়া
জাতকীর গৃহে গেলেন এবং সেখানে বসিয়া কিঞ্চিৎ আলাপ
করিলেন পরে অভিলষিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কোন ক্রমে জাত
কীর মুক্তামালা ছিন্নকরিলেন তাহাতে তৎক্ষণাৎ ঐ ছিন্নমালার
মুক্তা সকল চতুর্দ্দিকে গেল। জাতকী তাহা দেখিয়া উৎকণ্ঠিত
হইয়া এবং ক্রিয়মাণ কার্য্য ত্যাগ করিয়া ঐ মুক্তা সকলের অ
নুসন্ধান করিতেলাগিল এবং এক২ মুক্তা আনিয়া একত্রক রাখি

য়া যখন গণনাতে সম্পূর্ণ হইল তখন জাতকী নরপতির নিকটে আসিয়া পুনর্ব্বার আলাপ করিতে ইচ্ছা করিল। রাজাও সেই কারণে রাগ প্রকাশ করিয়া সেই সময় গৃহের বাহিরে গেলেন জাতকী তাহা দেখিয়া রাজাকে কিছুই কারণ কহিল না। ভূপতি আবাস স্থানে গিয়া বিবেচনা করিলেন যে এই জাতকী অধমা বেশ্যা এই কারণ উত্তম নায়কেরা ইহার নিকটে আসেনা না এই জাতকী যখন আমার সহিত আলাপ ত্যাগ করিল তখনি ইহার যেমত রসজ্ঞতা ও সম্প্রীতি তাহা বুঝিয়াছি এবং মুক্তা গণনাতেই ইহার আশয় বুঝিয়াছি হা বিধাতা এই বেশ্যার অন্তঃকরণ বজ্রের ন্যায় কঠিন করিয়াছেন তন্নিমেত্তে ইহার অধিক অর্থলাভ হয় না কিন্তু কেতকী সর্ব্বতোভাবে উত্তমা এই কারণ উত্তম লোকেরা ইহার নিকটে আসিয়া নানা প্রকারে তুষ্ট হইয়া কেতকীকে লক্ষ টাকা দেয়। অনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য নিজ রাজধানীতে গিয়া ভোজ রাজাকে ঐ দুই বেশ্যার দোষ ও গুণের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলেন এবং কেতকী বেশ্যাকে এক সহস্র গজমুক্তা পাঠাইয়া দিলেন বাক্য আর অর্থযুক্ত যে কবিতা সকল তাহার সদসদ্বিবেচনাতে এবং উত্তম স্তন ও সুকেশ তন্নযুক্ত রমণীগণের ভদ্রাভদ্র বিচারেতে রাজা বিক্রমাদিত্য বিদগ্ধ ছিলেন সম্প্রতি শ্রীশিবসিংহ রাজা তাহার ন্যায় বিদগ্ধ রূপে খ্যাত হইয়াছেন।

ইতি বিদগ্ধ নায়ক কথা সমাপ্তা।

অথ ধূর্ত্ত নায়ক কথা।

যেপুরুষ কেবল নিজ প্রয়োজন সময়ে নায়িকার সহিতপ্রীতি করে এবং কার্য্য সিদ্ধ হইলেই প্রীতিবিচ্ছেদ করে যুবতিরা

সেই পুরুষকে ধূর্ত্ত নায়ক কহে আর কোন স্ত্রী সেই ধূর্ত্তের প্রিয়া হয় না এবং ধূর্ত্ত নায়ক ও কোন স্ত্রীর প্রিয় হয় না কিন্তু রমণীরা সেই অনুরক্ত ধূর্ত্তের বাক্যকৌশলে এবং নানা কৌতুকে এক সময় তাহার বশীভূতা হয় কোন সময়ে বা ঐ নায়কের কথা শুনিয়া হাস্যরসে মগ্না হয় কিন্তু ঐ ধূর্ত্তকে যুবতিরা নিতান্ত বিশ্বাস করেনা এবং তাহাদিগের কুপ্রভু যে ধূর্ত্ত নায়ক তাহার সহিত যে প্রীতি হয় সে বিদ্যুতের মত অর্থাৎ যেমত বিদ্যুতের উৎপত্তি হইয়া শীঘ্র বিনাশ হয় সেই মত ধূর্ত্ত নায়কের যুবতিদের প্রীতির উৎপত্তি হইয়া শীঘ্র বিনাশ হয়। তাহার ইতিহাস এই।

পাটলিপুত্র নামে এক নগর তাহাতে খড়্গসম্মস্ব নামে এক ক্ষত্রিয় বাস করেন তিনি এক সময়ে আপনার শ্বশুরালয় হইতে নিজ পত্নীকে নিজ গৃহে লইয়া যাইতেছেন। শশী নামে এক ধূর্ত্ত ঐ রমণীকে দেখিয়া কামার্ত্ত হইয়া মূলদেব নামে আপন সখাকে কহিল যে হে সখে মূলদেব আমি অদ্য এক নব যুবতীকে দেখিয়া কামশরেতে বিদ্ধ হইয়াছি তাহার সৌন্দর্য্যের কথা শুন যেমত মুক্তাশ্রেণীতে যুক্তা হইলে পর চন্দ্র মণ্ডল সুশোভিত হয় তাহার ন্যায় স্বেদ জলবিন্দুতে সুন্দরমুখী এবং সে দূরগমনের শ্রান্তিতে স্বামির পশ্চাৎ মন্দ২ গমন করিতেছে এক সময়ে বা স্বর্ণ সদৃশ শরীরে যৌবন ভারেতে অলসা হইয়া গজরাজের ন্যায় গমন করিতেছে আর মৃগলোচনের ন্যায় তাহার যে চক্ষু সে কটাক্ষ বিক্ষেপ বাণ সন্ধানের ন্যায় সন্ধান করত প্রথমে অমৃতবর্ষণ করিয়া পশ্চাৎ বিষবর্ষণ করিতেছে সেই যুবতীর সহিত সংসর্গ বাসনাতে আমার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে অতএব কি প্রকারে এই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে হে

কামকলাচতুর সখে মূলদেব তুমি কোন উপায় বলনতুবা আমি কন্দর্পবাণে আহত হইয়া প্রাণ ত্যাগকরিব তাহাতেই তুমি মিত্রের মরণ শোকেতে পশ্চাৎ নিতান্ত কাতুর হইবা। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যেমত ধূর্ত্ত লোক পরদ্রব্য হরণ করিয়া ও তৃপ্ত হয় না সেই মত ধূর্ত্ত নায়ক সহস্র স্ত্রী গমন করিয়া ও তৃপ্ত হয় না পুনশ্চ অন্য স্ত্রী সঙ্গ বাসনা করে। অনন্তর মূলদেব মিত্রের কথা শুনিয়া উত্তর করিল হে মিত্র তুমি কিছু চিন্তা করিও না ইহার উপায় হইবে সম্প্রতি ঐ স্ত্রী ও পুরুষ কোন পথে যাইবে তাহা জানিয়া আমাকে সংবাদ কহ। শশী কহিল হে সখে আমি সেই পথ জানি। মূলদেব উত্তর করিল হে মিত্র তুমি সেই পথের অগ্রভাগে এক বস্ত্রগৃহ প্রস্তুত করিয়া আপনি স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া তাহার মধ্যে থাক আমিও শীঘ্র সেখানে যাইতেছি। শশী মূলদেবের পরামর্শে স্ত্রীবেশ ধারণকরিয়া সেইপথে এক বস্ত্রগৃহের মধ্যে থাকিল। পরে মূলদেব সেখানে গিয়া তাহার নিকটস্থ এক বৃক্ষচ্ছায়াতে বসিয়া মিথ্যা চিন্তাতে অধোবদন হইয়া থাকিল। পরে সেই খড়্গ সর্ব্বস্ব পরিশ্রান্ত প্রিয়ার অনুরোধে আপনি মন্দ২ গমন করত ঐ প্রিয়ার সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং বৃক্ষচ্ছায়াতে উপবিষ্ট মূলদেবকে ব্যাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন হে মহাশয় তুমি কি হেতু উদ্বিগ্ন হইয়াছ। মূলদেব উত্তর করিল হে মহাশয় আমার উদ্বেগের যে কারণ তাহা কহিতে অতিশয় লজ্জা হয় আপনি মান্য লোক কি প্রকারে আপনকার সাক্ষাতে সে কথা কহিব যদি নাকহি তবে তাহার কোন উপায় ও হইবে না সাধু লোক আপনার শক্ত্যনুসারে অবশ্য পরের বিপদুদ্ধার করেন সাধু ব্যতিরেকে অন্য লোক পরোপকার করিতে উদ্যত হন না। পরে খড়্গসর্ব্বস্ব

এই কথা শুনিয়া সদয় হইয়া কহিলেন যে তোমার কি চিন্তা এবং তাহার কি উপায় কর্ত্তব্য হয় তাহা কহ। তাহা শুনিয়া মূলদেব কহিল হে কৃপাসাগর এই বস্ত্রগৃহ দেখুন। খড়্গসর্ব্বস্ব সেই বস্ত্রের ঘর দেখিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইহার মধ্যে কি আছে তখন মূলদেব কিঞ্চিত লজ্জিত হইয়া কহিল হেদয়াসাগর ইহার বৃত্তান্ত শুন আমার স্ত্রী পূর্ণগর্ভাছিল এবং আমার গৃহে অন্য স্ত্রী লোক নাই স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্য কেহ এ সব কার্য্য জানে না এই কারণ ইহাকে ইহার পিতৃগৃহে লইয়া যাইতে ছিলাম হটাৎ পথিমধ্যে স্ত্রীর প্রসব বেদনা উপস্থিতা হইল এখন আমি কি করিব ইহাকহিয়া রোদন করিয়া ভূমতে পড়িল খড়্গসর্ব্বস্ব মূলদেবকে অতি কাতর দেখিয়া এবং দয়া দ্র হৃদয় হইয়া কহিলেন হে মহাশয় তুমি রোদন করিও না সম্প্রতি আমার স্ত্রী ঐ বস্ত্রগৃহের মধ্যে গিয়া এবং তোমার পরিজনকে দেখিয়া উপযুক্ত কার্য্য করিবে স্ত্রীলোকের প্রসবোচিত কার্য্য প্রায় সকলস্ত্রীই জানে। তাহা শুনিয়া মূলদেব গাত্রে খান করিয়া কহিল যে আমি বুঝিলাম আপনকার অনুগ্রহে আমার সকল বিপদ্ দূর হইবে অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন। অনন্তর খড়্গ সর্ব্বস্ব স্ত্রীকে বস্ত্র গৃহে যাইতে কহিলেন। পরে পতির আজ্ঞাতে ঐ স্ত্রী বস্ত্রগৃহে প্রবেশ করিয়া ঐ স্ত্রী বেশধারির নিকটে গেলেন। তখন স্ত্রী বেশধারী শর্শা ঐ মনোহর যুবতীকে পাইয়া আপন অভিলাষ পূর্ণ করিল। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে স্ত্রীলোকেরা পার্ব্বতীর অভিশাপেতে সর্ব্বদা পুরুষ সমভিব্যাহার বাসনা করে কিন্তু পুরুষের বাসনা ব্যতিরেকে কার্য্য সিদ্ধ হয় না ইহাতে সুতরাং স্ত্রীলোকের সহিষ্ণুতা ধর্ম্ম প্রকাশ হয় পুরুষের কোন সময় স্ত্রীর প্রতি ইচ্ছা হয়

কখন বা অনিচ্ছা হয় কিন্তু পুরুষের প্রতি স্ত্রীলোকের যে বাসনা কখনও তাহার বিরাম নাই যে হেতুক স্ত্রীলোকের কাম পুরুষ হইতে অষ্টগুণ অধিক হয়। সেই সময় মূলদেব খড়্গসর্ব্বস্বের সহিত এই প্রকার আলাপ করিতে আরম্ভ করিল রৌদ্র সেবাতে নির্গত যে স্বেদবিন্দু তাহাতে শোভিত মুখ ও স্থূল স্তন ও মৃদু স্বর সহিত কথা আর ঈষৎ লজ্জা ও হাস্যেতে যুক্ত ওষ্ঠ এবং অল্পোন্মীলিত নেত্রদ্বয় যুবতীদিগের যে এই সকল সামগ্রী তাহা কামুক পুরুষদের সুখের নিমিত্তে হউক। মূলদেবের এই সকল কথা খড়্গ সর্ব্বস্বের কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়াতে বস্ত্র গৃহের কোন সম্বাদ তাহার অনুভব হইল না। পশ্চাৎ শশী ঐ যুবতীর সহিত আলাপ করিয়া তাহাকে বিদায় করিল। পরে ঐ রমণী বস্ত্র গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে এই দুই ধূর্ত্তের চাতুর্য্যেতে আমার এই গতি হইল ইহাতে হাস্য করিতে২ স্বামির নিকটে গেলেন। সেই সময় খড়্গ সর্ব্বস্ব ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে প্রিয়ে ঐ স্ত্রীর কি সন্তান হইল পুত্র কিম্বা কন্যা। তদনন্তর ঐ স্ত্রী স্বামির কথা শুনিয়া এবং আপনার বৃত্তান্ত মনে করিয়া লজ্জা প্রযুক্ত হাসিতে২ অধোমুখী হইলেন। তদনন্তর মূলদেব কহিতে লাগিল হে মহাশয় আর জিজ্ঞাসার অপেক্ষা নাই তোমার ভার্য্যার হাস্যেতেই বোধ হইতেছে যে আমার স্ত্রীর পুত্র জন্মিয়াছে। প্রবীণেরা কহিয়াছেন যে কূটোপায়েতে প্রবীণ এবং হাস্য রসে যে লোক নিপুণ হয় তাহার হৃদয়ে লজ্জা ও ভয় থাকে না। অনন্তর সকলে স্ব২ স্থানে গেলেন কিন্তু শশী নামে ঐ ধূর্ত্ত স্তন ভারেতে মন্থরগতি এবং পথি গমনে পরিশ্রান্তা এমত যুবতী

স্ত্রীকে দণ্ডীদ্বারা বশীভূত না করিয়া এবং মিষ্ট বাক্যেতে প্রেম যুক্ত না করিয়া ও ধনদানে তুষ্ট না করিয়া কেবল মূলদেবের বুদ্ধিদ্বারা হটাৎ সম্ভোগ করিল।

ইতি ধূর্ত্ত নায়ক কথা সমাপ্তা।

অথ ঘস্মর নায়ক কথা।

যে পুরুষ শূর এবং বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইয়া কামিনীর ভ্রূভঙ্গি রূপ শৃঙ্খলাতে বদ্ধ হয় সেই লোক ঘস্মর নায়ক রূপে খ্যাত হয়। তাহার ইতিহাস এই।

কান্যকুব্জনগরে জয়চন্দ্র নামে কাশী পুরীর এক রাজা ছিলেন তিনি সকল দিগ্বিজয় করিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর কর গ্রহণেতে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া সকল রাজার প্রধান হইয়া ছিলেন এবং শুভদেবী নামে নিজ পত্নীতে অনুরাগী হইয়া তাহার অতিশয় বশীভূত হইলেন এবং সেই স্ত্রীর সহিত নিরন্তর ক্রীড়া করেন প্রজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে পুরুষযাবৎ মৃগনয়ন রমণীর কটাক্ষের লক্ষ্য না হয় তাবৎ পুরুষের মতি নীতি পথানুগামিনী থাকে অপার শাস্ত্রবেত্তা এবং ধীর ও শুদ্ধচিত্ত এবং সংসার বাসনাতে রহিত এমন পুরুষেরাও কামিনীর কটাক্ষেতে মোহিত হইয়া কন্দর্পের দাস হন্।

একসময়ে শাহাবুদ্দীন নামে যবনরাজ চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া যোগিনী পুর হইতে আসিয়া রাজা জয়চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে কান্যকুব্জ নগরে উপস্থিত হইল। পরে উভয় পক্ষের সৈন্যেতে অনেক কাল যুদ্ধ হইল ও তাহাতে অনেক সৈন্য নষ্ট হইলে কবন্ধ ও ভূত এবং বেতালেরা নৃত্য করিতে লাগিল। পশ্চাৎ যবনরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল এবং ঐ প্রকারে

যবনরাজ যুদ্ধ স্থান হইতে অনেক বার পলায়ন করিল । রাজা জয়চন্দ্র বিজয়ী হইয়া যবন রাজের প্রতি অনেক অহঙ্কার প্রকাশ করিলেন যবনরাজ আপনার মান ভঙ্গেতে দুঃখিত ছিল । পরে রাজা জয়চন্দ্রের অহঙ্কার বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া শত্রু প্রতীকারের প্রতিজ্ঞা করিল । পশ্চাৎ যবনেশ্বর এই চিন্তা করিল যে এই জয়চন্দ্র রাজাকে কেবল সৈন্যদ্বারা সংগ্রাম করিয়া জয় করিতে পারিব না অতএব উপায়ান্তর চেষ্টা করি যে হেতুক প্রবল শত্রু হইতে পরাজিত যে রাজা সে এক বার যুদ্ধ ত্যাগকরিয়াও জয়ী হইবার নিমিত্তে পুনর্ব্বার যুদ্ধকরিবেক ও সেই শত্রুর সেনা ভেদ করিতে যত্ন করিবেক অতএব প্রথমে জয়চন্দ্র রাজার এবং তাহার সৈন্যের তত্ত্ব জানিব এবং উৎকৃষ্ট মন্ত্রণা পূর্ব্বক চেষ্টা দ্বারা যে সংবাদ জ্ঞান হয় সেই জ্ঞান রাজাদিগের উত্তম ফলদায়ক হয় সম্প্রতি রাজা জয়চন্দ্রের রাজ্যে অধ্যক্ষ কে আছেইহা জানিতে হয় অপ্রধানের অনুসন্ধানে কিছুফল নাই । যবনরাজ এই পরামর্শ করিয়া জয়চন্দ্র রাজার নগরে এক লোক পাঠাইল সেই লোক কান্যকুব্জের সংবাদ জানিয়া যবনেশ্বরের নিকট আসিয়া নিবেদন করিল হে মহারাজ রাজা জয়চন্দ্রের অনেক সেনা আছে এবং সকল ভৃত্য প্রভুভক্ত এবং রাজার জ্ঞান অতি নির্ম্মল । যবনেশ্বর ঐ কথা শুনিয়া চারকে জিজ্ঞাসা করিল যে রাজা জয়চন্দ্র কাহার পরামর্শ শুনিয়া কার্য্য করেন । চার নিবেদন করিল রাজা জয়চন্দ্র বিদ্যাধর মন্ত্রির ও শুভদেবী রাণীর মন্ত্রণা শুনিয়া সকল কার্য্য করেন । যবনরাজ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল কি রাজা জয়চন্দ্র রাণীর পরামর্শ শুনেন । পরে চার নিবেদন করিল হে রাজন্ রাজা জয়চন্দ্র রাণীর পরামর্শ শুনিয়া সকল কার্য্য করেন এবং

রাণীর আজ্ঞার বহির্ভূত হন না। যবনরাজ ঐ কথা শুনিয়া প্রফুল্লচিত্তহইয়া কহিল যে রাজা জয়চন্দ্র স্ত্রীর বশীভূত হইয়াছে তবে সেই মূর্খ অবশ্য আমার হস্তগত হইবে অতএব প্রথমে সেই স্ত্রীকে বশ করি যে হেতুক তরঙ্গ ও ভ্রমএবং বেগ এইসকলেতে যুক্ত যে জল আর যৌবন রূপ তরঙ্গ ও ললিত বিভ্রম এই সকলেতে যুক্তা যে যুবতী এই দুইকে নানা যত্ন করিলেও ইহারা উচ্চ স্থানে যায় না সর্ব্বদা নীচ পথেই যায় অপর সংসার যন্ত্রণার মূল স্থান এবং কন্দর্পের বাসস্থান অথচ পর বুদ্ধির বশীভূত এমত যে রমণী গণ তাহারা উৎসাহ যুক্ত হইয়া কি কার্য্য না করিতে পারে অর্থাৎ সকল কুকর্ম্ম করিতে পারে আর ভূষণেতে ও উত্তম বস্ত্রেতে আর ফলেতে এবং পুষ্পেতে স্ত্রীলোকদিগের লোভ জন্মে অতএব এই সকল সামগ্রী দিলে রাণী অবশ্য আমার বশীভূতা হইয়া আমার কার্য্য সিদ্ধি করিবে কিন্তু বিদ্যাধর মন্ত্রী সেখানকার পরামর্শ কর্ত্তা সে আমার কার্য্যের বিঘ্ন করিবে তথাপি আমি অসাধ্য জ্ঞান করিয়া আপনার উদ্যোগ ত্যাগ না করিয়া মানস সিদ্ধির যত্ন করিব সম্প্রতি বিধাতা আমার প্রতি অনুকূল আছেন এমত বুঝা যাইতেছে এবং যেমত বিধাতা নীতিকার্য্যেতে মনুষ্যের অনুকূল হন। সেইমত স্ত্রীলোক ও ধনলোভেতে মনুষ্যের প্রতি অনুকূল হয় পরে যবনরাজ এই বিবেচনা করিলেন যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতে পারেন। এই কারণ চতুর্ব্বেদবেত্তা এবং সকল ভাষাতে চতুর চতুর্ভুজনামা ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন হেচতুর্ভুজ তুমি দশ লক্ষ টাকা লইয়া এবং কান্যকুব্জ নগরে কিছুকাল থাকিয়া ঐ ধন ব্যয়েতে আর আপনার চতুরতাতে শুভদেবী রাণীকে আমার বশীভূতা করিয়া দেও এই কার্য্য সিদ্ধ হইলে

আমি তোমার পূজা করিব। চতুর্ভুজ যবন রাজের কথা শুনি য়া উত্তর করিলেন যে মহারাজ যাহা আজ্ঞা করিতেছেন আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি এবং প্রভুর প্রতাপেতে কার্য্য সিদ্ধ হইবে তন্নিমিত্তে আমি উপযুক্ত চেষ্টা করিব কিন্তু কি প্রকারে এত ধন সেখানে লইয়া যাইব পরে যবনরাজ কহিল যে দশজন বণিক্ একং লক্ষ টাকা লইয়া বাণিজ্যের ছলেতে সেখানে যাউক এবং তাহারা তোমার আজ্ঞাকারী হইয়া সেখানে থাকুক তুমি ভিক্ষুকরূপে সেখানে গিয়া রাজগৃহে প্রবেশ করিয়া আমার কার্য্য সিদ্ধি কর। পশ্চাৎ চতুর্ভুজ ঐ প্রকারে দশলক্ষ টাকা লইয়া জয়চন্দ্র রাজার নগরে উপস্থিত হইলেন। পরে নানা প্রকার চেষ্টাতে রাজ সভায় গমনাগমন করিয়া রাজার দেবার্চ্চন সময়ে বেদপাঠ করিতে নিযুক্ত হইলেন এবং ক্রমেতে রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাণী ব্রাহ্মণের মিষ্ট বাক্যেতে সন্তুষ্টা হইয়া ব্রাহ্মণকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন ব্রাহ্মণও রাণীর সাক্ষাৎ নানা প্রকার ইতিহাস কহেন। অনন্তর চতুর্ভুজ কোন সময়ে অবকাশ পাইয়া রাণীকে কহিতে লাগিলেন হে রাজমহিষি পৃথিবীর মধ্যে তুমি ধন্যা শহাবুদ্দিন যবনেশ্বর সর্ব্বদা তোমার গুণ ও রূপের প্রশংসা করেন। রাণী ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন যে যবনরাজ কি আমাকে জানেন। ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন হে দেবি যবনেশ্বর তোমাকে জানেন এবং তোমার সৌন্দর্য্যের সকল কথা শুনিয়াছেন কিন্তু ইহার অতিরিক্ত কথা কহিতে আমি অত্যন্ত ভীত হই। রাণী তাহা শুনিয়া কহিলেন হে বিপ্র তুমি কিছু ভয় করিও না যে বক্তব্য হয় তাহা বল পরে চতুর্ভুজ রাণীকে ঐ কথা শুনিতে সন্তুষ্ট জানিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন যে এক সময়ে যবনেশ্বর এক রত্নময় অঙ্গুরীয়

পাইয়া রোদন করিতে২ কহিলেন হা বিধাতা এমত রত্নাঙ্গুরীয় আমাকে দিলেন কিন্তু শুভদেবীকে আমারে দিলেন না যদি সেই স্ত্রী রত্নকে আমাকে দিতেন তবে এই রত্নাঙ্গুরীয় তাহার হস্তে দিয়া আমি আপনার জন্ম সার্থক করিতাম আমি সামান্য স্ত্রীর হস্তে এই অঙ্গুরীয় দিব না। এই রূপ বিলাপ করিয়া পুনশ্চ কহি লেন যে রাজা জয়চন্দ্র শুভ দেবীকে পাইয়াছেন অতএব পৃথিবী র মধ্যে রাজা জয়চন্দ্রই ধন্য। যবনরাজ এই রূপ কহিয়া ঐ অ ঙ্গুরীয় আপন নিকটে রাখিয়াছেন হে দেবি যদি আপনি আজ্ঞা করেন তবে সেই অঙ্গুরীয় আনিয়া তোমাকে দিতে পারি। রাণী ঐ সকল কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে আমারে সেই অঙ্গুরীয় দিলে তোমাদের কি ফল হইবে। ব্রাহ্মণ উত্তর করি লেন যে তুমি স্ত্রীরত্ন সেই রত্নাঙ্গুরীয় তুমি হস্তে দিলেই উপ যুক্ত হয় অতএব তুমি যদি আজ্ঞা কর তবে সেই অঙ্গুরীয় আ নিয়া কল্য তোমাকে দিতে পারি। রাণী ঐ সকল কথা শুনিয়া কোন উত্তর করিলেন না। ব্রাহ্মণ পরদিনে সেই অঙ্গুরীয় রাণী কে দিলেন। রাণী পরপুরুষের প্রতি ও পর দ্রব্যেতে কখনও দৃষ্টি করেননাই কিন্তু ঐ অঙ্গুরীয় পাইয়া পরম সন্তুষ্টা হইলেন তখন চতুর্ভুজ রাণীকে সন্তুষ্টা দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে সম্প্রতি আমার পরিশ্রম সফল হইল এবং যবনেশ্বরের কার্য্য সিদ্ধ হইবে এমত বুঝা যাইতেছে। পরে ব্রাহ্মণের অনেক পরি শ্রমে ও নানা কৌশলে এবং যত্ন পূর্ব্বক নানা দ্রব্য দানেতে রা ণীর সহিত ব্রাহ্মণের অধিক সদ্ভাব হইল। অনন্তর চতুর্ভুজ ব্রাহ্মণ এক দিন নিবেদন করিলেন যে হে রাজ মহিষি তুমি রা জার ধর্ম্মপত্নী এবং অতি প্রিয়তমা ইহাতে তোমার পিতা ভ্রাতা সকল অগণ্য রূপে আছেন কিন্তু কেবল বিদ্যাধর মন্ত্রী

সকল কর্ম্মাধিকারী হইয়া রাজ্যের সকল সম্পত্তিভোগ করিতে ছেন ইহাতে তোমার মর্য্যাদার হানি হইতেছে। রাণী এই কথা শুনিয়া কহিলেন যে আমি কি করিব। ব্রাহ্মণ পুনশ্চ নিবেদন করিলেন যে রাজা এখন তোমার অত্যন্ত বশীভূত অতএব তোমার শক্তিতে কোন কার্য্য সিদ্ধ না হইতে পারে তুমি চেষ্টা করিলে সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে তন্নিমিত্তে আমি উপায় কহিতেছি শ্রবণ করুন যে২ কর্ম্মে রাজা যত টাকা পাইতেছেন সেই২ কার্য্যের তিন কিম্বা চারি কার্য্য তুমি আপন হস্তে আনিয়া আপনার পিতাকে ও ভ্রাতৃবর্গকে তাহাতে নিযুক্ত কর এবং সেই২ বিষয়ে পূর্ব্বে যে লাভ হইত তাহার দ্বিগুণ টাকা তুমি রাজাকে দেও কিঞ্চিৎ কাল এই রূপ করিলে রাজা অধিক লাভে সন্তুষ্ট হইয়া তোমার সকল কথায় অধিক বিশ্বাস করিবেন এবং সমুদায় কার্য্য তোমাকে সমর্পণ করিবেন তাহাতেই মন্ত্রী অপদস্থ হইবেন আর সর্ব্বত্র তোমার অধিকার হইবে তাহার পর তুমি যাহা ইচ্ছা করিবা তাহাই করিতে পারিবা রাজারা লাভ প্রিয় হন এবং যে কার্য্য কর্ত্তার দ্বারা অধিক ধনাগম হয় সেই কর্ম্ম কর্ত্তার বশীভূত হন। রাণী এই সকল কথা শুনিয়া কহিলেন যে আমি এত টাকা কোথা পাইব। ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন হে রাজমহিষি তুমি যত টাকা চাহিবা আমি তৎক্ষণে তত টাকা তোমাকে দিব। অনন্তর শুভদেবী ব্রাহ্মণের পরামর্শে সেই রূপ কার্য্য করিয়া রাজকীয় সকল ব্যাপার আপন হস্তবশ করিলেন এবং চতুর্ভুজ ব্রাহ্মণের প্রতি সন্তুষ্টা হইলেন আর রাণীর স্বজনেরা কার্য্যকর্ত্তা হইয়া রাণীর পক্ষপাতী হইল। পশ্চাৎ বিদ্যাধর মন্ত্রীর প্রতি রাজার অবিশ্বাস জন্মিল। রাণীও ঐ ব্রাহ্মণের বাক্যেতে ক্রমে২ যবনরাজের সহবাসবাসনা করি

তে লাগিলেন। পরে যবনেশ্বর ঐ সকল সংবাদ শুনিয়া আপ মার সকল সৈন্যের সহিত কান্যকুব্জ নগরের সন্নিধানে উপ স্থিত হইল। সেই কালে বিদ্যাধর মন্ত্রী জানিলেন যে রাজ্যেতে অনর্থ উপস্থিত হইল। কিন্তু জয়চন্দ্র রাজা বিদ্যাধর মন্ত্রির কোন কার্য্যে এবং কোন কথায় বিশ্বাস করেন না এই কারণ মন্ত্রী যবনেশ্বরের আগমনের সংবাদ জানিয়াও রাজাকে কোন পরামর্শ কহিতে পারিলেন না। যবনরাজ চতুর্ভুজ ব্রাহ্মণের কার্য্যের এবং রাজা জয়চন্দ্রের সৈন্যের তত্ত্ব জানিবার নিমিত্তে অনপ্‌শাহ নামে নিজ মন্ত্রিকে কান্যকুব্জ নগরের মধ্যে পাঠাইল অনপ্‌শাহ ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া সেখানে গিয়া এক হট্টের মধ্যে এক মেষকে নৃত্য করাইতে লাগিল। সেই সময় বিদ্যাধর মন্ত্রী রাজা জয়চন্দ্রের বাটী হইতে আগমন করত ঐ যবনকে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে এই মনুষ্যের প্রসন্ন ললাট এবং রক্তলোচন ও দীর্ঘ হস্ত এই সকল উত্তমলক্ষণ আছে অতএবএই লোক ভিক্ষুকনহে এ যবনেশ্বরের দূত হইতে পারে কিন্তু মেষের নৃত্য দর্শন ছলেতে ইহাকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া নিরূপণ করি। মন্ত্রী ইহা ভাবিয়া ঐ লোককে নিজ গৃহে আনিয়া নির্জ্জনেতে জিজ্ঞাসা করিলেন হে যবন তুমি কে। যব ন উত্তর করিল আমি ভিক্ষুক। বিদ্যাধর মন্ত্রী কিছু হাস্য করি য়া কহিলেন যে আমার নিকটে মিথ্যা কহিও না এবং কিছু ভয় করিও না বিশিষ্ট লোকের নিকটে সাধু লোকের কি ভয় অত এব আমার সাক্ষাতে সত্য কথা কহ আমি অনুভব করি যে তুমি অনপ্‌শাহ যবন। অনপ্‌শাহ ঐ কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনি কি প্রকারে জানিলেন। পরে বিদ্যাধর মন্ত্রী এক চিত্রিত পট বাহির করিলেন তাহাতে অনপ্‌শাহ যব

নের মূর্ত্তি লেখা আছে সেই পট দেখাইয়া কহিলেন হে যবন এই যে পট ইহার মধ্যে তোমাদিগের রাজ্যের সকল স্ত্রীর ও সমুদায় পুরুষের মূর্ত্তি চিত্রিতা আছে। যবন সেই পট দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া কহিলেন যে সাধু মন্ত্রিরাজ সাধু তুমি কালোপযুক্ত কার্য্যে বড় সাবধান তবে তোমার প্রভু কি প্রকারে রাজ্যচ্যুত হইবেন। পশ্চাৎ বিদ্যাধর মন্ত্রী উত্তর করিলেন যে রাজা আমার কথা শুনেন না।

পরে অলপ্‌শাহ কহিল তবে এ রাজার রাজলক্ষ্মী থাকিবে না। পুনশ্চ বিদ্যাধর মন্ত্রী কহিলেন যে আমার প্রভু সকল কার্য্যে চতুর নহেন এবং স্বামিগুণ সমুদায়েতে যুক্ত নহেন কেবল স্ত্রীর বাধ্য হইয়া আপনার অমঙ্গল উপস্থিত করিলেন। যবন এই সংবাদ শুনিয়া কহিল যে ইহাতেই বুঝিলাম যে রাজা জয়চন্দ্র নিতান্ত মূর্খ কিন্তু মন্ত্রির প্রতি প্রভুর যদি বিশ্বাস থাকে তবে মন্ত্রী অনেক কর্ম্ম সিদ্ধ করিতে পারেন যদি প্রভুর বিশ্বাস না থাকে তবে মন্ত্রী কি করিতে পারেন অপর প্রভু যদি বিশ্বাস কর্ত্তা না হন তবে সকল ভৃত্য প্রতিকূল হয় এবং যদি কোন সময় ভৃত্যেরা সেই রাজাকে হিতোপদেশ করে তবে সেই রাজা অসন্তুষ্ট হইয়া সেই ভৃত্যদের অহিত করেন অতএব আপনি যদি আমার কথা স্বীকার করেন তবে যবনেশ্বরের নিকটে আপনাকে লইয়া যাইতে পারি পশ্চাৎ রাজার প্রধান মন্ত্রী করিতে পারি মন্ত্রী বিদ্যাধর এই সকল কথা শুনিয়া দুই হস্তে আপনার কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া কহিলেন হে মিত্র তুমি পুনর্ব্বার এমত কথা আমাকে কহিবা না যে সকল লোকেরা পরমার্থ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তাহারা কখনও প্রভুর শত্রুকে আশ্রয় করেন না আর

বিপদ্ সময়ে স্বামিকে ত্যাগ করেন না বরং আপনারা নষ্ট হন্ তথাপি আপনাদের ধর্ম্ম নষ্ট করেন না। যবনরাজের মন্ত্রী কহিল হে বিদ্যাধর তুমি আমাদের শত্রুর পক্ষপাতী বট ইহা জানিলাম কিন্তু তুমি আমাদিগের অনিষ্ট কার্য্যে বৃথা নিযুক্ত হইবা আমরা তোমাকে নিষ্ক্রিয় করিব। বিদ্যাধর মন্ত্রী ঐ কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন হে যবন তোমাদিগের অনিষ্ট হইবে এই নিমিত্তে কি প্রভুর হিত কার্য্য করিব না আমি অবশ্য স্বামির হিত চেষ্টা করিব তাহাতে যদি তোমরা আমাকে নিষ্ক্রিয় করিতে পার তবে আমিও সময়োপযুক্ত কার্য্য করিতে পারিব বরঞ্চ তোমরা আমাদের দুর্গরোধ করিবা তখন আমি দুর্গের দক্ষিণদ্বারে থাকিব এবং আমার সহিত পাঁচশত অশ্বারোহ থাকিবে আমি তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া এই বিরক্ত স্বামির প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিব সেই সময় যদি তোমাদের প্রধান যে শহাবুদ্দিন তিনি আসিয়া আমার প্রতি যোদ্ধা হন তবে আমি যুদ্ধেতে যশোলাভ করিব। অনন্তর অলপ্ শাহ বিদ্যাধর মন্ত্রির কথা শুনিয়া আপন স্বামির নিকটে গিয়া সমস্ত সংবাদ কহিল। পশ্চাৎ উভয় রাজার যুদ্ধারম্ভ হইলে বিদ্যাধর মন্ত্রী আপনার বংশ রক্ষার নিমিত্তে আপন পুত্রকে দুর্গের বাহিরে পাঠাইলেন আপনি পাঁচ শত অশ্বারোহের সহিত মিলিত হইয়া দুর্গরোধ সময়ে দুর্গের দক্ষিণ দ্বারে উপস্থিত থাকিলেন। পরে সেনা সমূহেতে বেষ্টিত শহাবুদ্দিন যখন সম্মুখবর্ত্তী হইল তখন বিদ্যাধর মন্ত্রী সূর্য্যদেবকে সাক্ষী করিয়া এবং শত্রু সেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন কিঞ্চিৎ কালের মধ্যে খড়্গাঘাতে বিপক্ষের বহুতর সেনা বিনাশ করিয়া এবং বিপক্ষের বাণাঘাতে আপনি স্ফুটিত কিংশুক

পুষ্পের ন্যায় রক্ত বর্ণ শরীর হইয়া ঐ দেহ ত্যাগ করিয়া সূর্য্য মণ্ডলে লীন হইলেন। পরে শহাবুদ্দিন যবনরাজ ঐ যুদ্ধে রাজা জয়চন্দ্রকে জয় করিয়া তাহার দুর্গ গ্রহণ করিল এবং সমুদায় রাজ্য অধিকার করিল আর কোষের সমস্ত ধন দিয়া আপনার সেনাগণের পরিতোষ করিল কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া জয়চন্দ্র রাজাকে পাইল না রাজা জয়চন্দ্র কোন স্থানে গিয়াছেন কিম্বা তাহাকে কেহ নষ্ট করিয়াছে ইহার কোন সংবাদ জানিতে পারিল না অনন্তর যবনরাজ রাজা জয়চন্দ্রের রাণী শুভদেবীকে আপনার নিকটে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে রাজ্ঞি তুমি রাজা জয়চান্দ্রের কি প্রকার পত্নী। পরে শুভদেবী উত্তর করিলেন যে আমি রাজার প্রথম বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী অতি প্রিয়তমা ছিলাম সম্প্রতি তোমার অনুরাগ শুনিয়া তোমার ভার্য্যা হইলাম। যবনেশ্বর ঐ কথা শুনিয়া কহিল ওরে পাপিনি রাজা জয়চন্দ্র তোর উত্তম স্বামী তুই তাহার হিত চেষ্টা না করিয়া তাহাকেই নষ্ট করিলি ইহাতে বুঝি যে তুই আমার নিকটে থাকিলে আমাকে নষ্ট করিবি তুই স্বামি ঘাতিনী তোকে নষ্ট করা উপযুক্ত। ইহা কহি খড়্গেতে ঐ স্ত্রীর শরীর খণ্ড২ করিয়া চতুর্দ্দিকে ক্ষেপণ করিল ও কহিল যে পুরুষেরা কেবল সুখ ভোগের নিমিত্তে স্ত্রীতে প্রীতি করেন কিন্তু সেই স্ত্রীর বশীভূত হন না তাহারাই উত্তম যে লোক কন্দর্প বাণে বিদ্ধ হইয়া কামিনীর শরণাগত হইয়া ঐ স্ত্রীর নিতান্ত দাস হয় সে কাল বিশেষে অতি দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

ইতি ঘস্মর নায়ক কথা সমাপ্তা।

অধম স্ত্রীর নায়কদের এবং বৃষলীপতি পুরুষদের লক্ষণ গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে কহিলাম না।

অথ মোক্ষ কথা।

কোন২ পণ্ডিতেরা কহেন নিত্য ও নিরতিশয় সুখানুভব রূপ মোক্ষ মোক্ষাকাঙ্ক্ষিপুরুষেরা সেই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিরূপ যে মোক্ষ তাহাই বাসনা করেন। কাশীতে প্রাণত্যাগ করিলে এবং আত্মসাক্ষাৎকার করিলে অর্থাৎ তত্ত্ব জ্ঞান জন্মিলে এবং ঈশ্বরেতে দৃঢ় ভক্তি করিলে সেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। কোন২ পণ্ডিতেরা কহেন যে তত্ত্বজ্ঞানেতেই মোক্ষ হয় কিন্তু কাশীতে মরিলে এবং ঈশ্বরেতে দৃঢ় ভক্তি করিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই তত্ত্ব-জ্ঞানেতেই জীবের মুক্তি হয়। সম্প্রতি তত্ত্বজ্ঞানী মনুষ্যদিগের কথা প্রসঙ্গ হইতেছে।

নির্ব্বন্ধী এবং নিস্পৃহ ও লব্ধসিদ্ধি এই তিন প্রকার মোক্ষা-কাঙ্ক্ষী তত্ত্বজ্ঞানী তাহাদিগের মধ্যে প্রথমতো নির্ব্বন্ধির কথা কহিতেছি।

অথ নির্ব্বন্ধী কথা।

যে সৎ পুরুষ সংসার বাসনা ত্যাগ করেন এবং গুরু বাক্যে প্রত্যয় করেন ও দৃঢ় তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্তে দৃঢ় তর আগ্রহ করেন এমত যে যতি তিনি নির্ব্বন্ধী রূপে খ্যাত হন তাহার ইতিহাস এই।

দ্বারকা পুরীতে শুদ্ধযশা নামে এক ব্রাহ্মণ থাকেন কোন সময়ে তাহার এক পুত্র জন্মিল ঐ পুত্রের নাম বিবেকশর্ম্মা সেই শিশু শৈশবকালাবধি সংসার সুখে বিরক্ত ও তিনি পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারেতেই সংসারকে নিতান্ত অস্থির করিয়া জানেন যেমন পক্ষিশাবকেরা জাতিস্বভাব প্রযুক্ত শস্যাদি ভক্ষণ করে এবং মৃগশাবকেরা জাতিস্বভাবেতে তৃণাদি ভক্ষণ করে ও মনুষ্যবালকেরা জাত মাত্রে দুগ্ধপান করে সেই রূপ পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান

জ্ঞাত মাত্রে সংসার সুখে বিরক্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান করেন। ঐ বালক বিদ্যাভ্যাসে শৈশবকাল যাপন করিয়া আপনার যৌবন সময়ের প্রথমে উদাসীন হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্তে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন হে পিতঃ আমি তত্ত্বজ্ঞানার্থী কিঞ্চিৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া কালযাপন করিতে ইচ্ছা করি কিন্তু গুরুর অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না তুমি আমার পিতা এবং তত্ত্ববেত্তা অতএব তোমার নিকটে তত্ত্বজ্ঞান যাচ্ঞা করি যেহেতুক কোন লোক যদি বৃক্ষের মূলেতে ফল প্রাপ্ত হয় তবে সে বৃক্ষের শাখাতে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করে না সেই রূপ গৃহেতে যদি বিদ্যা থাকে তবে বিদ্যার্থী লোক দূর দেশ গমন করিয়া বিদ্যালাভ করিতে ইচ্ছা করে না অতএব আমি অন্যত্র যাইতে বাসনা করি না আপনি আমাকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করাউন। শুক্লযশা ব্রাহ্মণ ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন হে পুত্র তুমি যুবা পুরুষ সম্প্রতি গৃহাশ্রমে থাকিয়া সাংসারিক সুখভোগ কর পশ্চাৎ সংসার ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইবা পরে সন্ন্যাসী হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান করিলেই তত্ত্বজ্ঞান পাইবা যেমত মনুষ্য বৃক্ষের উচ্চ শাখারোহণে ইচ্ছা করিয়া প্রথমেই বৃক্ষের সেই উচ্চশাখা গ্রহণ করিতে পারে না কিন্তু যথাক্রমে গ্রহণ করিতে পারে সেই মত সংসারী লোক নানা শ্রম করিয়া ও নানা যত্ন করিয়া ক্রমেতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে। বিবেকশর্ম্মা পিতার বাক্য শুনিয়া নিবেদন করিলেন হে পিতঃ আমার দীর্ঘ কাল জীবনের যদি কেহ প্রতিভূ অর্থাৎ জামিন হয় তবে আমি ক্রমেতে সকলাশ্রম করিয়া পশ্চাৎ তত্ত্বজ্ঞান পাইতে পারি যদি শীঘ্র আমার মৃত্যু হয় তবে আমি সকলাশ্রম করিতে পারিব না এবং আমার তত্ত্বজ্ঞানও হইবে

না অতএব অবিলম্বে তত্বজ্ঞানোপদেশ কর্ত্তব্য যে হেতুক সংসার অত্যন্ত অস্থির আর পুত্র পীড়িত হইলে স্নেহ যুক্ত পিতাও পুত্রের পীড়ার অংশী হইতে পারেন না এবং যমদূত কর্তৃক নীয়মান পরিজনকে ও স্বামী রক্ষা করিতে পারেন না আর জননী উদরস্থ বালকের পীড়ায় কাতরা হন না এবং ব্যাধিতে বিকৃত হয় যে নিজ শরীর সেও মনুষ্যের স্ববশ থাকে না অতএব কেহ কাহারো সুখ দুঃখের অংশী হন না ও কেহ কাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না এবং পর ক্ষণে কি হইবে তাহাও পূর্ব্বে কেহ জানিতে পারেন না আমার মন এই সকল নিশ্চয় করিয়া সাংসারিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না এই কারণ উত্তম পুরুষার্থ যে মোক্ষ আমি তাহাই সাধন করিতে ইচ্ছা করি অর্থ আর কাম এই দুই পুরুষার্থ নহে যে হেতুক ধন সুখ জনক হয় না তাহার কারণ এই যে ধনব্যয় না করিলে সুখভোগ হয় না যদি ধনব্যয় করে তবে সেই লোক নির্ধন হয় কিন্তু মনুষ্য প্রথমে ধনবান হইয়া এবং ঐ ধনব্যয়েতে নানা সুখ ভোগ করিয়া পশ্চাৎ নির্দ্ধন হইয়া ধনব্যয় করিতে অশক্ত হয় তাহাতে অনুভূত সেই সকল সুখেতে রহিত হইয়া সর্ব্বদা দুঃখানুভব করে সেই দুঃখানুভবের কারণ কেবল পূর্ব্বের ধনাগম অতএব ধন সুখ জনক না হইয়া দুঃখ জনক হয়। আর ধন কাহারো প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন না কোটীশ্বর পুরুষেরাও মৃত্যুগ্রস্ত হইতেছে এবং সঞ্চিত ধনও মনুষ্যের তৃপ্তি জনক হয় না কোটীশ্বর পুরুষেরও প্রাপ্ত ধন হইতে অধিকাধিক লাভেচ্ছা হয় অতএব ধন পুরুষার্থ নহে কামও পুরুষার্থ নহে তাহার কারণ এই নিরন্তর সেব্যমান যে কাম অর্থাৎ ক্রিয়মাণ যে কামজ ব্যাপার সে পুরুষকে সম্যক প্রকারে তৃপ্ত করে না অর্থাৎ তদুত্তর কালে পুরুষের তৃপ্তিজনক

হয় না অতএব কামও পুরুষার্থ নহে। অপর ধর্ম্মও ভোগেতে নষ্ট হন্ এই কারণ ধর্ম্মও পুরুষার্থ হন্ না। হে পিতঃ আমি এই সকল বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে মোক্ষই উত্তম পুরুষার্থ তাহা যে রূপে সিদ্ধ হয় আপনি আমাকে সেই রূপ আজ্ঞা করুন। শুদ্ধযশা ব্রাহ্মণ আপন পুত্রের বাক্য শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া উত্তর করিলেন হে পুত্র সংসার অস্থিরতর অত্যন্ত বিরস তুমি যে ইহা জানিয়াছ সে যথার্থ বটে এখন বুঝিলাম যে তুমি নিতান্ত মোক্ষাকাঙ্ক্ষী বট এবং মোক্ষ প্রাপ্তির যে উপায় জানিতে ইচ্ছা করিতেছ জানিও তাহার উপায় কহিতেছি কিন্তু উপায় জ্ঞান মাত্রই প্রয়োজন নহে যদি উপায় জ্ঞান মাত্রই প্রয়োজন হইত এবং কেবল উপায় জ্ঞানেতেই ফল সিদ্ধ হইত তবে আমি মোক্ষের উপায় জানি আমার কেন মুক্তি না হইল অতএব উপায় কেবল পথ সেইপথে গমনকারি লোক অতিদুর্লভ অপর শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে উপায় রূপ পথবেত্তা অনেকলোক আছেন কিন্তু যে সৎ পুরুষ সেই পথে গমন করেন তিনিই পদ প্রাপ্ত হন্। শুদ্ধযশা ব্রাহ্মণ এই সকল কথা কহিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন হে পুত্র মোক্ষসাধনের যে উপায় কহিতেছি তুমি তাহাতে মনোযোগ কর গুরু প্রমুখাৎ সর্ব্বদা বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র শুনিয়া আত্মতত্ত্ব জানিবা এবং আত্মতত্ত্ব জানিয়া যুক্তিতে তাহার নিশ্চয় করিবা ও সেই নিশ্চিত আত্মতত্ত্বে এক চিত্ত হইবা এই রূপ করিলেই তোমার মন বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরেতে সংযুক্ত হইবে ঈশ্বরেতে নিরন্তর মনঃসংযোগ হইলেই তোমার মুক্তি হইবে। পরন্তু মনঃ দুই প্রকার শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ তাহার বিবরণ এই শব্দ এবং রূপ ও রস আর গন্ধ এবং স্পর্শ এই পাচ প্রকার বিষয় এই সকল বিষয়েতে যে স্পৃহা তাহার নাম কামনা

সেই কামনা রহিত যে মনঃ সেই শুদ্ধ ঐ কামনাযুক্ত যে মনঃসে অশুদ্ধ পরন্তু মনঃনির্ব্বিষয় হইলেই অর্থাৎ শুদ্ধ হইলেই মুক্তি হওয়া অতি সুগম কিন্তু মন নির্ব্বিষয় হওয়া অতি কঠিন যে হেতুক আশা রূপা যে ব্যাঘ্রী সে প্রচুরৈশ্বর্য্য গ্রাস করিয়াও তৃপ্তা হয় না আর যেমত দণ্ডনীয় বদ্ধ চোর অস্ত্রাঘাতেতে নষ্ট হয় সেই রূপ কামী পুরুষ কাম রূপ পাশে বদ্ধ হইয়া কামিনীর দৃষ্টি রূপ বাণেতে নষ্ট হইতেছে এই সকল কারণেতে মুক্তির পথ অতি দুর্গম হইয়াছে কিন্তু নানা প্রকার ধ্যান ধারণাদিতে যোগ সিদ্ধ হয় হে পুত্র তুমি সেই যোগাবলম্বন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানে নির্ব্বন্ধী হও অর্থাৎ তদেকচিত্ত হও তাহাতেই তোমার মোক্ষ হইবে। ব্রাহ্মণের পুত্র এই সমুদায় বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে তাত আমি তোমার অনুগ্রহেতে এই উপদেশানুসারে তত্ত্বজ্ঞানেতে নির্ব্বন্ধী হইলাম। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন হে পুত্র তবে তোমার মুক্তি হইবে তত্ত্ববোধে নির্ব্বন্ধী হইলে জীব সংসার পারাবারোত্তীর্ণ হইতে পারেন এবং বনজ মত্ত হস্তীর ন্যায় যে মন তাহা বশীভূত করিয়া ইন্দ্রিয় গণকে জয়করিতে পারেন আর সকল বিদ্যার পারগত হইয়া কর্ম্ম রূপ যে পাশবন্ধন তাহাহইতে মুক্ত হইতে পারেন এবং সেই হেতুক মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারেন। ব্রাহ্মণের পুত্র পিতার আজ্ঞানুসারে যোগাবলম্বন করিয়া এবং তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান করিয়া মুক্ত হইলেন।

ইতি নির্ব্বন্ধি কথা সমাপ্তা।

অথ নিস্পৃহ কথা।

যিনি রাগদ্বেষাদি দোষেতে রহিতহন, এবং দয়া দমপ্রভৃতি

গুণেতে যুক্ত হন ও বিষয় বাসনা হইতে নিবৃত্ত হন এমত যে মুনি তিনি নিস্পৃহ রূপে খ্যাত হন। তাহার বিবরণ এই।

বারাণসীতে বামন নামে এক মুনি থাকেন তিনি বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যোগাভ্যাসে নির্ব্বন্ধী হইলেন পরে ক্রমেতে ইন্দ্রিয়জয় করিয়া শান্তান্তঃকরণ হইয়া শত্রুতে ও মিত্রেতে সমান দৃষ্টি করেন এবং লাভেতে সন্তুষ্ট হন না ও অলাভে বিষণ্ণ হন না আর কোন সুখেচ্ছা করেন না এবং দুঃখেতে কাতর হন না। জগদীশ্বর বামন মুনিকে ঐ প্রকার নিস্পৃহ দেখিয়া কিঞ্চিৎ তুষ্ট হইয়া আশ্বাস বাক্য কহিলেন। বামন মুনি জগদীশ্বরের বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণে ঈশ্বর দর্শনে অভিলাষ করিয়া তাঁহাকে এই নিবেদন করিলেন যে হে পরমেশ্বর তোমার চক্ষু ও কর্ণ সর্ব্বত্র আছে এবং তুমি সকলের আন্তরিক ভাব জান আর তুমি ভক্তবৎসল এবং আমি নিতান্ত তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষী অতএব আমাকে দর্শন দেও। পরে জগদীশ্বর ঐ কথা শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন হে বামন পর জন্মে যখন তোমার মনঃ বিষয় বাসনা-রহিত হইবে তখন আমি তোমাকে দর্শন দিব। বামন মুনি পরমেশ্বরকে পুনশ্চ নিবেদন করিলেন যে হে জগন্নাথ সকল আকাঙ্ক্ষাতে রহিত এমত পবিত্র যে আমি আমার মন কি বিষয় বাসনা করে। তদনন্তর পরমেশ্বর আজ্ঞা করিলেন ইন্দ্রিয়গণকে বিশ্বাস করিবা না যেহেতুক বিষয় সকল নিকটে উপস্থিত হইলে যাহার মন বিষয়েচ্ছা না করে তাহাকেই নিস্পৃহ বলা যায় সম্প্রতি সেই প্রকার নিস্পৃহ কৃষ্ণচৈতন্য নামে এক সন্ন্যাসী আছেন তিনি দণ্ডকারণ্যের মধ্যে তপস্যা করিতেছেন কিন্তু তিনি এই জন্মেতেই আমাকে দর্শন করিবেন এবং সেই কর্ম্মের

ক্ষণে মুক্ত হইবেন। পশ্চাৎ বামন মুনি ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমাহইতেও অধিক নিস্পৃহ কেহ আছেন এ বড় আশ্চর্য্য আমি সেখানে গিয়া অবশ্য তাঁহাকে দেখিব। ইহা স্থির করিয়া দণ্ডকারণ্যেতে গেলেন এবং সেখানে দেখিলেন যে এক অপূর্ব্ব শিব মন্দিরের মধ্যে ঈশ্বর প্রতিমার সন্নিধানে কৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসী ঈশ্বরে মনঃসংযোগ করিয়া আছেন তিনি ভিক্ষার্থে নগর প্রবেশ করেন না এবং কাহারও স্থানে কিছু যাচ্ঞা করেন না। বামন মুনি ইহা দেখিয়া ঐ সন্ন্যাসিকে আপন হইতে অধিক নিস্পৃহ জ্ঞান করিয়া এবং তাঁহার নিকটে থাকিয়া বিবেচনা করিলেন যে এই সন্ন্যাসী কিপর্য্যন্ত নিস্পৃহ হইয়াছেন তাহা নিরূপণ করিব কিন্তু অনেক কাল সহবাস করিলে এবং অনেক ব্যবহার পরীক্ষা করিলে মনুষ্যের স্বভাব বুঝা যায় অতএব অধিক দিন এখানে থাকিব। এই পরামর্শ করিয়া বামন মুনি সেই স্থানে থাকিলেন। এক রাত্রিতে সেখানকার নরপতি অন্যস্ত্রী সম্ভোগে উৎসুক হওয়াতে রাজপত্নী কোপবতী হইয়া আপন সখীকে কহিতেছে হে সখি তুমি আমার প্রাণতুল্যা সম্প্রতি আমার দুঃখেতে মনোযোগ কর রাজা আমার প্রভু তিনি আপনার কামপীড়া বুঝিতে পারেন কিন্তু আমার কাম বেদনা বুঝিতে পারেন না এবং আমাকে বঞ্চনা করিয়া অন্য স্ত্রীর নিকটে গমন করিয়াছেন আমি এই সুখ রাত্রিতে যদি অন্য পুরুষ সঙ্গ করিতে না পারি তবে আমার যৌবন এবং জীবনে কিছু প্রয়োজন নাই। সখী ঐ কথা শুনিয়া উত্তর করিল হে কর্ত্রি আমি দিবসে তোমার অভিপ্রায় জানিতে পারি নাই যদি জানিতে পারিতাম তবে কোন যুবা পুরুষের সহিত কথা স্থির করি

এখন তাহাকে আনিতে পারিতাম সম্প্রতি রাত্রি অধিক হই য়াছে এখন যুবা পুরুষেরা উপযুক্ত স্থানে নিযুক্ত হইয়াছে তন্নি মিত্তে উত্তম পুরুষকে পাইতে পারি না অতএব বুঝি যে এখন আপনকার মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে না আর আমি অদ্য দিবসে দেখিয়াছি যে এক যুবা পুরুষ নির্জ্জন স্থানে আছেন কিন্তু তিনি সংন্যাসী। পরে রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কোথায় আছেন। সখী উত্তর করিল তিনি শিবালয়ের মধ্যে আছেন। রাণী সেই কথা শুনিয়া হর্ষযুক্তা হইয়া কহিলেন হে সখি আইস শীঘ্র সেখানে যাইব। সখী পুনশ্চ কহিল যে কিন্তু সেখানে গেলে কিছু ফল হইবে না। তিনি জিতেন্দ্রিয় অত এব তিনি এ রসে রসিক হইবেন না। পরে রাণী কহিলেন তিনি যুবা পুরুষ হইয়া যে এ রসে রসিক হইবেন না এ বড় আশ্চর্য্য ভাল তাহা নিরূপণ করিব হে সখি শুন মহাদেব যেমত কাম জয় করিয়াছেন তাঁহার তুল্য কাম জয়েতে প্রবীণ অন্য পুরুষ ভুবন ত্রয়ের মধ্যে দৃশ্য হয় না কিন্তু সেই মহাদেবও সময় বিশেষে প্রীতি প্রযুক্ত পার্ব্বতীকে অর্দ্ধাঙ্গ দান করিয়াছেন এবং গণেশের পিতা হইয়াছেন অতএব কোন পুরুষ নিতান্ত জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না। সখী এ কথা শুনিয়া কহিল হে রাজমহিষি আপনি উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন কোন পুরুষ অধিক রাত্রিতে নির্জ্জনে উত্তম স্ত্রী পাইয়া ত্যাগ করিতে পারে অতএব সেখানে অবশ্য তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে আইস সেখানে যাই কিন্তু আমি তাহাকে বড় দরিদ্র দেখিয়াছি তাঁহার পরিতোষের কারণ কিছু ধন লও দরিদ্রেরা ধন পাইলে বড় সন্তুষ্ট হয়। রাণী সখীর কথা শুনিয়া কহিলেন তাহার আটক কি অনেক ধন লইতেছি। ইহা বলিয়া শিব

পূজার কিঞ্চিৎ সামগ্রী লইয়া এবং আপনার সম্ভোগের জন্যে পুষ্প ও চন্দন এবং তাম্বুল ও আর২ উত্তম সামগ্রী লইয়া এবং ভিক্ষুকের সন্তোষার্থে অনেক রত্ন লইয়া শিব পূজার ছলেতে সখীকে সঙ্গে লইয়া সেই শিবালয়েতে গেল এবং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া নির্জ্জনেতে সেই অতি সুন্দর যুবা সন্ন্যাসিকে দেখিয়া বড় হর্ষযুক্তা হইল। পরে শিব পূজার ছলেতে ঐ সন্ন্যাসির সম্মুখে রাণী যে প্রকার স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিল তাহার বিবরণ এই নূপুরের শব্দ সহিত পাদবিক্ষেপ এবং বাহুলতার চালন ও বারম্বার দৃষ্টিপাত ও মন্দ২ হাস্য এই প্রকার অনেক অনেক চেষ্টা করিল। সেইরূপ চেষ্টাতে নিদ্রিত কন্দর্প জাগ্রৎ হইয়া অন্য মনুষ্যের হৃদয়ারোহণ করিতে পারেন কিন্তু ঐ সন্ন্যাসির চিত্তে কিছু বিকার জন্মাইতে পারিলেন না। কৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসী রাণীর নানাপ্রকার চেষ্টাতে কিছু মোহিত হইলেন না এবং রাণীর প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করিলেন না। সেই সময়ে সখী সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া রাণীকে কহিল হে কর্ত্রি তোমার চেষ্টাতে কিছুই হইল না সন্ন্যাসী তোমাকে একবার অবলোকন করিলেন না তবে এখন কি কর্ত্তব্য হয় কি স্পষ্ট করিয়া সন্ন্যাসিকে কহিব। তখন রাণী কিঞ্চিৎ বিরস বদনা হইয়া সখীকে কহিল যে সুতরাং কহিতেই হইল। অনন্তর সখী সন্ন্যাসীকে নিবেদন করিল যে হে মহাশয় এই পরমা সুন্দরী রাজমহিষী তোমার উদ্দেশে রাজমন্দির হইতে এখানে আসিয়া আপনার অভিমত প্রকাশ করিলেন তুমি ইহাকে দেখিয়া একবার সম্ভাব করিলে না সম্প্রতি রাণীর অভিমতে সম্মতি করিয়া উপযুক্ত ব্যবহার কর আর রাণী তোমার নিমিত্তে এই সকল রত্ন আনিয়াছেন

তাহা লও। কৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসী সখীর কথা শুনিয়া কিছু উত্তর করিলেন না। পরে রাণীর সহিত সখী সন্ন্যাসীর নিকটে বসিয়া পুনশ্চ এইরূপ কহিতে আরম্ভ করিল হে মহাপুরুষ আমরা বুঝিলাম যে তোমার হৃদয়ে কামাবেশ নাই কিন্তু শরণাগত স্ত্রীর প্রতি তোমার করুণা কর্ত্তব্য হয় এই রাজপত্নী কন্দর্প বাণেতে অতি পীড়িতা হইয়া তোমার শরণাপন্না হইয়াছেন ইহার প্রতি একবার কৃপাবলোকন কর। পরে কৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসী সখীর কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন হে সখি রাজপত্নীর যে অভিপ্রায় তাহা আমার দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না আমি নিতান্ত অযোগ্য এবং আমি কাষ্ঠ ও পাষাণের ন্যায় কঠিন হৃদয় আমার হৃদয়ে দয়া নাই কেন তোমরা আমার উপাসনা করিতে আসিয়াছ এবং রাজমহিষী অনেক ব্যামোহ স্বীকার করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছেন আমি তাঁহার মনোনীত কর্ম্ম করিতে পারিলাম না ইহাতে আমি সাপরাধ হইলাম সম্প্রতি তোমরা আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া অন্য কোন পুরুষের নিকটে যাও তাহাতেই রাণী কৃতার্থা হইবেন আর তোমাদিগের দত্ত এই সকল রত্নও তোমরা লইয়া যাও আমি সন্ন্যাসী রত্নেতে আর স্ত্রীতে আমার কি প্রয়োজন হে সখি শাস্ত্রে যে প্রকার লিখন আছে তাহা শুন যে পুরুষ সাংসারিক সুখভোগ ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়া পুনর্ব্বার ধনাদি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে তাহার সন্ন্যাসিত্বে কিছু ফল হয় না এইহেতু আমি ধনকে লোষ্ট্র জ্ঞান করি এবং স্ত্রীগণকে মাতৃ জ্ঞান করি আর সকল জীবকে মিত্র বোধ করি এবং কোন জীবেতে আমার পর বুদ্ধি নাই। রাণী ও সখী এই সকল কথা শুনিয়া আপনাদিগের উদ্যোগ হইতে পরাস্ত

হইয়া গৃহে গমনের ইচ্ছা করিতেছে সেই সময় কৃষ্ণ চৈতন্য সন্ন্যাসির ব্যবহার পরীক্ষার্থে আগত যে বামন মুনি তিনি ঐ সমুদয় ব্যাপার দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যেএই পরমা সুন্দরী রসজ্ঞা যুবতী স্ত্রী এ পুরুষের অনুসন্ধানে নির্জ্জন স্থানে আসিয়াছে ইহাকে ত্যাগ করা কি পাণ্ডিত্য অথবা এই মৃগ লোচনার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য দ্রব্যাভিলাষ কারণে কি সুখভোগ হইতে পারে শুভাদৃষ্ট প্রযুক্তই এমত স্ত্রীর সঙ্গ মিলি তে পারে আর ইহা হইতেই বা তপস্যার ফল কি অধিক হইতে পারে অতএব এই স্ত্রীকে গ্রহণ করি। ইহা স্থির করিয়া বামন মুনি ঐ স্ত্রীর সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। সেই কালে জগদীশ্বর কহিলেন হে বামন তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলা যে আমি নিতান্ত নিস্পৃহ এখন তোমার এ কি ব্যবহার এই নিমি ত্তে আমি তোমাকে কহিয়াছিলাম যে ইন্দ্রিয়গণকে বিশ্বাস করিবা না। বামন মুনি পরমেশ্বরের বাক্যেতে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর জগদীশ্বর নিতান্ত নিস্পৃহ কৃষ্ণ চৈতন্য সন্ন্যাসীকে আত্ম সন্দর্শন দিলেন। কৃষ্ণচৈতন্য পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইলেন।

ইতি নিস্পৃহ কথা সমাপ্তা।

জীবের আশা ত্যাগ হইলেই তত্বজ্ঞান হয় অর্থাৎ মোক্ষ সাধন জ্ঞান হয় কিন্তু কেবল উত্তম কর্ম্ম করিলে তত্বজ্ঞান হয় না যে পর্য্যন্ত মনেতে চাঞ্চল্য থাকে ও অর্থাভিলাষ থাকে এবং যাবৎ কন্দর্পের আবির্ভাব থাকে আর যাবৎ সকল জী বেতে সমজ্ঞাননা হয় ও যে পর্য্যন্ত প্রয়োজন রাহিত মিত্র তানা হয় তাবৎ পরমেশ্বর নিবিড় বনের ন্যায় থাকেন অর্থাৎ জীবের

জ্ঞানের অগোচর থাকেন যখন। বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি হয় তখন তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই তত্ত্বজ্ঞানেতে ঈশ্বর দর্শন হইয়া জীবের মুক্তি হয়।

অথ লব্ধ সিদ্ধি কথা।

উজ্জয়নী নগরীতে এক রাজার তিন পুত্র ছিল প্রথম পুত্র ভর্তৃ হরি দ্বিতীয় শক তৃতীয় বিক্রমাদিত্য এইতিন সহোদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভর্তৃহরি তিনি পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য হেতুক দেবাদি দোষেতে রহিত ও পবিত্র এবং শান্তান্তঃকরণ আর সকরুণ এবং সকল বিষয়েতে বিরক্ত ছিলেন। পরে রাজা পরলোকগত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভর্তৃহরি রাজ্য বাসনা করিতেন না কিন্তু মন্ত্রিদিগের অনুনয়েতে কহিলেন যে আমি রাজ্যাভিলাষ করি না কেবল তোমাদের অনুরোধে রাজত্ব স্বীকার করিলাম কিন্তু ধর্ম্মার্থেই কিঞ্চিৎ কাল রাজত্ব করিব কেবল সুখার্থে রাজ্য করিব না আর আমি একবার যে সুখভোগ করিব পুনশ্চ সেই সুখভোগ করিব না এবং তোমরা ও আমাকে সেই ভুক্ত ভোজনে প্রবৃত্ত করিবা না। এই পরামর্শ স্থির করিয়া ভর্তৃহরি ঐ রাজ্যে রাজা হইয়া দণ্ডনীতি শাস্ত্রের মতে শত্রুগণকে জয় করিয়া ও শিষ্ট লোকের সম্বর্দ্ধনা এবং দুষ্ট লোকের দমন আর প্রজাবর্গের পালন করিয়া এক বৎসর রাজত্ব করিলেন। পরে মন্ত্রিগণ এই নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আপনি এক বৎসর রাজত্ব করিয়া সকল কর্ম্ম সিদ্ধ করিয়া যে রূপ সুখভোগ করিয়াছেন ইহারপর আগামি বৎসরে সেই সকল সুখ পুনশ্চ আসিবে কিন্তু সেই অনুভূত সুখের পুনর্ব্বার অনুভব করিলেই ভুক্তভোজন হইবে কিন্তু আপনি পূর্ব্বে আজ্ঞা করিয়াছেন যে

তোমরা আমাকে ভুক্ত ভোজনে প্রবৃত্ত করিবা না এই নিমিত্তে নিবেদন করিলাম এখন মহারাজের যেমন স্বেচ্ছা হয় তাহাই করুন। রাজা ভর্তৃহরি মন্ত্রিদিগের ঐ কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যদি একবার ভুক্ত বিষয়ের পুনর্ব্বার ভোগ কর্ত্তব্য হয় তবে মনুষ্য কখনও তৃপ্ত হইতে পারে না এবং যে পুরুষ সম্বৎসর পর্য্যন্ত সময় বিশেষের যে যে সুখ একবার অনুভব করিয়াছে সে প্রতি বর্ষে পুনশ্চ সেই সেই সুখের অনুভব করিতে পারে অধিক সুখভোগ করিতে পারে না অতএব এক বার ভুক্ত সুখের পুনর্ব্বার ভোগ করা উত্তম পুরুষের কর্ত্তব্য নহে অপর ভোগ্য বস্তুর একবার ভোগ করিয়াও যে লোকের পিপাসা নিবৃত্তি না হয় তাহার সেই তৃষ্ণারূপ যে প্রাণান্তক রোগ সেই রোগের চিকিৎসাও হয় না অতএব আর সুখেচ্ছা কিম্বা রাজ্য বাসনা করিব না। রাজা ভর্তৃহরি মন্ত্রীদিগের নিকটে আপনার অভিপ্রায় জানাইয়া রাজ্য ও সমুদায় সুখ ভোগ ত্যাগ করিয়া শক নামে ভ্রাতাকে রাজ্য দিয়া আপনি তপোবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ভর্তৃহরি সর্ব্বদা যোগা বলম্বন করিয়া ঈশ্বরেতে মনঃ সংযোগ করিয়া থাকেন। এক সময়ে রাজা ঐ তপস্যা হইতে কিঞ্চিৎ কাল নিবৃত্ত হইয়া আপ নার এক জীর্ণ বস্ত্র সীবন করিতে অর্থাৎ সেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে শ্রীমন্নারায়ণ ভর্তৃহরিকে অবকাশ প্রাপ্ত দেখিয়া এই আজ্ঞা করিলেন হে ভর্তৃহরি তুমি আমার প্রধান ভক্ত এবং অতি প্রিয় পাত্র সংপ্রতি আমি তোমাকে সন্তুষ্ট হইলাম তুমি আমার নিকটে বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করহ। রাজা ভর্তৃহরি পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া পরমেশ্বরের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক এই নিবেদন

করিলেন হে জগদীশ্বর আমি সসাগরা পৃথিবী কামনা করি না এবং ইন্দ্রের অমরাবতী ইচ্ছা করি না ও প্রলয়কাল পর্য্যন্ত পরমায়ু বাসনা করি না আর কোন সুখাভিলাষ করি না এবং দিব্যাঙ্গনা কামনা করি না আমি নিতান্ত কামনা রহিত হইয়াছি আমার বাঞ্ছা মাত্র নাই আমাকে বরদান করিলে কি হইবে আপনি ত্রিলোকের কর্ত্তা যদি বরদানোৎসুক হইয়াছেন তবে কোন যাচক ব্যক্তিকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করুন। পশ্চাৎ জগদীশ্বর আজ্ঞা করিলেন যে হে ভর্ত্তৃহরি তুমি নিতান্ত বাসনা রহিত হইয়াছ কিন্তু আমি জগতের কর্ত্তা আমার দর্শন নিষ্ফল হয় না অতএব কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা কর। পরে ভর্ত্তৃহরি জগদীশ্বরের আজ্ঞা শুনিয়া এই নিবেদন করিলেন হে জগন্নাথ আমি পুনঃ২ আপনকার আজ্ঞাহেলন করিতে পারি না তন্নিমিত্তে এই বর প্রার্থনা করিতেছি আমি সম্প্রতি যে সূচীতে বস্ত্রসীবন করিতেছি তাহার ছিদ্রেতে শীঘ্র সূত্র প্রবেশ করুক আমাকে এই বর দেও। জগদীশ্বর ভর্ত্তৃহরির কথা শুনিয়া কিছু হাস্য করিয়া মনোমধ্যে এই বিবেচনা করিলেন যে আমি সংসারের কর্ত্তা এবং এই সংসারের মধ্যে এত উত্তম দ্রব্য থাকিতে তাহা যাচ্ঞা না করিয়া ভর্ত্তৃহরি কেবল আমার আজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্তে অতি সামান্য বিষয় প্রার্থনা করিল ইহাতে বুঝিলাম যে ভর্ত্তৃহরি নিতান্ত বিষয় বাসনা রহিত হইয়াছে ইহা ভাবিয়া কহিলেন সাধু২ ভর্ত্তৃহরি তুমি তৃষ্ণা বিজয়ী বীর আইস আমার এই তেজোময় শরীরে প্রবেশ কর। রাজা ভর্ত্তৃহরি জগদীশ্বরের আজ্ঞাতে তাঁহার তেজোময় শরীরে লীন হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হইলেন।

॥ ২৪ ॥

যে পরমেশ্বর হইতে সংসার উৎপন্ন হইয়া প্রলয়কালে সেই পরমেশ্বরেতে লীন হয় আর যাঁহার তুল্য বস্তু আর কিছু নাই এমত পরমেশ্বরে রাজা ভর্তৃহরি লীন হইলেন ॥

ইতি লব্ধসিদ্ধি কথা সমাপ্তা ॥

এবং মহারাজাধিরাজ শ্রীশিবসিংহদেব যুদ্ধেতে সকল শত্রু জয় করিয়া রাজ্য এবং সাংসারিক তাবৎ সুখভোগ করিয়া শ্রীমন্মহাদেবের সাক্ষাৎকারে দেহ ত্যাগ করিয়া মুক্ত হইয়াছেন ॥

ইতি পুরুষপরীক্ষাপুস্তক সমাপ্তং ।